

ঝিঁঝিঁ

অভীক দত্ত

ঝিঁঝিঁ

অভিক দত্ত

আদরের নৌকা

JHIJHI

By Abhik Dutta

প্রচ্ছদঃ

প্রকাশক ও কপিরাইটঃ আদরের নৌকা

যোগাযোগঃ adorernauka@gmail.com

https ://iwrite.app

এখন পর্যন্ত

১

মেট্রোতে পাশে বসে থাকা লোকটা শুভ্রর গায়ে ঢুলছিল।

শুভ্র বিরক্ত হয়ে লোকটাকে কনুই দিয়ে ঠেলল।

লোকটা উঠে শুভ্রর দিকে কড়া চোখে তাকাল।

শুভ্র বলল “কী? দেখতে পান না”?

লোকটা কোন কথা বলল না।

এম জি রোড এসে গেছিল। শুভ্রর সঙ্গে লোকটাও নামল। রাস্তায় উঠেই শুভ্র টের পেল পিঠে কিছু একটা খোঁচা মারছে। সে চিড়বিড়িয়ে উঠে পিছন ফিরে দেখল সেই লোকটাই। হাতে রিভলভার। তাকে বলল “চল, একটাও কথা না”।

একটা লঝঝরে গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল রাস্তার পাশে।

লোকটা শুভ্রকে বলল "ওঠ গাড়িটায়"।

শুভ্র হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিল।লোকটা কোমরে আবার খোঁচা দিল।

শুভ্র নিতান্ত নিরূপায় হয়ে গাড়িটায় উঠল। লোকটা তার পাশে বসল। ড্রাইভারকে বলল " চল"!

রাস্তায় থাকা লোক, পুলিশ, বাস কোন কিছুই শুভ্রকে স্পর্শ করছিল না। সে বলল "কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন আমাকে?"

লোকটা হেসে বলল "জন্নত।"

দুপুরবেলা। রাস্তাঘাটে ভালো লোকজন আছে। শুভ্র ভাবছিল গাড়ি থেকে ঝাঁপ দেবে নাকি। ড্রাইভারটা একটা বিড়ি ধরাল।

লোকটা বলল "রিভলভার চালাতে পারিস"?

শুভ্র মাথা নাড়ল।

লোকটা বলল " আবে দিওয়ালি, ঈদে কোনদিন খেলনা পিস্তল নিয়ে খেলিস নি?"

শুভ্র বলল "একই ভাবে চালায় নাকি?"

লোকটা তার পেটে বন্দুকের নলটা চেপে বলল "দেখবি?"

শুভ্র ভয় পেয়ে গেল "কী চাই বলুন না। ভয় দেখাচ্ছেন কেন?"

লোকটা পকেট থেকে পানমশলার প্যাকেট বের করে মুখে দিল।

চাঁদনিতে একটা গলির সামনে গাড়িটা দাঁড়াল। লোকটা বলল ' নাম গাড়ি থেকে। চালাকি করলে সব গুলি তোর পোঁদে ভরে দেব"।

শুভ্র নামল। লোকটা বলল "হাঁটতে থাক"!

খানিকটা হেঁটে একটা ইলেকট্রনিক জিনিসের ভাঙা দোকান পড়ল। লোকটা বলল " চল"!

শুভ্র দোকানের ভেতরে গেল। একটা দরজা ছিল। লোকটা দরজায় তিনটে টোকা দিতেই দরজা খুলে গেল। লোকটা শুভ্রকে বলল,"ভেতরে চল"!

শুভ্র ভেতরে গিয়ে নিভু নিভু আলোতে দেখল দশবারোজন বসে আছে। প্রত্যেকের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র।

সে চমকে লোকটার দিকে তাকাল।

লোকটা তার মাথায় পিস্তল রেখে ধমক দিল "বস। বস শুয়োরের বাচ্চা"!

শুভ্র মাটিতে বসে পড়ল।

শুভ্রর ভয় লাগছিল। এদের হাতের আগ্নেয়াস্ত্রগুলো বেশ দামী মনে হচ্ছে। কলকাতায় বসে এরা এত আগ্নেয়াস্ত্র কোথায় পেল?

সম্বিত ফিরল এক বয়স্ক লোকের কথায়, যে তাকে নিয়ে এসেছিল তাকে ধমকে হিন্দিতে বলল “একে কী করতে নিয়ে এসেছিস এখানে? এ কে?”
লোকটা বয়স্ক লোকের দিকে তাকিয়ে বলল “দিমাগ গরম হয়ে গেছিল তাই নিয়ে এসেছিলাম। একে খরচা করে দাও”।
বয়স্ক লোকটা একটা চড় মারল তাকে যে নিয়ে এসেছিল সে লোকটাকে। বলল “চিরকাল বেত্তমিজি করে কাটিয়ে দিলি। কখন কী করতে হয় কিছুই জানিস না। একটা ভাল কাজে যাব এর মধ্যে অকারণ ঝামেলা না বাধালেই হচ্ছিল না? এই ছোকরা তোমার নাম কী?”
বয়স্ক লোক তার দিকে ফিরল।
শুভ্র উঠে দাঁড়িয়ে তোতলাতে তোতলাতে বলল “শুভ্র রক্ষিত”।
বয়স্ক লোকটা বলল “আই কার্ড হে কোই?”
শুভ্র পকেট থেকে ড্রাইভিং লাইসেন্সটা বের করে দিল।
বয়স্ক লোকটা ড্রাইভিং লাইসেন্স পড়ে বলল “ঠিক বলেছে। ঝুট বলে নি”।
শুভ্র কাঁদো কাঁদো গলায় বলল “আমায় প্লিজ ছেড়ে দিন আমি কিছু করি নি”।
বয়স্ক লোকটা হো হো করে হেসে বলল “এখানে এসে পড়লে তো আর যেতে দেওয়া হয় না বাপজান। সে রাস্তা তোমার বন্ধ হয়ে গেছে”।
শুভ্র অবাক হয়ে তাকে যে এনেছে তার দিকে তাকাল।
সে লোকটা তার দিকে রিভলভার নিয়ে তেড়ে এল “এই, চোখ দেখাচ্ছিস কাকে? জানে মেরে দেব একদম”।
শুভ্র ভয়ে সরে গেল। বয়স্ক লোকটা আবার একটা চড় মারল লোকটাকে। বলল “ঝামেলা বাড়ানো ছাড়া কিছু শিখিস নি ইবলিশের বাচ্চা। বেরো এখান থেকে। যা”।
লোকটা তার দিকে লাল চোখে তাকাতে তাকাতে চলে গেল।
হঠাৎ একটা বন্দুকের বাট দিয়ে শুভ্রর মাথায় কেউ মারল।
শুভ্র জ্ঞান হারাল।
ছোট একটা ঘরে ঘুম ভাঙল শুভ্রর। কতক্ষণ শুয়েছিল খেয়াল ছিল না তার।
মাথায় ব্যথা। ঘরটার কোন জানলা নেই। এক কোণে একটা জলের বোতল রাখা।
সে বোতল থেকে জল খেতে গিয়েই থুতু দিয়ে ফেলে দিল সবটা। বিচ্ছিরি গন্ধ জলটায়।
বাইরে গাড়ির শব্দ পাওয়া যাচ্ছে।
কোনমতে উঠে দরজা ঠেলতেই দরজা খুলে গেল।
একটা বড় ঘর। এক কোণে একটা বড় আলমারি। আরেক কোণে একটা সিঙ্গল খাটে বয়স্ক লোকটা শুয়ে আছে।
তাকে দেখে হিন্দিতে বলল “ঘুম ভেঙেছে?”
শুভ্র বলল “আমি কোথায়?”
লোকটা বলল “ট্রেনিং ক্যাম্পে”।
শুভ্র অবাক হয়ে বলল “মানে? কীসের ট্রেনিং ক্যাম্প?”
লোকটা হাসতে হাসতে বলল “আমাদের উপরওয়ালা এই পৃথিবীতে কিছু কাজ করার জন্য আমাদের পাঠিয়েছেন। ধরে নাও সেই কাজের ট্রেনিং হবে এখানে”।
শুভ্র বলল “কলকাতায় আছি তো? সেটা বলুন প্লিজ। কাল থেকে আমার কলেজে পরীক্ষা”।
বয়স্ক লোকটা বলল “ওসব দিয়ে কোন লাভ নেই। ভালই হয়েছে ইমতিয়াজ তোমাকে আমাদের এখানে নিয়ে এসেছে। এখানে বস”।

একটা ছোট টুলের দিকে দেখাল লোকটা।
শুভ্র শক্ত মুখে দাঁড়িয়ে বলল "আগে বলুন আমি কোথায় এসেছি"।
বয়স্ক লোকটা রিমোট নিয়ে টিভি চালাল। খবরে দেখাচ্ছে কলকাতায় সন্ত্রাসবাদী হামলা হয়েছে। মেট্রোতে, বিধানসভাতে, নন্দনে সর্বত্র বন্দুকবাজরা দাপিয়ে বেরিয়েছে। হাজারের উপর মানুষ হতাহত। র‍্যাফ নেমেছে, সেনা নেমেছে। এখনও বেশ কয়েকটা বিল্ডিং দখল করে রেখেছে জঙ্গীরা।
শুভ্র চমকে লোকটার দিকে তাকাল।
লোকটা ঠান্ডা গলায় বলল "কালকে যাদের দেখেছিলে, তারা সবাই জন্নতে গেছে ইনশাল্লাহ। ওয়ান অফ দ্য লারজেস্ট টেরর অ্যাটাক ইন ইন্ডিয়া। উই হ্যাভ ক্রিয়েটেড হিস্ট্রি"।
শুভ্র কেঁপে উঠল।
২
"এই শুভ্র এই"।
গায়ে মাথায় জলের ছিটে দিয়ে শুভ্রর ঘুম ভাঙিয়ে দিল সৌমিতা। শুভ্র ধড়মড় করে উঠে বসে দেখল সে কমন রুমে ঘুমাচ্ছিল। বলল "আমি ঘুমাচ্ছিলাম?"
সৌমিতা বলল "হ্যাঁ, আতাক্যালানে কোথাকার! তোর মত ঘুম কাতুরে আমি জীবনেও দেখিনি। পারিস কী করে এত ঘুমাতে?"
শুভ্র বড় বড় চোখ করে বলল "তুই জানিস না আমি কী স্বপ্ন দেখলাম"।
সৌমিতা বলল "টেররিস্টের স্বপ্ন নিশ্চয়ই"?
শুভ্র বলল "হ্যাঁ রে। কলকাতা অ্যাটাক করেছে"।
সৌমিতা বলল "হবেই তো। সারাক্ষণ এসব নিয়ে পড়ে যাচ্ছিস। সারাক্ষণ যুদ্ধ যুদ্ধ করে মুখে রক্ত তুলে যাচ্ছিস। যা বাড়ি যা। গিয়ে ঘুমো"।
শুভ্র বলল "মাইরি বলছি, মেট্রোতে পাশে যদি কোন লোক ঘুমায়, আমার গায়ে এসেও পড়ে, আমি কিচ্ছু বলব না। উফ, কী দুঃস্বপ্ন"।
সৌমিতা বলল "বুঝেছি বুঝেছি, বীরপুরুষ কোথাকার!"
কলেজ থেকে বেরোল তারা একসঙ্গে। সৌমিতা বাসে উঠে গেলে শুভ্র হাঁটতে শুরু করল।
মাথাতে স্বপ্নটাই ঘুরছিল। ঠিক তো, যদি এরকম কোন দিন হয়? এত লোক থাকে শহরটায়, দশটা আত্মঘাতী জঙ্গী যদি বন্দুক নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে, মারাত্মক ব্যাপার হয়ে যাবে তো! কী সাংঘাতিক!
ভাবতে ভাবতে হাঁটছিল সে। হঠাৎ হোঁচট খেয়ে একটা লোকের ওপর গিয়ে পড়ল।
লোকটা বিরক্ত মুখে তার দিকে তাকিয়ে বলল "দেখে চলতে পারেন তো"।
শুভ্র অবাক হয়ে লোকটার দিকে তাকাল। এ যে অবিকল স্বপ্নের লোকটার মত!
সে তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে সরি বলল।
লোকটা বিরক্ত মুখে তার দিকে তাকিয়ে বাস স্ট্যান্ডের উল্টোদিকের গলি দিয়ে হাঁটা শুরু করেছে
কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে থেকে শুভ্রর কী মনে হল লোকটাকে ফলো করতে শুরু করল খানিকটা দূরত্ব রেখে।
নিজেই অবাক হয়ে যাচ্ছে সে। যে লোকটাকে কোন দিন দেখে নি, তাকে স্বপ্নে দেখে ফেলল? এটা কেমন ব্যাপার হল।
লোকটা অনেকটা রাস্তা হেঁটে একটা বাড়ির দরজায় নক করল। শুভ্র দাঁড়িয়ে ঘুরে গেল। ভাবটা এমন সে ফিরে চলেছে।
লোকটা গলা বাড়িয়ে তাকে ডাকল "ওই ছেলে, এদিকে শোন তো, অনেকক্ষণ ধরে দেখছি ফলো করে যাচ্ছে!"

শুভ্র অবাক হবার ভান করে বলল "আমাকে বলছেন?"
লোকটা রাগী গলায় বলল "এই গলিতে তুমি ছাড়া তো আর কেউ নেই। এদিকে এসো দেখি। ফলো করছিলে কেন?"
শুভ্র আমতা আমতা করে বলল "ফলো করছি না তো। আমি আসলে একটা ঠিকানা খুঁজছি"।
লোকটা বলল " কোন ঠিকানা?"
শুভ্র একবারও না ভেবে বলল "তেত্রিশের বি বৈকুণ্ঠ মল্লিক লেন"।
লোকটা ভ্রূ কুঁচকে বলল " ইয়ার্কি হচ্ছে? এটা বৈকুণ্ঠ মল্লিক লেন?"
শুভ্র না জানার ভাব করে মুখে অবাক ভাব ফুটিয়ে বলল "ওহ, তাহলে ভুল হয়ে গেছে হয়ত। আচ্ছা সরি।"
লোকটা বলল "সরি না। এসো আমার সঙ্গে"।
শুভ্রর স্বপ্নটার কথা মনে পড়ে গেল, বলল " না না।আমার খুব তাড়া আছে। আমি বাড়ি যাব"।
লোকটা বলল "এই তো তুমি বলছিলে বৈকুণ্ঠ মল্লিক লেন খুঁজছ, এর মধ্যে বাড়ি চলে যাবে বলছ?"
লোকটার কথার প্রত্যুত্তরে শুভ্র কী বলবে ভেবে হিমসিম খাচ্ছিল ঠিক এই সময়ে এক স্বল্প পোশাক পরিহিতা মহিলা দরজা খুলে বাইরে এসে লোকটাকে বলল "কী হয়েছে? চ্যাচামেচি করছ কেন?"
শুভ্র মহিলাটিকে দেখে চমকে উঠল। একে তো সে চেনে!
তাদের পাশের পাড়ায় মেয়েটা থাকে। গোপালদার দোকানে প্রায়ই দেখেছে। কিন্তু এই মেয়েটা একেবারে ভোলবদল করে এই পোশাক পরে এখানে কী করছে?
লোকটা মেয়েটাকে ধমকে বলল "তুমি ভেতরে যাও।"
মেয়েটা তার দিকে তাকাল।চিনতে পারল সম্ভবত।
তড়িঘড়ি বাড়ির ভেতরে চলে গেল।
লোকটা শুভ্রর দিকে তাকিয়ে বলল "এক থেকে দশ গুণব। এই সময়ের মধ্যে যে পথে এসেছিলে সে পথে চলে যাবে। নইলে তোমার কপালে দুঃখ আছে, এক...।"
লোকটা গুণতে শুরু করতেই শুভ্র পিছন ফিরে হাঁটা লাগাল।পিছন থেকে লোকটার গোনার শব্দ ভেসে আসছিল, "দুই, তিন,চার..."
দৌড়তে দৌড়তে শুভ্র গলির বাইরে এসে রাস্তায় এল। যে বাস যাচ্ছিল তাতেই উঠে পড়ল।
হাঁফ ধরে গেছিল। শুভ্র একটা সিট পেল। তাতে বসে পড়ল। ঘেমে জবজবে হয়ে গেছে জামা।
সে যে একটা মেয়ের পাশে বসেছে প্রথমে দেখে নি সে।। মেয়েটা তার দিকে গম্ভীর মুখে তাকিয়ে বলল "আপনি লেডিস সিটে বসেছেন"।
শুভ্র সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল।
মেয়েটা তার দিকে কড়া চোখে তাকাচ্ছে।
শুভ্র অন্যদিকে তাকাল। এতক্ষণে খেয়াল পড়ল সে বাড়ি যাওয়ার উল্টোদিকের রুটের বাসে উঠে পড়েছে।
সে বাস থেকে নেমে পড়ল। ফোন করার চেষ্টা করল সৌমিতাকে, কিন্তু সৌমিতার ফোন বার বার সুইচ অফ বলছে। তার মাথা কাজ করছিল না। যে লোকটাকে স্বপ্নে কিছুক্ষণ আগে দেখল, সেই লোকটা বাস্তবে এল কোত্থেকে? স্বপ্ন তো অবচেতন মন থেকে আসে। যে লোকটাকে কোনদিনও দেখেই নি সে, সে লোকটা কেন স্বপ্নে আসতে যাবে?
একটা চায়ের দোকানে বসল সে। এক কাপ চা খেল। চোখে মুখে জল দিল। ঠিক করল, কলেজ থেকে মেসে ফিরতে হবে এবং সেটা এখনই। মানিব্যাগ বের করে পকেটের হাল দেখল। ট্যাক্সির টাকা হয়ে যাবে। সে দেখল পরপর দুটো ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে।
একটা ট্যাক্সির কাছে গিয়ে বলল "গড়িয়া যাবে?"
ট্যাক্সিওয়ালা পাত্তাই দিল না তাকে।

পরের ট্যাক্সির কাছে গিয়ে আবার বলল "গড়িয়া যাবে?"
লোকটা বলল "উঠে যান। মিটারে যা উঠবে"।
শুভ্র ট্যাক্সিটায় উঠে চোখ বন্ধ করল। লোকটার ওখানে পাশের পাড়ার মেয়েটা কী করছিল? তাহলে মেয়েটা কি এসকর্ট টাইপের কিছু?
রাস্তায় জ্যাম হয়েছে। গাড়ি এগোচ্ছে না।
শুভ্র বলল " কী হয়েছে?"
ট্যাক্সিওয়ালা ট্যাক্সি থেকে নেমে দেখে এসে বলল "অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে টাইম লাগবে"।
শুভ্র বিরক্ত হয়ে বসে রইল।
ফোন বাজছিল। শুভ্র দেখল সৌমিতা ফোন করছে।
ধরল " কীরে ফোন অফ করে রেখেছিলি কেন?"
সৌমিতা বলল "অফ হয়ে গেছিল। বল কী হয়েছে?"
শুভ্র বলল "অনেক কথা। গিয়ে বলছি।"
সৌমিতা কিছু বলতে যাচ্ছিল শুভ্র দেখল সেই মেয়েটা একটা ছেলের বাইকের পেছনে বসে আছে। বাইকটা ট্যাক্সির থেকে একটু দূরে।
মেয়েটা এখন আর স্বল্প পোশাক পরে নেই।
একটা হলুদ সালোয়ার পরা।
ওপাশ থেকে সৌমিতা চিৎকার জুড়ল "কীরে, কী হল? কী বলবি বল তাড়াতাড়ি"।
শুভ্র বলল " একটা মেয়ে"।
সৌমিতা রেগে গেল "অ! তা মেয়ে দেখা হচ্ছে সেটা আবার ফলাও করে আমাকে বলছিস?"
শুভ্র বলল "না না, উফ, আরে সেটাই তো তোকে বলছি। অনেক কথা বলার আছে। অনেক কিছু ঘটে গেল এর মধ্যে"।
সৌমিতা বিরক্ত হয়ে বলল " কী যে হেয়ালি করে যাচ্ছিস তুইই জানিস শুধু। আমি আর নিতে পারছিস না। মেসে ফিরে ফোন করিস।"
ওদিক থেকে গাড়ি আসা শুরু করেছে।শুভ্র দেখল বাইকটা মেয়েটাকে নিয়ে বেরিয়ে গেল। তার তর সইছিল না। পাড়ায় গিয়েই প্রথম কাজ হবে মেয়েটার সম্পর্কে খোঁজ লাগানো। পাড়ার কেউ না কেউ ডিটেলস বলেই দেবে। তাছাড়া স্বপ্নের লোকটা বাস্তব জীবনেও অত্যন্ত আক্রমণাত্মক। এই মেয়েটা কি লোকটার প্রেমিকা বা রক্ষিতা টাইপ কিছু?
কথাগুলো ভাবতে ভাবতেই মাথায় প্রচন্ড যন্ত্রণা হল শুভ্রর। সে স্পষ্ট শুনতে পেল "মেয়েটাকে পাওয়া অত সহজ নয়। আরো ভাবো। ভাবো। আমরা অপেক্ষা করছি"।
শুভ্র মনে মনেই বলল " কে আপনি?"
মাথায় তরঙ্গ ভেসে উঠল "জন্নত থেকে এসেছি"।

তরঙ্গটা মিলিয়ে যেতে শুভ্র কিছুক্ষণ হতবুদ্ধি হয়ে বসে রইল। এটা কী করে সম্ভব? নাকি সবটাই তার মনের ভুল!
গাড়ি চলতে শুরু করেছে। শুভ্র চুপ করে বসে থাকল বাকি রাস্তাটা। মেসে পৌঁছে নিজের বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল।
অতীনদার জন্মদিন আজকে। পার্টি আছে। রান্না শুরু হয়ে গেছে। সন্ধ্যে হতেই মদ নিয়ে বসে যাবে সবাই।
সৌমিতা ফোন করছে। সে ধরতেই ওপ্রান্ত থেকে সৌমিতার রেগে যাওয়া গলা ভেসে এল "কীরে,এখনও মেসে পৌঁছাসনি?"

শুভ্র বলল "এই তো জাস্ট এলাম"।
সৌমিতা বলল " কী হয়েছে বলত তোর? এবার তো বল?"
শুভ্র বলল "বুঝতে পারছি না কী হয়েছে তবে আমাদের পাড়ার ভবা পাগলার কথা মনে পড়ছে। ভবা পাগলা যখন সুস্থ থাকত তখন বলত কেউ নাকি ওর মাথায় কথা বলত বলে ও পাগলের মত আচরণ করত"!
সৌমিতা বলল " সে তো আমারও মনে হচ্ছে তুই পাগল হয়ে গেছিস। ঘটনা কী ঘটেছে?"
শুভ্র দুপুরের লোকটার কথা বলতে যাচ্ছিল ঠিক সেই সময়ে মাথাটা ঝি ঝি করে উঠল। সে ফোনটা ছুড়ে মারল।
শুভ্রর মনে হচ্ছিল তাকে কেউ যেন ইলেকট্রিক শক দিয়েছে।
কিন্তু শরীরে কোন সমস্যা হচ্ছিল না। তার মানে কি কেউ চাইছে না সে সৌমিতাকে এই ব্যাপারে কিছু বলে? আশ্চর্য তো! কীভাবে হচ্ছে এসব?
শুভ্র ফোনটা তুলল। স্ক্রিনে একটা দাগ পড়ে গেছে। মন খারাপ হয়ে গেল।কত ঝামেলা করার পরে বাবা ফোনটা দিয়েছিল।
সে ফোন অন করার চেষ্টা করল অন হল না।
গেছে তার মানে।
রুমমেট অভিরূপ কলেজ থেকে এসে তাকে দেখে বলল "কী রে এরকম মুখ করে বসে আছিস কেন? কী হল?"
শুভ্র অভিরূপকে ফোনটা দেখাল।
অভিরূপ অবাক গলায় বলল "কী করে হল?"
শুভ্র বুঝল এখন সত্যি বললে আবার যদি শকটা আসে! তাই মিথ্যা করে বলল "রাস্তায় হাত থেকে পড়ে গেল"।
অভিরূপ ফোনটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে বলল " সার্ভিস সেন্টারে নিয়ে যেতে হবে। গেছে"।
শুভ্র কিছু না বলে সামনের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল।
সৌমিতাকে খবর দিতে হবে। কিন্তু যার ফোন থেকেই ফোন করবে সেই সৌমিতাকে বিরক্ত করতে পারে। মেসে কাউকে বিশ্বাস করা যায় না। শুভ্র রেডি হয়ে বেরোল। বুথ থেকে ফোন করবে ঠিক করল। হাঁটতে হাঁটতে মোড়ের কাছের বাজারে গেল।
ফোন বুথটা খোলাই আছে। সৌমিতার নাম্বার ডায়াল করল। সৌমিতা ধরছে না। আননোন নাম্বার বলেই হয়ত। শুভ্র দ্বিতীয়বার নাম্বার ডায়াল করল।
হঠাৎ চোখে পড়ল সেই হলুদ সালোয়ার পরা মেয়েটা হেঁটে যাচ্ছে।
শুভ্র ফোনটা রেখে মেয়েটাকে ফলো করা শুরু করল।
মেয়েটা চুপচাপ হেঁটে যাচ্ছে। কোন উত্তেজনা নেই, কোন তাড়াহুড়ো নেই। বাড়ি ফিরছে বোঝা যাচ্ছে।
এর আগে শুভ্র কোন মেয়েকে এভাবে ফলো করে নি। তার অস্বস্তি হচ্ছিল। একবার চায়ের দোকানে দাঁড়িয়েও গেল। মেয়েটা খানিকটা এগিয়ে যেতে আবার ফলো করা শুরু করল। কিছুটা পথ হাঁটার পর মেয়েটা একটা দোতলা বাড়ির ভেতর ঢুকে গেল। শুভ্র বুঝল এটাই মেয়েটার বাড়ি। বাড়ির নাম "স্বর্গোদ্যান"।
শুভ্র একটু চমকে গেল। এরকম নাম কেন? এটাই কি তবে জন্নত?
সে বেশ খানিকটা পথ পেরিয়ে গেল বাড়িটা ছাড়িয়ে।
এ পাড়াটা ঘিঞ্জি নয়। রাস্তা ঘাটে লোকজন কম। খানিকটা গেলে একটা মাঠ পড়ে।
শুভ্র মাঠ অবধি গিয়ে আবার উলটো পথে হাঁটতে শুরু করল।

বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে ইতস্তত করে আবার হাঁটতে হাঁটতে বুথের সামনে এসে সৌমিতাকে ফোন করল।
এবারে সৌমিতা ফোন ধরল। বলল " কে?"
শুভ্র বলল "আমি রে। আমার ফোন ভেঙে গেছে"।
সৌমিতা অবাক হয়ে বলল " সেকী? তুই তো আমাকে বলতে যাচ্ছিলি কী হয়েছে। এর মধ্যে ফোন ভাঙল কী করে?"
শুভ্র বলল "সেটা বলা যাবে না। সেটা বলতে গেলেই তো সমস্যা হচ্ছে"।
সৌমিতা বলল " আমি কিছুই বুঝতে পারছি না"।
শুভ্র বলল "বললাম তো বলা যাবে না"।
সৌমিতা রেগে গিয়ে বলল " বলা যাবে না মানেটা কী? আমাকে বলবি না তো কাকে বলবি?"
শুভ্র বলল "আরে বলতে পারলে তো আমিই সব থেকে খুশি হতাম। এর মধ্যে আবার মেয়েটাকে ফলো করতে গিয়ে..."
শুভ্র জিভ কাটল।
সৌমিতা বলল "মেয়ে? মানে? মেয়ে ফলো করছিস?"
শুভ্র মাথায় হাত দিয়ে বলল "উফ। বলছি তো অনেক গল্প কাউকে বলা যাবে না। বললেই..."
শুভ্রর মাথাটা চিনচিন করে উঠল আবার।
সৌমিতা থমথমে গলায় বলল "বললে কী?"
শুভ্র বলল "আমায় মেসে যেতে হবে। কাল দেখা হবে। বাই।"
সৌমিতা কিছু বলার আগেই ফোন কেটে দিল শুভ্র।
"শুভ্র"...
মাথায় চিনচিনে ব্যথাটা ফিরে এল। শুভ্র কিছু বলল না। সে শুনতে পেল "শকগুলো ঠিক ঠাক যাচ্ছে তো? আমি চেষ্টা করছি তোমায় যত কম ব্যথা দেওয়া যায়"!
শুভ্র বলল " কে আপনি? আমার পিছনে পড়েছেন কেন? ছেড়ে দিন প্লিজ"।
"তার আগে বল স্বর্গোদ্যানে কী দেখলে?"
"কী আর দেখব? মেয়েটা বাড়িটায় ঢুকে গেল ব্যস"!
" আর কিছু জানতে ইচ্ছা হয় নি?"
"না। ইয়ে মানে মেয়েটা ওখানে ওরকম উৎকট ড্রেস পরেছিল কেন বুঝিনি"।
" আমি তথ্য দি। মেয়েটার নাম সুলেখা রায়। পাঁচ ফুট দুই ইঞ্চি লম্বা। বয়স চব্বিশ। নাবালিকা থাকা অবস্থায় মেয়েটির সতেরো বছর বয়সে বিয়ে হয়। বর মাতাল, নেশাখোর। মেয়েটিকে বদসঙ্গে নামায়। মেয়েটার বদসঙ্গ তুমি সকালে দেখেছ"!
শুভ্রর মাথায় ব্যথা হচ্ছিল। সে যন্ত্রণায় কাতরে উঠল।
সঙ্গে সঙ্গে ব্যথাটা চলে গেল। শুভ্র স্থির হয়ে দাঁড়াল।কয়েক সেকেন্ড পরে আবার ব্যথাটা ফিরে এল। শুভ্র বলল "কী চাই আপনার বলুন প্লিজ। আমার খুব কষ্ট হচ্ছে"!
" অত্যন্ত দুঃখিত। তবে তোমার ব্যথা কমানোর চেষ্টা চলছে। তুমি শুধু আজকের ব্যাপারে আর আমার ব্যাপারে কাউকে কিছু বোল না, তবেই হবে"!
"আপনার ব্যাপারে বলবই বা কী করে? কে আপনি"!
ব্যথাটা কমে গেল। শুভ্র কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে রইল।
শকটা যখন আসছে তখন শরীরে একটা অসহ্য ব্যথা হচ্ছে। শুভ্র বুঝে উঠতে পারছিল না কী হচ্ছে। সে কিছুক্ষণ রাস্তায় দাঁড়িয়ে মেসে ফিরে এল। দেখল একটা শপিং অ্যাপ থেকে একজন দাঁড়িয়ে আছে। ভাবল অতীনদার জন্মদিন বলে কেউ কোন গিফট পাঠিয়েছে হয়ত। সে লোকটাকে জিজ্ঞেস করল "কার নামে?"

লোকটা তাকে অবাক করে তার নাম বলল।
শুভ্র অবাক হয়ে গেল। সে তো কিছু বলে নি। পারসেলটা নিয়ে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে ঘরে এসে দেখল একটা স্মার্ট ফোন।
বেশ দামী। হাঁ করে সেটার দিকে তাকিয়ে রইল সে। মাথায় আবার ব্যথাটা ফিরে এসে বলে গেল "ক্ষতিপূরণ। নাও ইউ ক্যান কল ইওর গার্লফ্রেন্ড।"
শুভ্র কিছু বলতে যাওয়ার আগেই ব্যথাটা কমে গেল।
অভিরূপ ঘরে এসে ফোনটা দেখেই বলল "আরে কাকা! হেবি জিনিস তো! কে দিল?"
শুভ্র বলল "বাবা পাঠিয়েছে!'
অভিরূপ বলল "উফ! ভাবা যায়? কী আদর ছেলেকে! লাগা লাগা। সিমটা লাগা"!
শুভ্র পুরনো ফোনটার থেকে সিমটা বের করে নতুন ফোনে লাগাল।
অভিরূপ বলল " সেলফি তোল ভাই"।
শুভ্র সেল্ফি তুলল অভিরূপকে নিয়ে। বেশ ভাল ক্যামেরা। অভিরূপ বলল "চ ওই ঘরে চ। আসর বসে গেছে।"
শুভ্র বলল "তুই যা আমি যাচ্ছি"!
অভিরূপ চলে গেল।
ফোনের গ্যালারিতে গেল সে। সুলেখার একগাদা ছবি। সঙ্গে সে লোকটারও।
শুভ্র বেশ কিছুক্ষণ ফটোগুলো দেখল।
কী যে হচ্ছিল তার সাথে কিছুই বোধগম্য হচ্ছিল না তার।
(ক্রমশ)

ঝিঁঝিঁ
৩ (১ আর ২ এখন পর্যন্ততেই আছে)
ফোনটা বেশ ভাল। তার ফোনের র‍্যাম কম ছিল। ক্যামেরাও খুব একটা ভাল ছিল না। এ ফোনের সব কিছুই অত্যন্ত ভাল।
শুভ্র বেশ কিছুক্ষণ ঘাটল ফোনটা। তারপর সৌমিতাকে ফোন করল।
সৌমিতা ধরেই বলল “ফোন ঠিক হয়ে গেছে?”
শুভ্র এবারেও বুঝল না সৌমিতাকে কী বলবে। কোন রকমে আমতা আমতা করে বলল “হ্যাঁ। ওই ঠিক হল কোনরকমে”।
সৌমিতা বলল “তুই এবারে বলবি কী হয়েছে?”
শুভ্র বলল “সেমিস্টার কবে রে?”
সৌমিতা বলল “কথা ঘোরাবি না। যেটা জিজ্ঞেস করছি জবাব দে”।
শুভ্রর ফোনটা কেটে গেল। শুভ্র বুঝল শক দেওয়ার পরিবর্তে ফোন কেটে যাবে এর পর থেকে। সে খুশি হল। ফোনটা রেখে মদের আসরে গিয়ে বসল।
অতীনদা তাকে দেখেই খুশি হয়ে বলল “আয় রে শুভ্র। তুই না এলে জমছিলই না। বস বস”।
শুভ্র বসল। গ্লাসে করে মদের মধ্যে জল মিশিয়ে দিল তাকে অতীনদা। চানাচুর মুখে দিয়ে চিবোতে চিবোতে সব কিছু ভোলার চেষ্টা করতে লাগল।
অভিরূপ বলল “শুভ্রর বাবা ভাল ফোন দিয়েছে অতীনদা”।
অতীনদা বলল ‘কী ফোন রে?”
অভিরূপ বলল “আই ফোন, এক্স টেক্স হবে। হেবি জিনিস। অনেক দাম”।

অতীনদা বলল “বাহ্‌। দারুণ। আমার বাবা ভাই গরীব মানুষ। ফোন দেওয়ার ক্ষমতা নেই”।
শুভ্র মনে মনে বলল “সে আমার বাবারও নেই। কিন্তু কে ফোনটা দিল বুঝব কী করে?”
এক চুমুকে মদটা শেষ করে দিল সে। একটু একটু ভাল লাগছে। দুপুরের পর থেকে যে কী শুরু হয়েছে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।
ফোনে মেসেজ টোন এসেছে।
শুভ্র উঠে দেখতে গেল। দেখল মেসেজ এসছে “স্বর্গোদ্যানের সামনে যাও তৈরী হয়ে। সুলেখাকে ফলো কর”।
শুভ্রর মাথাটা একটু হালকা হয়েছিল। মেসেজটা কে করেছে দেখতে গেল। দেখা গেল না। সার্ভিস মেসেজের মত আননোন কোড থেকে মেসেজ এসেছে।
সে তৈরী হল। অভিরূপ তাকে দেখে অবাক হয়ে বলল “কোথায় যাচ্ছিস?”
শুভ্র বলল “তোরা খা। একটা জরুরি কাজ মনে পড়ে গেল। আসছি”।
শুভ্র বেরোল। আবার মোবাইলে মেসেজ এসেছে “তোমার অ্যাকাউন্টে দু হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। তুলে নাও। রাস্তা ঘাটের খরচ”।
শুভ্র চমৎকৃত হল। ভালই তো। এরকম অজানা চাকরি মন্দ কী? নতুন ফোন এল, অ্যাকাউন্টে টাকা আসছে, যা বলছে করে দেখা যেতেই পারে।
সে পা চালাল। “স্বর্গোদ্যানে”র সামনে খানিকক্ষণ পরে পৌছতেই দেখল সেই হলুদ সালোয়ারটা পরে সুলেখা বেরিয়েছে।
শুভ্র একটু দূরত্ব রেখে সুলেখাকে ফলো করা শুরু করল।
সুলেখা মোড়ের মাথা থেকে একটা ট্যাক্সিতে উঠল।
শুভ্র তার পিছনের ট্যাক্সিটাতে উঠে ফেলুদার সিনেমার কায়দায় বলে উঠল “ওই ট্যাক্সিটার পিছন পিছন চলুন তো”!
ট্যাক্সি ড্রাইভার তার কড়া চোখে তাকিয়ে বলল “ফলো করব, পুলিশ কেস খাওয়াবে নাকি?”
শুভ্র আমতা আমতা করে বলল “কোন ভয় নেই। ফলো করুন। জরুরি দরকার”।
ট্যাক্সিওয়ালা গজগজ করতে করতে সামনের ট্যাক্সিটা ফলো করতে করতে বলল “ও মেয়ে কে আর কী ফলো করবে, বদ মেয়ে। আমার গাড়িতেও মাঝে মাঝে ওঠে। কোন সম্বন্ধ কেস নাকি?”
শুভ্র কিছু না ভেবে বলল “ওরকমই। কোথায় যায়?”
“বড় বাবু ধরেছে এখন। এলিট সিটি এনক্লেভে যায়। সামনে ছেড়ে দিয়ে চলে আসবে দেখবে”।
শুভ্র বলল “আমাকেও সামনেই ছেড়ে দিও”।
ট্যাক্সিওয়ালা আয়নায় তাকে দেখে বলল “মেয়েটার পাল্লায় পড় নি তো?”
শুভ্র হাসল “না না, সেসব কিছু না”।
ট্যাক্সিওয়ালা বকবক করে যেতে লাগল। শুভ্র জানলার বাইরে তাকাল।
হুইস্কির প্রভাবে কাজটায় একটা উত্তেজনা আসছে।
চুপচাপ বসে থাকল ট্যাক্সিতে।
(ক্রমশ)

ঝিঁঝি
৪

দেখা গেল ট্যাক্সিওয়ালা ঠিকই বলেছিল। সুলেখা এলিট সিটি এনক্লেভের সামনেই নামল।

শুভ্র টাকা মেটালে ট্যাক্সিওয়ালা ব্যাজার মুখে বলল "ডিটেলস বলে দিলাম তো, এর পরও সম্বন্ধ হবে নাকি?"
শুভ্র বলল "জানি না তো পার্টি কী চায়, কোথায় যায়, কী করে দেখে জানিয়ে দেব"।
ট্যাক্সিওয়ালা বলল "দাঁড়াব?"
শুভ্র বলল "না চলে যাও"।
ট্যাক্সিওয়ালারও সুলেখাকে নিয়ে বেশ কৌতূহল ছিল বোঝা যাচ্ছে। শুভ্র সেটাকে পাত্তা না দিয়ে এলিট সিটি এনক্লেভের গেট দিয়ে ঢুকল। সুলেখাকে ধীর পায়ে এগিয়ে যেতে দেখা যাচ্ছে।
শুভ্র সুলেখাকে লক্ষ্য করে এগোতে যেতে গেটে সিকিউরিটি আটকাল। বলল "কোন ফ্ল্যাটে যাবেন? এন্ট্রি করে যান"।
শুভ্রর মোবাইলে মেসেজ টোন এল। শুভ্র মেসেজ পড়ল "বল বি থ্রি টাওয়ারে চারশ তিনে যাব"।
শুভ্র সেটা বলে খাতায় উল্টো পালটা নাম ফোন নাম্বার লিখে হাঁটতে শুরু করল। এলিট সিটি অনেকটা জায়গা জুড়ে। শুভ্র জোর পায়ে হেঁটে সুলেখার থেকে একটু দূরত্ব রেখে হাঁটতে থাকল। দেখা গেল সুলেখা বি থ্রি টাওয়ারেই গেছে।
শুভ্র বুঝতে পারল না তার অদৃশ্য নির্দেশদাতা কী করে এত সব জানল।
সুলেখা লিফটে উঠে গেল। শুভ্র দেখল চার তলায় নেমেছে। সে আগুপিছু না ভেবে লিফটে উঠে চার টিপল। এগারোতলার এক একটা ফ্ল্যাট। সুসজ্জিত এনক্লেভ।
চার তলায় নেমে চারশো আট নম্বর ফ্ল্যাটের সামনে দাঁড়াল। নেমপ্লেটে লেখা "ইমতিয়াজ হাসান"।
করিডরে আর কেউ নেই।
শুভ্র বুঝতে পারল না কী করবে। ফোন হাতে নিয়ে নির্দেশের অপেক্ষা করল। কোন নির্দেশ এল না। নিজের মনেই বলল "আছেন?"
কোন উত্তর নেই।
শুভ্র হতাশ হল। এ তো মহা জ্বালা হল। এই ইমতিয়াজ হাসান কী চায়, তাকে কী করতে হবে, কোন রকম নির্দেশ না এলে তো সে কী করবে কিছুই বোঝা সম্ভব নয়।
দশ সেকেন্ড কলিংবেলের সামনে দাঁড়িয়ে কলিং বেল টিপে দিল সে।
এবং তারপরেই বুক ঢিপ ঢিপ শুরু হল।
কাজটা কি ঠিক হল?
দরজা খুলতে দেরী হচ্ছিল, শুভ্র যে মুহূর্তে ঠিক করল লিফটে চলে যাবে ঠিক সেই মুহূর্তে দরজাটা খুলে গেল। সালোয়ার পরিহিতা এক ভদ্রমহিলা দরজা খুলে বললেন "কিসকো চাহিয়ে?"
শুভ্র বলল "রাহুল আছে?"
রাহুল বলে কাউকে চেনে না সে। নামটা এমনিই মাথায় এল, বলে দিল।
মহিলা তার দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে জানালেন এই নামে এই ফ্ল্যাটে কেউ থাকে না।
শুভ্র সরি বলল। ভদ্রমহিলা "কোই বাত নেহী" বলে দরজা বন্ধ করলেন।
শুভ্রর নিজের ওপরই রাগ হচ্ছিল। কী দরকার ছিল কোনরকম ইন্সট্রাকশন ছাড়া কলিং বেল টেপার!
আর কিছু না ভেবে লিফটের দিকে হাঁটতে শুরু করল সে।
দরজা খোলার আওয়াজ এল।
শুভ্র পেছন ফিরে দেখল চারশো নয়ের দরজা খুলে গেল আর তার থেকে একটা লম্বা মিশমিশে কালো লোক তাকে পেরিয়ে লিফটের দিকে এগোল। দরজাটা খোলার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজি গান, অ্যালকোহলের কড়া গন্ধ আর কোন মেয়ের হাসির শব্দ করিডোরে ভেসে এল।
লোকটা বেরনোর কয়েক সেকেন্ড পরে দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

লোকটা লিফটে করে চলে গেল। তার দিকে একবারও দেখল না।
শুভ্র কোন কিছু না ভেবে চারশো নয়ের কলিং বেল টিপল।
একজন সাদা পাঞ্জাবী পরা লোক এসে দরজা খুলল। দরজা খুলতেই হালকা মিউজিকের শব্দ ভেসে এল। লোকটা তার দিকে তাকিয়ে বলল "ইয়েস"।
শুভ্র বলল "সুলেখা আছে?"
লোকটা তার দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে বলল "কে সুলেখা"?
লোকটার শরীরের ফাঁক দিয়ে শুভ্র ফ্ল্যাটের ভেতরটা দেখার চেষ্টা করল। হ্যাঁ। সুলেখা আছে। প্রায় অর্ধনগ্ন হয়ে সোফায় বসে আছে। নিজের নাম শুনে শুভ্রর দিকে তাকিয়েছে।
শুভ্র আবার লোকটার দিকে তাকিয়ে বলল "সুলেখা আছে?"
লোকটা কড়া গলায় "এখানে সুলেখা বলে কেউ থাকে না" বলে মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিল।
শুভ্র ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে রইল।
(ক্রমশ)

ঝিঁঝিঁ
৫
শুভ্র কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে করিডর দিয়ে হেঁটে লিফটে উঠল। মেয়েটার নাম সুলেখাই তাহলে। তবে কি এই লোকগুলো জানে না মেয়েটার নাম সুলেখা? সে শুনেছিল বটে এসকর্টদের আসল নাম গোপন করা থাকে।
লিফট দিয়ে নেমে এসে এনক্লেভের বাইরে দাঁড়াল সে। ফোন দেখল। কোন ইন্সট্রাকশন নেই।
অদ্ভুত! কী করতে হবে এতক্ষণ তো দিব্যি নির্দেশ আসছিল।
এখন আবার কী হল?
শুভ্র বেশ খানিকক্ষণ হাঁটাহাঁটি করে এনক্লেভের বাইরের চায়ের দোকানে বসতে গিয়েই দেখল ফ্ল্যাটটা থেকে তখন যে লোকটা বেরিয়েছিল সে রাস্তায় বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে আছে।
সে আর চায়ের দোকানে বসল না। বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে দাঁড়াল। লোকটা কোন দিকে না তাকিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। লোকটার গায়ের রং আফ্রিকানদের মত কালো। পেশিবহুল চেহারা। শুভ্র মোবাইলের গ্যালারি খুলে একের পর এক ছবি সোয়াইপ করতে শুরু করল।
হ্যাঁ, নাইট কিং বারের একটা দরজার সামনে সুলেখা দাঁড়িয়ে আছে, তার পাশে কালো পোশাক পরে এই লোকটা দাঁড়িয়ে। এই লোকটা তার মানে বাউন্সার।
একটু পরেই এসপ্ল্যানেডগামী একটা বাস এল। লোকটা উঠল।
শুভ্রও উঠে পড়ল।
লোকটা সামনেই বসার সিট পেয়ে গেল। পিছনের দিকে বসার জায়গা ছিল। শুভ্র পিছনে চলে গেল। বাইরের দিকে তাকাল। সন্ধ্যে নেমেছে শহরে।
ফোন বাজছিল তার। শুভ্র দেখল সৌমিতা ফোন করছে। ধরল সে "বল"।
সৌমিতা বলল "কোথায়? মেসে?"
শুভ্র বলল "না, বেরিয়েছি একটু"।
সৌমিতা অবাক গলায় বলল "কোথায় বেরিয়েছিস? আর তোর ফোনের কী হয়েছে? বার বার নট রিচেবল বলে যাচ্ছে?"
শুভ্র একটু থমকে বলল "ওহ, তোকে বললাম না ফোনটা পড়ে গেছে, সেটার জন্যই হয়ত নেটওয়ার্ক নিচ্ছে না মাঝে মাঝে"।

সৌমিতা বলল "বেরিয়েছিস কোথায়?"
শুভ্র ফোনটা একটু দূরে নিয়ে গিয়ে "হ্যালো হ্যালো" করতে করতে ফোন কেটে সৌমিতার নাম্বারটা ব্লক করে দিল। কী হচ্ছে সে নিজেই কিছু বুঝতে পারছে না, সৌমিতাকে কী করে বোঝাবে? তাছাড়া, আবার শক খাওয়ার কোন ইচ্ছে তার নেই।
কন্ডাকটার টিকিট কাটতে এলে শুভ্র একেবারে এসপ্ল্যানেড অবধিই টিকিট কেটে নিল। লোকটা কোথায় নামবে কে জানে! তার থেকে গোটা রাস্তার টিকিট থাকা ভাল। যেখানে নামবে, সেখানে সেও নেমে যাবে। কিছুক্ষণ পরে বাসে ভিড় হয়ে গেল।
শুভ্র আর লোকটাকে পিছন থেকে দেখতে পারছিল না। অস্বস্তি হচ্ছিল। সে সিট ছেড়ে দিয়ে ভিড় ঠেলে সামনে চলে গেল।
আশ্বস্ত হল। লোকটা এখনও বসেই আছে।
প্রবল ভিড়। কোন মতে দাঁড়িয়ে রইল শুভ্র।
রাস্তায় বাসের গতি এমন কিছু বেশি না, এদিকে প্রতিটা স্টপেজে ভিড় বাড়ছে। গরম লাগছিল প্রবল।
হঠাৎ শুভ্রর মনে হল তার প্যান্টের পকেটে কেউ হাত দিয়েছে। বাসের ভিড়ে হাত প্যান্টের পকেট অবধি নেওয়ার অবস্থা ছিল না তার। কোন মতে ডান পকেটে হাত দিয়েই তার হৃদকম্প হল। ফোনটা নেই। সে এদিক সেদিক তাকাল। ফোন যে চুরি করেছে সে বাসেই আছে। বাস কালীঘাট মেট্রো স্টপেজে দাঁড়াতে সেও নেমে গেল। একটা রোগা মত লোক বাস থেকে নেমেই দৌড় দিয়েছে। শুভ্র বুঝল নির্ঘাত এই লোকটাই তার ফোনটা নিয়েছে। কোন কিছু না ভেবেই সে দৌড়তে শুরু করল।
লোকটা গড়িয়াহাটের দিকে দৌড়তে শুরু করেছে। কোন দিকে না তাকিয়ে শুভ্র দৌড়তে লাগল। বাসের লোকটার কথা তার মাথাতেও ছিল না। বেশ খানিকটা দৌড়নোর পর শুভ্র দেখল লোকটা যেন ইলেক্ট্রিক শক খাওয়ার মত রাস্তায় বসে পড়ল। পরক্ষণেই ছটফট করতে করতে শুয়ে পড়ল।
রাস্তার লোক জড়ো হতে সময় লাগল না। শুভ্র "চোর চোর" বলে চিৎকার জুড়ে লোকটার বুক পকেটে হাত দিতেই মোবাইলটা পেয়ে গেল।
জড়ো হওয়া লোকজনের বুঝতে একটু সময় লাগল। পরক্ষণেই সবাই মিলে লোকটার ওপর "চোর চোর" বলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। শুভ্র সরে এল। হাঁফ ধরে গেছিল। এত দামী ফোন হারিয়ে গেলে কে টাকা দিত!
মাথায় চিনচিনে ব্যথাটা শুরু হয়েছে। ঝিঁঝির মত কণ্ঠস্বর ভেসে এল "লোকটাকে মিস করে দিলে তো?"
শুভ্র বলল "কী করব? ফোনটা চুরি হয়ে যাচ্ছিল যে!"
"এত ক্যালাস হলে হবে?"
শুভ্র অপরাধীর মত মুখ করে দাঁড়িয়ে রইল।
"যাও, মেট্রো ধরে পার্ক স্ট্রীটে গিয়ে নাইট কিং বার খোঁজ। দেরী কোর না। যাও"।
"কী আছে সেখানে?"
"গিয়ে দেখবে। যাও"।
শুভ্র কালীঘাট মেট্রোর দিকে দৌড়তে শুরু করল।
(ক্রমশ)

ঝিঁঝি
৬
একেকটা দিন এরকম আসে যে জীবনটাই অন্য রকম হয়ে যায়।
দুপুর থেকে যে তার জীবনটাই পালটে যেতে পারে সেটা শুভ্র কোন দিন ভেবেও দেখে নি। মেট্রোতে বসে সবটা একে একে মনে করতে চেষ্টা করল সে।

১) কলেজের কমন রুমে রোজকার মত শুয়ে পড়ে একটা উদ্ভট স্বপ্ন দেখল।
২) ঘুম ভেঙে স্বপ্নের একটা চরিত্র দেখল।
৩) তার মাথায় অজানা কেউ ইন্সট্রাকশন দিয়ে যাচ্ছে কিন্তু কে দিচ্ছে, কেন দিচ্ছে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।
৪) অজানা অচেনা লোকেদের পিছনে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তার অ্যাকাউন্টে টাকা চলে আসছে। একটা অত্যন্ত দামী মোবাইল অবধি তাকে গিফট করা হয়েছে।

পার্ক স্ট্রীটে নেমে সে প্রায় দৌড়িয়েই রাস্তায় উঠল।

রাতের কলকাতা তো সে আগে এভাবে দেখে নি! মফস্বলের ছেলে। কলেজ থেকে মেসে ফিরে কোন দিন তাস খেলেছে, কোন দিন পড়াশুনা করেছে, সৌমিতাকে ফোন করেছে, রাতের খাওয়া খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। এভাবে এসব জায়গায় তো আগে আসে নি।

মাথাটা চিনচিন করে উঠল তার। ঝিঁঝিঁর ডাকের মত শুনতে পেল “নাইট ক্লাবে যাওয়ার মত পোশাক তোমার নেই শুভ্র”।

শুভ্র নিজের পোশাকের দিকে তাকাল। সত্যিই তো। এই পোশাকে কে পাত্তা দেবে তাকে? সে বলল “হ্যাঁ, নেই তো”।

“ডান দিকে ‘অল ইন’ দোকানটা দেখতে পাচ্ছ?”

শুভ্র ডান দিকে তাকাল। বেশ বড় দোকানটা। বলল “হ্যাঁ”।

“চলে যাও। কাউন্টারে বলা আছে। তোমার নাম বল। ড্রেস দিয়ে দেবে। ওখানেই ট্রায়াল রুমে ড্রেস চেঞ্জ কর”।

শুভ্র মন্ত্রমুগ্ধের মত ‘অল ইন’ এর কাউন্টারে গেল। নিজের নাম বলা মাত্র তাকে একটা প্যাকেট ধরিয়ে বলল “স্যার, ট্রায়াল রুমটা ওদিকে”।

শুভ্র কোন কথা না বলে ট্রায়াল রুমে গিয়ে চেঞ্জ করে নিল। নিজেকেই চিনতে পারছিল না সে।

মোবাইলে মেসেজ টোন এল। নাইট কিং এ যাওয়ার ডাইরেকশন।

সে ট্রায়াল রুমেই তার পুরনো পোশাক রেখে হাঁটতে শুরু করল জিপিএসে আসা নির্দেশ অনুসারে। মিনিট দশেক হাঁটার পরেই “নাইট কিং” নাইট ক্লাবটা চোখে পড়ল।

গেটে সেই বাউন্সারটা!

শুভ্র অবাক হল।

সে কোন দিকে তাকিয়ে হাঁটতে শুরু করল। এন্ট্রান্সের ঠিক আগে একজন অত্যন্ত সুন্দরী মেয়ে তাকে ডাকল “আপনি শুভ্র”?

শুভ্র অবাক হয়ে মেয়েটার দিকে তাকাল। মেয়েটা বলল “আমি আশনা। চল আমরা ভিতরে যাই”।

শুভ্র বলল “তুমি… মানে আপনি আমাকে চেনেন?”

মেয়েটা হাসল “সিওর। একা যেতে দেবে না তো। চলুন”।

আশনা এগিয়ে এসে শুভ্রর হাত ধরল। শুভ্রর সব গুলিয়ে গেল। সৌমিতা দেখলে তাকে গুলি করে দেবে! এসব কী হচ্ছে তার সঙ্গে?”

দুরুদুরু বুকে গেটে পৌঁছলে কোন প্রশ্ন ছাড়াই নাইট কিং এর ভেতরে যাওয়ার ছাড়পত্র মিলল। ভিতরে ঢুকে আশনা তার কানে কানে বলল “তুমি নাচবে?”

শুভ্র সভয়ে বলল “না না”।

আশনা প্রায় তার গায়ের সঙ্গে লেগেছিল। তার হাত জড়িয়ে ধরে বলল “ওকে। চল বসি”।

ভিতরে অস্বাভাবিক জোরে গান বাজছে। লোকজন নাচছে। এরকম পরিবেশে শুভ্র কোন দিন আসে নি।

আশনা তার গালে ঠোঁট ছুইয়ে বলল “কী নেব? হুইস্কি? না টেকিলা শট?”

শুভ্রর মনে পড়ল তার মানিব্যাগের কথা। সে বলল “না না কিচ্ছু লাগবে না”।

আশনা কথা শুনল না। দুজনের জন্য স্কচ নিল। ফিশ কাবাব নিল।
এবারে কী করতে হবে শুভ্রর মাথায় আসছিল না। আশনা জুটল কেন? কী করবে?
সে আশনাকে বলল "তোমাকে এখানে কে পাঠিয়েছে?"
আশনা মিষ্টি হেসে বলল "তোমাকে যে পাঠিয়েছে। কে পাঠিয়েছে তোমায়?"
শুভ্র ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বলল "জানি না"।
আশনা হেসে বলল "সেম হিয়ার"।
শুভ্র ঘড়ির দিকে তাকাল। দশটা বেজে গেছে। কিছু কিছু মানুষের কাছে সবে রাত শুরু হয়েছে। মেসে থাকলে মশারি করে ফেলত এতক্ষণে। অতীনদার পার্টিতে নিশ্চয়ই এতক্ষণে দু তিন জন বমি করে ফেলেছে। শুভ্রর মন খারাপ লাগছিল। সবাই অপরিচিত। কোথায় যাচ্ছে সে?
পাশের টেবিলে একজন কালো স্যুট পরিহিত বৃদ্ধ ভদ্রলোক এসে বসল। শুভ্রর চেনা চেনা লাগছিল ভদ্রলোককে।
কয়েক সেকেন্ড পরেই বিদ্যুচ্চমকের মত মনে পড়ল এই লোকটাকেও তো সে স্বপ্নে দেখেছিল। এই সেই বৃদ্ধ!
দুজন কম বয়েসী মেয়ে নিয়ে এসেছে। সিগার ধরাল এসেই। স্বপ্নে দেখা সে বৃদ্ধ আর এই লোকটার মধ্যে অবশ্য কোন মিল নেই। দুজনের পোশাক, স্টাইল সব আলাদা। শুধু লোকটার মুখটা একদম এক।
আশনা শুভ্রর কানে কানে ফিসফিসিয়ে বলল "রহমান লতিফ। বাংলাদেশের খুব বড় ব্যবসায়ী"।
শুভ্র আশনাকে বলল "তুমি কী করে জানলে?"
আশনা শুভ্রর কথার উত্তর দিল না।
(ক্রমশ)

ঝিঁঝিঁ
৭
নাইটক্লাবের মিউজিকের শব্দে অত্যন্ত অস্বস্তি হচ্ছিল শুভ্রর। কিন্তু সে রহমান লতিফের দিক থেকে চোখ সরাল না।
এও কি সম্ভব? স্বপ্নে দেখা সব কিছু এভাবে মিলে যেতে পারে?
সে গুগল করল রহমান লতিফের নামে। লতিফ ইন্ডাস্ট্রির মালিক। চামড়া, দামী কাপড় ইত্যাদির ইম্পোরটার এক্সপোরটার। একটা চ্যানেলও আছে ওর। শুভ্রর চোখ কপালে উঠল। এই লোকটা এখানে কী করছে?
শুভ্র স্কচে চুমুক দিল।
বিকেলের নেশা নেমে গেছে অনেকক্ষণ। এখন স্কচটা খেতে ভাল লাগছে।
লতিফ একটা খুব বড় ফোন হাতে নিয়ে কাউকে ফোন করে যাচ্ছে।
শুভ্র নাইট ক্লাবের চারদিকে তাকাল। আস্তে আস্তে পারদ চড়ছে জায়গাটার। কিছু ছেলে মেয়ে উদ্দাম নাচছে। শুভ্র আড়চোখে মেনু কার্ডটার দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠল। আগুনে দাম প্রতিটা আইটেমের। টাকাও কি অদৃশ্য নির্দেশদাতা দিয়ে দেবে? না দিলে তো বাসন ধুয়ে টাকা দিতে হবে। জেলও হতে পারে। শুভ্রর ভয় লাগছিল।
আশনা তার কানে কানে বলল "লতিফ তোমায় খুঁজছে। যাও"।
শুভ্র অবাক হয়ে আশনার দিকে তাকিয়ে বলল "আমায় খুঁজছে মানে?"
আশনা গম্ভীর হয়ে গেল হঠাৎ করে। বলল "দেরী কোর না। যাও"।
শুভ্র সত্যিই দেখল লতিফ চারদিকে কাউকে খোঁজার মত করে তাকাচ্ছে। সে আশনাকে আবার বলল "আমাকে খুঁজছে মানেটা কী?"

আশনা গলা নামিয়ে ফিসফিস করে বলল “পাসওয়ার্ড হল ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দ্য সি। যাও। এখনই যাও”।
শুভ্র কিছু না বুঝেই লতিফের টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল। লতিফের দুজন দেহরক্ষী আছে আগে দেখা যায় নি। এখন দেখা গেল। তাকে লতিফের দিকে এগিয়ে যেতে দেখেই দুজন এগিয়ে এল।
লতিফ চ্যাচাল “আসতে দাও”।
শুভ্র দেখল দুজন সরে গেল কোন কথা না বলে। ঠিক যেন পোষ মানা কুকুর। শুভ্রর হৃদস্পন্দন বেড়ে যাচ্ছিল। লতিফ তাকে হাত বাড়িয়ে কাছে ডেকে বলল “বল”।
শুভ্র বলল “কী বলব?”
লতিফ হঠাৎ করে দাঁত বের করে তার দিকে তাকিয়ে নরম গলায় বলল “কী বলবে জানো না? ইয়ার্কি মারতে আসছো বুঝি?”
শুভ্র এবারে বুঝল পাসওয়ার্ড বলতে বলছে। সে হড়বড় করে বলল “ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দ্য সি”।
লতিফের মুখে হাসি খেলে গেল। পাশের সিট দেখিয়ে বলল “বস”।
শুভ্র বসল।
লতিফ তার সামনের টেবিল থেকে একটা গ্লাস শুভ্রর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল “কঠিন পরিশ্রম করতে হবে। পারবে?”
শুভ্র কিছুই বুঝল না। বলল “কোথায়?”
লতিফ হাসতে হাসতে বলল “সেটা তো বলব না। তোমার জানা উচিত। জানো না?”
শুভ্রর মাথাটা চিনচিন করে উঠল, ঝিঁঝিঁ বলল “বল জানি। যা যা বলবে চুপচাপ করে যাও”।
শুভ্র মাথা নেড়ে লতিফের চোখের দিকে তাকিয়ে বলল “জানি”।
লতিফ বলল “চল”।
শুভ্র কোন কথা না বলে উঠে পড়ল।
লতিফ বেরোল। শুভ্র তার পিছন পিছন গেল। মাথা ঘুরিয়ে দেখল দেখল আশনা দূর থেকে তার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। লতিফের সঙ্গে যে মেয়ে দুটো এসেছিল তারাও এল না। ওখানেই বসে রইল। বিল দিলই না? শুভ্র আর কিছু বোঝার চেষ্টা করল না।
লতিফ বেরোতে একটা লম্বা সেডান গাড়ি সঙ্গে সঙ্গে এসে দাঁড়াল। শুভ্র দেখল সেই কালো বাউন্সার লোকটা কোন কথা না বলে গাড়ির সামনের সিটে বসল।
লতিফের একজন দেহরক্ষী দরজা খুলে দিল।
লতিফ বলল “ভিতরে গিয়ে বোস”।
শুভ্র বসল ভেতরে গিয়ে।
লতিফ বসতে গাড়ি স্টার্ট দিল। একজন দেহরক্ষীও গাড়িতে উঠল না।
গাড়ি চলতে শুরু করল।
লতিফ ফোন বের করে গম্ভীর মুখে ফোন করতে শুরু করল।
ফোন স্পিকারে দিল।
ওপাশ থেকে একজন হ্যালো বলতেই লতিফ বলল “গট হিম”।
ওপ্রান্ত বলল “গুড। নাও প্রসিড”।
লতিফ ফোন রাখল। তার দিকে তাকিয়ে হেসে বলল “ওয়েলকাম”।
শুভ্র ক্যাবলার মত হাসল।
লতিফ বলল “পানি খাবে?”
শুভ্র মাথা নাড়ল।
লতিফ একটা বোতল এগিয়ে দিল তার দিকে।

শুভ্র বেশ খানিকটা জল খেয়ে নিল।
রাত হয়েছে। রাস্তা ঘাট ফাঁকা। গাড়ি বেশ ভাল গতিতেই চলছে।
শুভ্র বাইরের দিকে তাকিয়ে রাস্তা দেখছিল। হঠাৎ তার মনে হল মাথা হালকা হতে শুরু করেছে। রাজ্যের ঘুম ঘনিয়ে আসছে চোখে।
সে আতঙ্কিত হচ্ছিল। মনে মনে বলল "আছেন? আমাকে অজ্ঞান করে দিচ্ছে"।
মাথা চিনচিন করে উঠে ওপ্রান্ত থেকে ভেসে এল "যা করছে দেখে যাও। অজ্ঞান করছে, হও"।
এরপরে শুভ্রর আর কিছু মনে নেই।
সে জ্ঞান হারাল।
#
জ্ঞান ফেরার পর শুভ্র দেখল সে একটা আরামদায়ক চেয়ারে বসে আছে। শরীরের ওজন হালকা লাগছে। তার সামনে লতিফ বসে একটু একটু করে একটা গ্লাস থেকে পানীয় চুমুক দিচ্ছে। দুজন সুন্দরী মহিলা দাঁড়িয়ে আছে।
শুভ্র বলল "আমি কোথায়?"
লতিফ আঙুল দিয়ে দেখাল "দেখো কোথায়?"
শুভ্র দেখল লতিফ জানলার দিকে দেখাচ্ছে। সে লতিফের দিকে তাকিয়ে বলল "প্লেনে?"
লতিফ মাথা নেড়ে বলল "হ্যাঁ। কোন চিন্তা নেই। নাও কিছু খেয়ে নাও। অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছ তুমি"।
(ক্রমশ)

ঝিঁঝিঁ
৮
শুভ্র এর আগে একবারই প্লেনে চড়েছিল। বাড়ির সবার সঙ্গে দিল্লি গেছিল। ফেরার পথে সস্তার ফ্লাইটে উঠেছিল। একটা ফ্লাইটে গিজগিজ করছে লোক, যেন কলকাতা দীঘা বাস সার্ভিস।
প্লেনের ভেতরটা যে এরকম হতে পারে সেটা সে সিনেমাতেই দেখেছিল। বড় বড় সিট। অত্যন্ত সুন্দরী বিমান সেবিকা।
লতিফ যে একজন বিরাট ব্যবসায়ী সেটা বোঝা যাচ্ছে প্লেনের ভেতরটা দেখেই। সে মাথার ভেতর নিজের মনে মনেই অজানা নির্দেশদাতার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করল "আছেন?"
উত্তর এল না কোন। শুভ্র এবার ভয় পেল।
সামনে রাখা ফ্রুট জুস এক ঢোকে খেয়ে নিল গ্লাস থেকে। লতিফ বলল "সিট বেল্ট পরে নাও আমরা ল্যান্ড করব এবার"।
একজন বিমান সেবিকা এগিয়ে এসে তাকে সিট বেল্ট পরিয়ে দিল। শুভ্রর দু চোখ আবার ঝাপসা হয়ে এল। ঘুমে তলিয়ে যাওয়ার আগে বুঝতে পারল এই ফ্রুট জুসের মধ্যেও কিছু মেশানো ছিল।
#
এবারে তার ঘুম ভাঙল একটা গাড়ির ভেতর। পাহাড়ি রাস্তায় একটা ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে গাড়িটা এগিয়ে যাচ্ছে। শুভ্র ধড়মড় করে উঠে বসল।
তার পাশে লতিফ বসে আছে। তাকে উঠে বসতে দেখে খুশি হয়ে বলল 'যাক, এতক্ষণে ঘুম ভেঙেছে তোমার"।
শুভ্র লতিফের দিকে শূন্য চোখে তাকাল।
লতিফ বলল "আমরা এসে গেছি প্রায়। তোমার ঘুম কেমন হয়েছে?"
শুভ্র বলল "আমায় ঘুম পাড়িয়ে রাখার কারণ কী?"

লতিফ বলল "ঘুমই তো ভাল। লং রুটে ঘুমিয়ে থাকা তো ব্লিস। তুমি জেগে থাকলে পথশ্রমেই ক্লান্ত হয়ে যেতে"।
শুভ্রর মনে একগাদা প্রশ্ন ভর করে আসছিল কিন্তু সে কোন প্রশ্ন করল না। রাস্তাটা খুব একটা ভাল না। গাড়ি মাঝে মাঝেই গর্তে পড়ে লাফাচ্ছে।
তাকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে? সে কি বেঁচে থাকবে? মার কথা মনে পড়ল হঠাৎ করে। অনেক কষ্টে চোখের জল আটকাল সে।
লতিফের সামনে একটা স্ক্রিন ছিল।
লতিফ সে স্ক্রিনটা ছুঁয়ে কিছু করল, একটা ভিডিও শুরু হল।
ভিডিওতে নয় এগারোর টুইন টাওয়ার ধ্বংস দেখা যাচ্ছে।
লতিফ তার দিকে তাকিয়ে বলল "চেনা লাগছে?"
শুভ্র বলল "হ্যাঁ। এটা ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের ঘটনাটা"।
লতিফ খুশি হয়ে বলল "রাইট। কারা এই প্লেন হাইজ্যাক করেছিল মনে আছে?"
শুভ্র বলল "আল কায়দা"।
লতিফ বলল "টেন অন টেন। আল কায়দার কারা ছিল জানো?"
শুভ্র মাথা নাড়ল।
লতিফ বলল "ওসামা বিন লাদেনকে কোথায় মারা হয়েছিল বলতে পারবে?"
শুভ্র বলল "পাকিস্তানে"।
লতিফ বলল "হ্যাঁ। অ্যান্ড পাকিস্তান ডিড নট হ্যাভ এনি ফাকিং নলেজ অ্যাবাউট ইট। ভাবতে পারো? একটা দেশ আরেকটা দেশের ভেতরে ঢুকে পড়তে পারে ইচ্ছা হলে, আর কেউ কিছু বলতে পারবে না। আমেরিকা বলেই এটা সম্ভব হয়েছে"।
শুভ্র লতিফের দিকে তাকাল। লতিফের চোখ মুখ রাগে লাল হয়ে গেছে।
গাড়িটা একটা টানেলের ভেতর প্রবেশ করল। অন্ধকার টানেল। শুধু গাড়ির হেডলাইটে আলোকিত হচ্ছে রাস্তাটা। সব থেকে আশ্চর্যের ব্যাপার তাদের গাড়ি ছাড়া আর কোন গাড়ি নেই রাস্তায়।
লতিফ একটা ভিডিও চালিয়ে চুপ করে সেটা দেখতে লাগল। শুভ্র চোখ বন্ধ করল। টানেলটা শেষ হতেই একটা খাড়াই পথে বেশ খানিকটা গিয়ে গাড়িটা একটা গেটের সামনে দাঁড়াল।
লতিফ গাড়ি থেকে নেমে নিজে গেটটা খুলে দিল।
গাড়িটা গেট পেরোতে লতিফ গেট বন্ধ করে আবার গাড়িতে উঠে বসল।
খানিকটা যাবার পর তারা একটা বড় ঘেরা জায়গায় এসে উপস্থিত হল। গাড়িটা একটা বিল্ডিং এর সামনে দাঁড়াল। বিল্ডিং এর হোরডিং এ কোনো একটা ভাষায় কিছু লেখা আছে।
লতিফ তার দিকে তাকিয়ে হেসে বলল "এসে গেছ। চল"।
ড্রাইভার গাড়ি থেকে নেমে দরজা খুলে দিল।
লতিফ তাকে নিয়ে নেমে বিল্ডিং এ প্রবেশ করল। আরবী ভাষায় কেউ জোরে জোরে কিছু একটা পড়ছে। লতিফ সে ঘরে প্রবেশ করতে শুভ্র দেখল একজন বয়স্ক দাড়িওয়ালা মৌলবী লতিফকে দেখে এগিয়ে এসে লতিফকে জড়িয়ে ধরল।
লতিফ তার দিকে তাকিয়ে অজানা ভাষায় মৌলবীকে কিছু একটা বলল।
মৌলবী তারস্বরে কাউকে ডাকল।
একজন লম্বা চওড়া লোক এল। গোঁফ নেই, দাড়ি আছে। মাথায় ফেজ টুপি।
মৌলবী তাকে দেখিয়ে লোকটাকে কিছু একটা বলল।
লোকটা আদরের সঙ্গে তাকে একটা রদ্দা মারল।

শুভ্র আবার জ্ঞান হারাল।

#

জ্ঞান ফিরল একটা সিঙ্গল খাটে। অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে পুরুষাঙ্গে। শুভ্র যন্ত্রণায় কাতরে উঠল। কোনমতে চোখ খুলে দেখল তার সামনে লতিফ হাসি হাসি মুখে বসে আছে। বলল "তোমার মুসলমানি সম্পন্ন হয়েছে। আজ থেকে তোমার ট্রেনিং শুরু"।

শুভ্র ব্যথা ভুলে হা করে লতিফের দিকে তাকিয়ে রইল।

(ক্রমশ)

ঝিঁঝিঁ

৯

সাদা পাঞ্জাবী পায়জামা পরানো হয়েছে তাকে। পুরুষাঙ্গ থেকে অনেকটা ব্লিডিং হয়েছে।ব্যান্ডেজ করে রাখা হয়েছে জায়গাটা। এমনিতেই পথশ্রমে ওষুধের প্রভাবে ক্লান্ত ছিল, এখন শরীরও খারাপ লাগছিল শুভ্রর।

স্যুপ খেতে দেওয়া হয়েছিল তাকে। কিছু খেতে পারে নি সে।

আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। জ্ঞান ফিরল যখন, তখন বুঝতে পারল একটা হুইল চেয়ারে করে তাকে একটা ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। লতিফ ছাড়াও সেখানে বয়স্ক তিন জন মানুষ বসে আছে।

সে ঘরে ঢোকামাত্র লতিফ বাকিদের দিকে তাকিয়ে বলল "আতিক। আমার নিউ রিক্রুট। ওর আগে নাম ছিল শুভ্র যদিও। এখন আতিক নাম দিয়েছি আমি। আতিক ওর দেশকে ঘেন্না করে। আমাকে নিয়মিত মেইল করেছে। আমি ওকে ইমেলে একগাদা প্রশ্ন পাঠিয়েছিলাম, তার যথোপযুক্ত উত্তর আমাকে আতিক দিয়েছিল। আমি তখনই বুঝেছিলাম আতিক একজন ভাল মুজাহিদিন হতে পারবে। এর পরের ঘটনা তো আপনারা জানেন"।

বাকি লোকগুলো মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। শুভ্র অবাক হল। সে তো কারো সঙ্গে কোন দিন ইমেলে এ ধরণের কোন কথা কারো সঙ্গে বলে নি। এসব করে কে তাকে ফাঁসাল? আর মুজাহিদিন মানে কী?

এক বয়স্ক লোক বলল "ওকে দুদিন বিশ্রাম দেওয়া হোক।তারপর না হয় ওকে আমাদের ট্রেনিং এ নেওয়া যাবে। মুসলমানীতে অনেকটা রক্তপাত হয়। ছেলেটা দুর্বল"।

লতিফ মাথা নাড়ল "একদম। এই দুদিন ওকে ভিসুয়াল ক্লিপগুলো দেখানোর ব্যবস্থা করা হোক"।

লতিফ তার দিকে তাকিয়ে বলল "তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হতে চলেছে। শুভান আল্লাহ"।

শুভ্রকে একটা হলঘরে নিয়ে যাওয়া হল। বেশ কয়েকজন ছেলে প্রার্থনা করছে। তাকে দেখে সবাই কৌতূহলী চোখে তাকাল। লতিফ তার দিকে তাকিয়ে বলল "আজ থেকে এরা তোমার সহযোদ্ধা। এই উপমহাদেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে বেছে বেছে এদের এখানে নিয়ে আসা হয়েছে। আশা করি তোমরা কেউই আমাদের হতাশ করবে না"।

শুভ্রর কান্না পাচ্ছিল। তার ফোনের কথা মনে পড়ল।

লতিফকে জিজ্ঞাসা করল "আমার ফোনটা?"

লতিফ বলল "এখানে নেটওয়ার্ক পাবে না তুমি। ফোন নিয়ে কী কব্রবে? ওটা আমার কাছেই থাকবে"।

শুভ্র আর কিছু বলল না। ঘরে প্রোজেক্টর স্ক্রিন লাগানো হয়েছে।

সেখানে ইরাক, আফগানিস্তান সহ বিভিন্ন দেশে আমেরিকানদের নিষ্ঠুরতা দেখানো হচ্ছে। কিছুক্ষণ পর দেখাতে শুরু করল প্রতিশোধ নেবার কাহিনী। দেখানো হল দল থেকে পালানোর চেষ্টা করায় একজনের গলা ছুরি দিয়ে জবাইয়ের মত কেটে নেওয়া হচ্ছে। শুভ্রর বমি আসছিল কিন্তু সে চোখ মুখ শক্ত করে বসে রইল। ভিডিওটা শেষ হলে শুভ্র ঘরে থাকা বাকি ছেলেদের দিকে তাকাল। প্রত্যেকে যেন উত্তেজনায় ফুটছে।

লতিফ শুভ্রর কাঁধে হাত রেখে বলল "তুমি যে পথ বেছে নিয়েছ, সে পথ তোমাকে উপরওয়ালাই দেখিয়েছেন। একজন মানুষকে অনেক ক্ষমতা দিয়ে পৃথিবীতে পাঠানো হয়। কেউ সেটা বুঝতে পারে, কেউ পারে না। তুমি বুঝতে পেরেছ, এটাই অনেক"।

শুভ্র কিছু বলল না। লতিফ বলল "এখানে তোমার যত্ন নেওয়ার জন্য সেলিমাও থাকবে। ওকে তোমার যা প্রয়োজন বলে দিও"।

লতিফ হাত তালি দিলেন। এবার শুভ্র চমকে উঠল। এতো সুলেখা! এখানে এল কী করে?

এর নাম সেলিমা হয়েছে এখন?

সে অনেক কষ্টে বিস্ময় ধামাচাপা দিল। সুলেখা এসে তার হুইলচেয়ার নিয়ে তাকে একটা ঘরে নিয়ে গেল। শুভ্রর মনে অনেক প্রশ্ন উঠতে শুরু করল। সুলেখা এখানে কী করছে? সেই এলিট এনক্লেভের ফ্ল্যাটেই বা কী করছিল? সে বেশি ভাবতে পারল না। মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা করছে।

সুলেখা একটাও কথা না বলে তাকে হুইলচেয়ার থেকে তুলে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ছোট একটা ঘর। কিছু নেই কোথায়। শুভ্রর খেয়াল হল ঘরে ঘরে স্পিকার লাগানো আছে। কিছুক্ষণ পরেই বুঝতে পারল কেন স্পিকার। প্রার্থনা শুরু হল।

শুভ্র আচ্ছন্নের মত পড়ে থাকল।

(ক্রমশ)

ঝিঁঝিঁ

১০

কতক্ষণ শুয়েছিল খেয়াল নেই, জ্ঞান ফিরতে শুভ্র দেখল তাকে সুলেখা স্যুপ খাওয়াচ্ছে।

শুভ্র শুয়েছিল।

উঠে বসে বলল "আমি কোথায়?"

সুলেখা কোন কথা না বলে তার দিকে স্যুপ এগিয়ে দিল।

শুভ্র বলল "আমি খেতে পারি"।

সুলেখা স্যুপ বোওল তার খাটের ওপর রেখে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

শুভ্রর খিদে পেয়েছিল। সে স্যুপটা শেষ করল।

খানিকক্ষণ পরে সুলেখা খিচুড়ি টাইপের কিছু একটা দিয়ে গেল।

শুভ্র সেটাও খেল।

ব্যথাটাও কমেছে টের পাচ্ছিল সে।

খাওয়া শেষ হতে দেখল একজন পুরুষ এসে তাকে ইশারায় তার পিছনে যেতে বলল।

শুভ্র উঠে লোকটাকে ফলো করল।

লোকটা তাকে একটা বড় ঘরে নিয়ে এল। মেঝেতে কার্পেট পাতা। সেখানে একজন লম্বা লোক বসে ছিল। তাকে দেখে ইংরেজিতে বলল "সিট ডাউন আতিক"।

লোকটার কথায় শুভ্রর নিজের নতুন নামের কথা মনে পড়ল।

লোকটার সামনে বসল।

লোকটা বলল "আমার নাম আলতাফ। কাল থেকে তোমার ট্রেনিং শুরু হবে"।

শুভ্র অবাক গলায় বলল "কী ধরণের ট্রেনিং"?

আলতাফ বলল "ফিজিক্যাল ট্রেনিং। তোমাদের মত নওজওয়ানদের যেমন ট্রেনিং দরকার। তুমি এটা রাখো"। আলতাফ বুক পকেট থেকে একটা ছবি বের করে শুভ্রর দিকে এগিয়ে দিল।

শুভ্র ছবিটা দেখে অবাক হল। আলতাফের দিকে তাকিয়ে বলল "এটা তো ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের ফটো"।
আলতাফ মৃদু হেসে বলল "ইয়েস। ইন আ ফাইন মর্নিং এটাই তোমার টার্গেট হবে"।
শুভ্র চমকে আলতাফের দিকে তাকাল।
আলতাফ উঠে দাঁড়িয়ে বলল "এসো আমার সঙ্গে"।
শুভ্র উঠল।
আলতাফ বেশ লম্বা। তেমন ফর্সা। অত্যন্ত সুপুরুষ।
হাঁটতে শুরু করল।
শুভ্র আলতাফের পেছন পেছন হাঁটতে লাগল।
কিছুক্ষণের মধ্যেই আলতাফ বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে তাকে নিয়ে একটা খোলা মাঠে এসে বলল "ইউ আর দ্য মোস্ট লাকিয়েস্ট পারসন যে এই মিশনে আমরা তোমাকে সিলেক্ট করেছি আতিক। সবাই এই সুযোগ পায় না। প্ল্যান একেবারেই সিম্পল। তোমার সঙ্গে আমরা পাঁচজন ছেলে দেব। ছ জন মানুষ, একটা কজ। ওয়ান অফ দ্য ইজিয়েস্ট জব ইন আর্থ"।
শুভ্র বলল "পুলিশ থাকে তো? ওখানে সিকিউরিটিও থাকে"।
আলতাফ চোয়াল শক্ত করে বলল "সেসব থাকবে বলেই তো তোমাদের ট্রেনিং দেওয়া। তবে ওরা প্রিপেয়ারড থাকবে না, ওরা কখনও ভাবতেই পারবে না কলকাতায় এত বড় কিছু হতে পারে। আমাদের কাছে এটাই সব থেকে বড় সুবিধা হবে"।
দৃশ্যটা কল্পনা করা মাত্র শুভ্র শিউরে উঠল।
আলতাফ বলল "তোমার কোন প্রশ্ন আছে?"
কী বলবে বুঝতে না পেরে শুভ্র বলল "এই মাঠেই ট্রেনিং হবে?"
আলতাফ বলল "হ্যাঁ। এটাই আমাদের ট্রেনিং গ্রাউন্ড। লতিফ বলছিল তুমি আর্মসের ব্যাপারে একেবারেই কাঁচা। কোন দিন কোন আর্মস চালাও নি?"
শুভ্র মাথা নেড়ে বলল "না, চালাই নি"।
আলতাফ বলল "গুড। শুরু থেকে শেখানোই ভাল।
শুভ্র বিস্মিত হয়ে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল তার মাথা ঝিঁঝিঁ করে উঠল।
মাথার ভেতর থেকে আওয়াজ এল "ডোন্ট অ্যাক্ট স্মার্ট বাবান। যা বলছে তাই কর"।
শুভ্র চমকে উঠল। বাবান? এই নামে তো তাকে তার বাবা ছাড়া আর কেউ ডাকে না!
(ক্রমশ)

ঝিঁঝিঁ
১১
বাবার ডাক শোনার পর থেকে শুভ্রর মাথা কাজ করছিল না।
তাহলে কি তাকে যে নির্দেশ দিচ্ছে, তার সম্পর্কে এতটাই জানে যে তার ডাক নাম থেকে শুরু করে সবই সংগ্রহ করে রেখেছে?
শুভ্র আর কিছু বুঝতে চেষ্টা করল না।
রাতে তাকে স্যুপ আর রুটি দেওয়া হল। চুপচাপ খেয়ে শুয়ে পড়ল। সুলেখা তার ঘরে এলেও শুভ্র তার সঙ্গে কোন কথা বলল না।
এপাশ ওপাশ করতে করতে ঘুম অনেক রাতে এসেছিল।

ঘুম ভাঙল জোর সাইরেনের শব্দে। চোখ খুলে দেখল সুলেখা দাঁড়িয়ে আছে। তাকে উঠতে দেখে বলল "পোশাক রাখা আছে। পরে ট্রেনিং গ্রাউন্ডে চলে যাও"।

শুভ্রর মাথা ব্যথা করছিল। এভাবে কোন শব্দে যদি ঘুম ভাঙে তাহলে মাথা ব্যথা শুরু হয়ে যায় তার। বিরক্ত গলায় সুলেখাকে বলল "এরকম সাইরেন বাজানোর মানে কী?"

সুলেখা বলল "এখানে তুমি একা নও। অনেকেই আছে। সবার ঘুম ভাঙার জন্য এই সাইরেন। ট্রেনিং গ্রাউন্ডে যাও। আর দেরী কোর না"।

কালো টি শার্ট আর ট্রাউজার। শুভ্র সে দুটো নিয়ে বাথরুমে ঢুকে গেল। বাথরুম সেরে পোশাক পালটে বাইরে দাঁড়াতে দেখল সুলেখা তখনও যায় নি। তাকে বলল "হুজুর বললেন তোমার আজ প্রথম দিন। পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে। চল"।

আর দ্বিতীয় কোন কথা না বলে সুলেখা হাঁটতে শুরু করল।

শুভ্র সুলেখার পিছন পিছন চুপচাপ হেঁটে বিল্ডিং এর বাইরের মাঠে পৌঁছল। জনা বিশেক ছেলে দাঁড়িয়ে আছে তারই মত পোশাকে। ভীষণ ফর্সা তাদের গায়ের রং। কাউকে দেখেই বাঙালি বলে মনে হল না তার। আলতাফ দাঁড়িয়ে ছিল। তাকে দেখে ডাক ছেড়ে বলল "চলে এসো"।

শুভ্র ছেলেগুলোর দিকে আরেকবার তাকাল। যেন "গুপী বাঘা ফিরে এলো"র সম্মোহিত ছেলেদের দল! মরা মাছের চোখ নিয়ে সবাই দাঁড়িয়ে আছে।

সে আলতাফের কাছে যেতে আলতাফ বলল "যাও, ওদের সঙ্গে লাইনে মিশে যাও"।

শুভ্র এগিয়ে গিয়ে ছেলেগুলোর পাশে দাঁড়াল।

আলতাফ অজানা ভাষায় চেঁচিয়ে কিছু বলল। পরক্ষণে তার দিকে তাকিয়ে ইংরেজি ভাষায় বলল "মাঠে এক চক্কর লাগাও। একদম মাঠের শেষে দেখো তোমাদের জন্য কী সারপ্রাইজ অপেক্ষা করছে। যে জিনিস মানুষকে সর্বশক্তিমান করতে পারে, তোমাদের জন্য রাখা আছে। যাও। নিয়ে এসো"।

ছেলেগুলো দৌড় শুরু করে দিয়েছিল। শুভ্র ওদের পিছনে দৌড়তে শুরু করল।

মাঠের অন্য কোণে একটা খেজুর গাছ। তার নিচে একটা বড় বাক্স।

একজন ছেলে গিয়ে বাক্সটা খুলতেই একগাদা মেশিন গান ঝকঝক করে উঠল। গাছের মধ্যেই মাইক বাঁধা। সেখান থেকে নির্দেশ এল আলতাফের গলায় "প্রত্যেকে একটা করে গান নিয়ে আমার কাছে চলে এসো"।

সবাই যন্ত্রের মত আলতাফের নির্দেশ মেনে নিল।

শুভ্র একটা মেশিন গান তুলল। এতদিন জওয়ানদের হাতে দেখেছে। এখন জিনিসটা ধরামাত্র একটা অদ্ভুত ভয় গ্রাস করল তাকে। আলতাফ চ্যাচাল "আমার কাছে এসো, ওখানে দাঁড়িও না"।

শুভ্র গান হাতে আলতাফের কাছে দৌড়ে পৌঁছল।

আলতাফ তার দিকে তাকিয়ে জোরে বলল "আতিক মিয়াঁ"।

শুভ্র বলল "হ্যাঁ"।

আলতাফ ধমকের গলায় বলল "জি স্যার বল। জোরে বল"।

শুভ্র চেঁচিয়ে বলল "জি স্যার"।

আলতাফ বলল "তোমার অস্ত্র শিক্ষা শুরু হবে এখন থেকে। এই অস্ত্র হাতে কি তোমার নিজেকে পৃথিবীর সব থেকে শক্তিশালী মানুষ মনে হচ্ছে না?"

মাথায় ঝিঁঝিঁ ডেকে উঠল "হ্যাঁ বল বাবান"।

শুভ্র কোন কিছু না ভেবে বলল "হ্যাঁ স্যার"।

আলতাফের মুখে হাসি ফুটল। বলল "আলহামদুলিল্লাহ। এবার ভাবো তো ভরা স্টেশনে যদি এই বস্তুটা নিয়ে তুমি ক্রমাগত গুলি চালাতে শুরু কর তাহলে কী হতে পারে?"

শুভ্রর শিরদাঁড়া বেয়ে যেন একটা সাপ নেমে গেল।

সে আলতাফের দিকে তাকিয়ে বলল "কলকাতায়?"
আলতাফ তার দিকে এগিয়ে এল "হ্যাঁ কলকাতায়? কোন সমস্যা আছে?"
শুভ্র উত্তর দিতে পারল না। তার হৃদস্পন্দন বেড়ে যাচ্ছিল।
(ক্রমশ)

ঝিঁঝিঁ
১২
ট্রেনিং মানে যে কী হতে পারে ধারণা ছিল না শুভ্রর। সারাদিন ধরে কখনও রোদের মধ্যে দৌড় করানো হল, কখনও গাছ বাওয়ানো হল, দুপুরে এক ঘন্টা লাঞ্চের বিরতি দিয়ে অস্ত্র শিক্ষা শুরু হল অটোমেটিক মেশিনগান দিয়ে এম ৬০ দিয়ে।
শুভ্রর গা গুলিয়ে উঠছিল। বার বার মনে হচ্ছিল এই সময়ে তার কলেজের ছেলে মেয়েরা ক্লাস করছে, আর সে এখানে এসে পৌঁছেছে।
ট্রেনিং অবশ্য সম্পূর্ণ করতে পারল না সে। শরীর দুর্বল ছিল।
সন্ধ্যের আগেই সে বমি করতে করতে অজ্ঞান হয়ে গেল।
জ্ঞান ফিরল যখন, দেখল রহমান, আলতাফ তার দিকে তাকিয়ে আছে। তাকে চোখ খুলতে দেখে রহমান বলল "প্রথম দিনের হিসেবে তুমি যথেষ্ট পরিশ্রম করেছ তবে শারীরিক সক্ষমতা আরও বাড়াতে হবে আতিক। আমি বলে দিয়েছি, তোমার জন্য আজ থেকে স্পেশাল ডায়েট শুরু হবে"।
শুভ্রর গা হাত পা ব্যথা করছিল। উঠে বসল।
আলতাফ তার কাঁধে হাত রেখে রহমানের দিকে তাকিয়ে বলল "আমার মনে হয় আতিককে এত হার্ড ট্রেনিং না দিয়ে শুধু গান ট্রেনিং দিলেই হয়। আপনার কি মনে হয়?"
রহমান চেয়ারে বসে পড়ে শুভ্রর দিকে তাকিয়ে বলল "আতিক আমাকে যখন ইমেল করত তখন বারে বারেই বলেছিল ও ফিদায়ে হতে চায়। হি ওয়ান্টস টু ডিভোট হিমসেলফ ফর দ্য রিলিজিয়ান। এখনও কি তুমি তাই চাও আতিক?"
শুভ্র অবাক হয়ে বলল "বুঝলাম না"।
রহমান হেসে বলল "তুমি বলেছিলে না ৯/১১র ভাইদের মত হতে চাও?"
শুভ্র এবারে বুঝল। সে মাথা নাড়ল কোনমতে। তার ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছা করছিল। সে মেইল করেছিল সে আত্মঘাতী জঙ্গী হতে চায়? এসব কে করল!
রহমান আলতাফের দিকে তাকিয়ে বলল "ও যা চায় তাই হবে। তুমি ওকে প্ল্যান ডিটেলস বোঝানো শুরু কর তাহলে"।
আলতাফ বলল "ওকে। এসো আতিক"।
আলতাফ শুভ্রকে নিয়ে অন্য ঘরে গেল।
তাকে একটা চেয়ারে বসিয়ে একটা টেবিলের ওপর ল্যাপটপটা খুলে প্রোজেক্টর মেশিন চালাল। কয়েক মিনিট পরে শুভ্রর সামনে একটা স্লাইড শো শুরু হল। শিয়ালদা, হাওড়া স্টেশন, বিভিন্ন মেট্রো স্টেশন, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, নন্দন সহ কলকাতার বিভিন্ন জায়গার ছবি।
আলতাফ বলল "এই মুহূর্তে আমাদের কণ্ঠস্বর ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্টের কানে পৌছনোর জন্য আমরা দেশের মেট্রোগুলোকে টার্গেট করেছি। কলকাতার চার্জে তুমি থাকবে আতিক। আমাদের লক্ষ্য হবে সবচেয়ে কম সময়ে যত বেশি সংখ্যক মানুষ মারা যায়। প্রসেস ইজ ভেরি ইজি। ইউ হাভ টু ডু অ্যান আজমল কাসভ"।
আলতাফ তার দিকে তাকাল।
শুভ্রর আবার বমি পাচ্ছিল।

আলতাফ বলল "ভয় পাচ্ছ? ভয়ের কিছু নেই কিন্তু। সহজ কাজ। কাসভের ভিডিওটা দেখেছ তো? ও জানতো ওকে মরতে হবে, কিন্তু বীরের মত ও নিজের কাজ কমপ্লিট করেছিল। একজন সত্যি কারের যোদ্ধা কখনও মরতে ভয় পায় না আতিক"।
শুভ্র বলল "আমার হাতে কতদিন সময় আছে?"
আলতাফ হেসে বলল "কলকাতায় সব থেকে বেশি ক্রাউড কবে থাকে?"
শুভ্র বলল "অফিস টাইমে"।
আলতাফ মাথা নাড়ল, "সে তো টাইম। কিন্তু তার থেকেও বেশি ক্রাউড?"
শুভ্র জিজ্ঞাসু চোখে আলতাফের দিকে তাকাল।
আলতাফ বলল "লুক অ্যাট দ্য প্রজেক্টর"।
শুভ্র স্ক্রিনের দিকে তাকাল।
আলতাফ আরেকটা স্লাইড শো চালিয়েছে। কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলের দুর্গা পুজোর প্যান্ডেল দেখাচ্ছে তাতে। ছবি দেখাতে দেখাতে বলল "দুর্গা পূজা। সব থেকে বেশি ক্রাউড থাকে এই সময়। পারবে না?"
শুভ্র চমকে আলতাফের দিকে তাকাল।
আলতাফ বলল "সিকিউরিটিও সব থেকে বেশি এই সময়েই থাকে। তোমার সঙ্গে আরও ন জন থাকবে। গোটা দেশে একশো জন। দেশের দশটা জায়গায় একই সঙ্গে একই দিনে দশেরা পালন করব আমরা"।
শুভ্রর মাথা ঘুরে উঠল। সে দুর্বল গলায় বলল "আমি পারব না বোধ হয়"।
মাথার ঝিঁঝিঁটা ডেকে উঠল এই সময়ে, "কী হচ্ছে বাবান? চুপচাপ যা বলছে মেনে নে"।
আলতাফ তার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে বলল "পারবে না?"
শুভ্র হতাশ গলায় বলল "উইল ট্রাই"।
(ক্রমশ)

ঝিঁঝিঁ

13

প্রার্থনা হল খেতে বসার আগে। সবাইকে নিয়ে জড়ো করা হল হল ঘরে। প্রার্থনা করে মেঝেতেই বসিয়ে দেওয়া হল। আলতাফ, মৌলবী, রহমানরা একদিকে বসল।
শুভ্র বাকিদের সঙ্গে বসল।
পাঁচ জন করে গ্রুপ করা হয়েছে। মাঝে একটা মস্ত বড় প্লেটে পোলাও আর মাংস। একই থালা থেকে সবাই হাত দিয়ে নিয়ে খাচ্ছে। শুভ্রর ঘেন্না লাগছিল। ছোঁয়া বাঁচিয়ে যতটা পারল খেলো।
খেয়ে উঠে একটা টেবিলে বোরহানি রাখা ছিল। একটা গোটা গ্লাস বোরহানি খেতে হল তাকে রহমানের নির্দেশে। খাওয়া শেষে রহমান বলল "চল আতিক, আমরা একটু হেঁটে আসি"।
শুভ্রর ক্লান্ত লাগছিল। তবু না করল না। রহমান তাকে নিয়ে হাঁটতে বেরোল বিল্ডিঙের বাইরে।
পাহাড়ি অঞ্চল। ঠান্ডা আছে। রহমান বলল "তুমি আগে কখনও বাংলাদেশে এসেছ?"
শুভ্র বলল "না। এটা কি বাংলাদেশ?"
রহমান বলল "হ্যাঁ। ইন্ডিয়ার নর্থ ইস্ট করিডর। বাংলাদেশের নর্থ"।
শুভ্র বলল "এখানে প্লেনে করে এলাম কী করে?"
রহমান বলল "আমরা ত্রিপুরা থেকে গাড়ি করে এসে বর্ডার ক্রস করেছি"।
শুভ্র কিছু বলল না। চুপচাপ হাঁটতে লাগল।
রহমান বলল "তোমার ফোকাস ঠিক আছে?"
শুভ্র আমতা আমতা করে বলল "হ্যাঁ, মানে আমি একটু টায়ার্ড হয়ে পড়েছে। বাকিটা ঠিক আছে"।

রহমান বলল "এখানে আসার সুযোগ সবাই পায় না। তুমি পেয়েছো কারণ তোমার প্রতিটা ইমেল আমরা মন দিয়ে পড়েছি। তোমার মধ্যে সে আগুনটা দেখতে পেয়েছি। আমরা সবাই নিশ্চিত তুমি একজন সত্যিকারের মুজাহিদিন হবে"।

শুভ্র চুপ করে রইল।

রহমান বলল "তোমার গ্রুপে যারা যারা ডিনার করল সবাইকে ভাল করে লক্ষ্য করেছ?"

শুভ্র বলল "না, খেয়াল করি নি"।

রহমান হাসল, "কলকাতা, ভুবনেশ্বর, গৌহাটি, পাটনা, লক্ষ্ণৌ। তোমরা পাঁচজন টিম লিডার একসঙ্গে বসে খেয়েছে। তোমাদের ওপরেই প্ল্যান এক্সিকিউশনের দায়িত্ব থাকবে"।

শুভ্র আর চমকাল না। এসব অভ্যাস হয়ে যাচ্ছে এখন। বলল "আচ্ছা"।

রহমান বলল "রফিক বলে যে ছেলেটা ভুবনেশ্বরের চার্জে থাকবে, ওর বয়স তেরো। কিন্তু দুর্দান্ত এইম ওর। তোমার একটাই ব্যাকলগ আতিক। এর আগে তুমি কখনও আর্মস ধর নি। তোমার প্র্যাকটিসের ওপর সমস্ত কিছু ডিপেন্ড করছে এখন"।

শুভ্র একটু আশান্বিত হল "যদি আমি আর্মস না চালাতে পারি তাহলে কি মিশন অ্যাবর্ট করা হবে?"

রহমান তার দিকে তাকিয়ে হো হো করে হেসে উঠল। বেশ কয়েক মিনিট ধরে হেসে বলল "তুমি ভয় পাচ্ছো, তাই তো?"

শুভ্র জোরে জোরে মাথা নাড়ল, "না না সেসব কিছু না"।

রহমান গম্ভীর হয়ে বলল "গান না চালাতে পারলে তোমাকে সরাসরি ইউজ করা ছাড়া আমাদের কোন উপায় থাকবে না। সেক্ষেত্রে কাজটা একটু কঠিন হবে। কিন্তু আমি জানি, তোমার ভেতরে যে আগুন আছে, তাতে তুমি এই মিশন সাক্সেসফুল করবেই"।

শুভ্র বুঝল না, বলল "সরাসরি ইউজ করা মানে বুঝলাম না"।

রহমান তার কাঁধে হাত রেখে বলল "হিন্দি সিনেমায় যেমন দেখায়। তুমি চিন্তা কোর না, তোমাকে আমরা ঠিক তৈরী করে নেব"।

শুভ্র কিছু বলতে যাবে তার আগেই তার মাথার ভেতরের ঝিঁঝি ডেকে উঠল "বাড়ির জন্য মন খারাপ করছে বল বাবান"।

শুভ্র হাঁটছিল। থমকে দাঁড়াল।

রহমান বলল "কী হল আতিক? দাঁড়িয়ে গেলে যে"।

শুভ্র মাথা নিচু করে বলল "অপারেশনটার আগে একবার বাড়ির লোকেদের দেখতে পারলে ভাল হত"।

রহমান তার দিকে স্থির চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে বলল "হোমসিকনেস। ন্যাচারাল। এসো। তোমার জন্য অন্য ব্যবস্থা করছি"।

শুভ্র বুঝল না। রহমানে তাকে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বিল্ডিং এর অন্য দিকে চলে এল। একটা বড় দরজার সামনে গিয়ে পকেট থেকে মোবাইল বের করে খুটখুট করল। দরজাটা খুলে গেল। বিরাট একটা বড় ঘর। চোখ ধাঁধানো আলো। রহমান ঘরের ভিতর ঢুকে বলল "এসো"।

শুভ্র রহমানের পিছন পিছন গেল।

রহমান শুভ্রর দিকে তাকিয়ে বলল "শো দেম, ইউ আর এ ম্যান"।

শুভ্র বুঝল না।

রহমান এগিয়ে গিয়ে একটা ঘরের দরজা খুলল। শুভ্র এগিয়ে গিয়ে দেখল ঘরের মধ্যে একটা তারই বয়সী মেয়ে বসে রয়েছে। রহমান গলা তুলে বলল "আফরোজা, টেক হিম টু দ্য হেভেন। গুড নাইট"।

রহমান শুভ্রকে ঘরের মধ্যে ঠেলে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল।

শুভ্র অবাক হয়ে গেল। মাঝারি মাপের একটা ঘর। সেখানে এ মেয়ে কোত্থেকে এল?

আফরোজা এগিয়ে তার হাত ধরে বলল "এসো"।
শুভ্র সভয়ে হাত ছাড়িয়ে নিল।
আফরোজা তার ঘাড়ে চুমু খেল।
শুভ্র শিউরে উঠে সরতে যাচ্ছিল, পারল না। আফরোজা তাকে জোরে চেপে ধরে কানে কানে বলল "ভয় পেও না। চুপচাপ বস খাটে এসে"।
(ক্রমশ)

ঝিঁঝিঁ
১৪

আফরোজা তাকে খাটে বসিয়ে দরজা বন্ধ করল।
শুভ্র বলল "তুমি আমাকে চেনো?"
আফরোজা মাথা নাড়ল "চিনি না। কিন্তু তোমাকে দেখে বুঝতে পারছি তুমি এখানে নিজের ইচ্ছায় আসো নি। তুমি ভয় পেও না। এই ঘরে তুমি যখন ঢুকেছ আর কেউ আসবে না এখন"।
শুভ্র বলল "ওহ। তুমিও এখানে থাকো?"
আফরোজা মাথা নাড়ল, "না, আমি ঢাকায় থাকতাম। আব্বু মারা গেলেন। খালাম্মা বললেন চাকরি আছে। একটা লোক এসে নিয়ে এল এখানে। যেদিন থেকে এনেছে সেদিন থেকেই ওরা... তারপর থেকে আমি এখানেই থাকি"।
শুভ্র বলল "এখানে কী করে ওরা?"
আফরোজা বলল "তুমি খুব ভয় পেয়েছো তাই না? আমিও ভয় পেতাম প্রথম প্রথম। অবশ্য তোমার ভয় একরকম। আমার অন্যরকম"।
শুভ্র বলল "তোমার ভয় কী রকম?"
আফরোজা বলল "তখন ছোট ছিলাম তো, ওই বড় বড় লোকগুলো আমাকে অসহ্য যন্ত্রণা দিত। ওই যে একজন আছে, সবাইকে জিহাদ শিখায়, সেই সব থেকে বেশি কষ্ট দিত"। আফরোজা ব্লাইজ খুলে দিল। স্তনের ওপরে কালশিটে দাগ।
শুভ্র শিউরে উঠল দেখে।
আফরোজা বলল "তোমাকে দেখে একেবারেই এদের মত মনে হয় না। অথচ তোমাকে ওরা আমার কাছে পাঠিয়ে দিল। তুমি কে? এখানেই বা কী করে এলে?"
শুভ্র বলল "আমিও জানি না। এখান থেকে পালানোর চেষ্টা কর নি?"
আফরোজা বলল "অসম্ভব ব্যাপার। গুলি করে মেরে ফেলে দেবে। আমার সঙ্গে আরও বারোটা মেয়ে আছে। তাদের মধ্যে দুজনের বয়স দশেরও কম"।
শুভ্র বলল "সেকী?"
আফরোজা বলল "হ্যাঁ। এদের কাছে নানারকম অস্ত্র আছে। সেসব দিয়ে ভয় দেখিয়ে নানারকম শারীরিক কষ্ট দেওয়া হয়"।
শুভ্রর মাথা কাজ করছিল না।
হঠাৎ একটা তীব্র আর্তনাদ ভেসে এল। শুভ্র চমকে উঠে বলল "কী হল?"
আফরোজা শান্ত গলায় বলল "বড় হুজুর। বাচ্চাদের ঘরে ঢুকেছেন"।
শুভ্র বলল "কী করেন উনি?"

আফরোজা বলল “মেয়েদের সঙ্গে যেমন করে। কেউ কেউ মরেও যায়। তখন নতুন কাউকে নিয়ে আসা হয়। সারাদিন এত কাজ করেন এরা, মনোরঞ্জনের জন্য এটুকু না থাকলে হয়?”
শুভ্র দুহাত দিয়ে মুখ ঢাকল। কলকাতায় থেকে কোন দিন স্বপ্নেও সে ভাবতে পারে নি পৃথিবীতে এরকম পাশবিক কাজকর্মও হয়। কোথায় সে কলেজ যাচ্ছিল, মেসে ফিরে সৌমিতার সঙ্গে কথা বলে জীবন কাটিয়ে দিচ্ছিল, এ কোন দুঃস্বপ্নের জগতে সে চলে এল?
আফরোজা তার কাঁধে হাত দিল “তুমি শোও। আমি বুঝতে পারছি তোমার মধ্যে দিয়ে কী চলছে। আমি একটু মাথায় হাত বুলিয়ে দি”।
শুভ্র সরে গিয়ে বলল “প্লিজ না। আমার গার্লফ্রেন্ড আছে”।
আফরোজা হেসে বলল “গার্লফ্রেন্ড আছে? তার জন্য তোমার মাথায় হাত দেওয়া বারণ বুঝি? এখানে তো কারো কারো দশের বেশি বউ আছে। তাও তাদের এই হাওয়া মহলে আসতেই হয়। তুমি চিন্তা কোর না। তুমি শোও। আমি তোমায় বেশি জ্বালাতন করব না”।
শুভ্র সবেগে মাথা নাড়ল “না না, তার কোন দরকার নেই”।
মাথায় ঝিঁঝিঁটা ডেকে উঠল “যা বলছে কর”।
শুভ্র রেগে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠল “কী যা বলছে করব? মামার বাড়ি চলছে নাকি আমায় নিয়ে? তখন থেকে যা বলছে কর যা বলছে কর বলে চলেছ! কী করব? কেন করব? কী হচ্ছে এগুলো? কেন হচ্ছে?”
আফরোজা অবাক হয়ে বলল “কার সঙ্গে কথা বলছ তুমি?”
শুভ্র কিছু বলার আগেই মাথায় দু তিন সেকেন্ডের জন্য অসহ্য একটা শক খেল সে। যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠল।
আফরোজা তার হাত ধরল “কী হল? এরকম করছ কেন?”
শুভ্র দেখল তার মাথায় সব ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। কোন মতে বলল “জল খাব”।
আফরোজা তাকে জল দিল। শুভ্র খানিকটা জল খেয়ে বাকিটা চোখে দিল।
আফরোজা বলল “স্বাভাবিক হয়েছে?”
শুভ্র বলল “জানি না”।
আফরোজা বলল “তুমি এবার শুয়ে পড়। ভোরে কিন্তু আবার ট্রেনিঙে নিয়ে যাবে।রাতে না ঘুমালে ভীষণ কষ্ট পাবে সারাদিন। তুমি শোও। আমি ঘুম পাড়াচ্ছি তোমায়”।
শুভ্র এবার আর আপত্তি করল না। শুয়ে পড়ল।
আফরোজা তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।
#
“এই শুভ্র। এই”।
শুভ্র দেখল মা দাঁড়িয়ে আছে সামনে। মাঝে জেলখানার গারদ। সে মাকে ছুঁতে পারছে না।
মা তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে। শুভ্র প্রাণপণ চেষ্টা করছে, কিন্তু পারছে না।
চেঁচিয়ে উঠতে চেষ্টা করল কিন্তু গলা থেকে স্বর বেরোচ্ছে না। এরমধ্যেই তীব্র শব্দে হুটারের শব্দ মাথায় বাড়ি মারল।
শুভ্র ধড়মড় করে উঠে পড়ল।
দেখল আফরোজা বসে তার দিকে তাকিয়ে আছে। বলল “স্বপ্ন দেখছিলে? আমিও দেখি ভয়ংকর সব স্বপ্ন”।
শুভ্র বলল “ক’টা বাজে?”
আফরোজা বলল “প্রার্থনা কক্ষে চলে যাও। সময় হয়ে গেছে”।
(ক্রমশ)

ঝিঁঝিঁ

১৫
প্রার্থনা কক্ষে সবাই মাথায় টুপি পরে বসেছে।
শুভ্র জায়গা নিয়ে বসল। বেশ কিছুক্ষণ ধরে প্রার্থনা হল।
সবার দেখাদেখি শুভ্র আচারগুলো পালন করল।
প্রার্থনা শেষ হতেই শুভ্রকে লতিফ ডেকে নিল। কাঁধে হাত দিয়ে বলল "কেমন ছিল কালকের অভিজ্ঞতা?"
শুভ্র মুখে কৃত্রিম উচ্ছ্বাস ফুটিয়ে বলল "খুব ভাল"।
লতিফ বলল "ঠিক। এখানেই এই। তাহলে ভাবো তো আতিক জন্নতে কী হবে। তোমাকে ঘিরে থাকবে এরকম হুর পরীরা। যা চাইবে তাই পাবে। শুধু তোমাকে সেখানে যাবার জন্য যা করার তাই করতে হবে"।
শুভ্র ঘাড় নাড়ল।
লতিফ বলল "আজ মিলিট্যান্ট ট্রেনিং হবে তোমাদের। কালকের থেকেও বেশি কঠিন। শারীরিক সক্ষমতা বাড়াতে হবে বুঝতেই পারছ। যত বেশি তোমার শারীরিক সক্ষমতা থাকবে, তত বেশি তুমি শত্রুপক্ষকে দমন করতে পারবে। দুবলা পাতলাদের জন্য উপরওয়ালার কোন দয়া নেই। তুমি কখনও দেখেছো যারা শারীরিকভাবে অক্ষম তারা কখনও ভাল থেকেছে? এর কারণ হল ওদের আগের জন্মের পাপ ছিল। ওরা জন্ম থেকেই কোন না কোন পাপ করে এসেছিল, যার জন্য ওদের এত কষ্ট সহ্য করতে হচ্ছে এ জীবনে"।
শুভ্র কিছু বলল না। তার কাকার মেয়ে শারীরিকভাবে অক্ষম। সে কী পাপ করেছিল? জন্ম থেকেই বোন এরকম। তার মুখে অনেক কথা এল কিন্তু লতিফকে কিচ্ছু বলল না।
লতিফ তাকে প্রস্তুতি কক্ষে নিয়ে এসে বলল "যাও, পোশাক পরে নাও। আজ তোমাদের ট্রেনিং নেবেন কম্যান্ডার উসমান। কম্যান্ডার ইরাকে ছিলেন অনেক দিন। কম্যান্ডারকে আমাদের কাছে আমাদের বন্ধু সুলতান বিশেষভাবে পাঠিয়েছেন"।
শুভ্রর জন্য পোশাক তৈরী ছিল। হাফ প্যান্ট আর কালো টি শার্ট। তৈরী হয়ে মাঠে গিয়ে দেখল একজন খুব লম্বা চওড়া টকটকে ফর্সা ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন। অনুমানে বুঝল ইনিই উসমান।
লতিফ এসে উসমানের কানে কানে কিছু বলল। উসমান তাকে কাছে ডেকে নিলেন। শুভ্র উসমানের চোখ দেখল। শীতল কালো চোখে। শুভ্র ভেতরে ভেতরে শিউরে উঠল। এ চোখ কোন জীবন্ত মানুষে হতে পারে না।
উসমান লতিফকে অজানা ভাষায় কিছু বলল। শুভ্র বুঝতে পারল না। লতিফ একই ভাষায় উসমানকে উত্তর দিল। উসমান এবার শুভ্রর দিকে তাকাল। পা থেকে মাথা জরিপ করল এবং পরক্ষণেই সপাটে শুভ্রকে চড় মারল।
যেন মাথার ওপর ভারি কিছু ভেঙে পড়ল। শুভ্র ছিটকে পড়ল।
উসমান হো হো করে হেসে উঠল। বাকি ছেলেরা ভাবলেশহীন মুখে দাঁড়িয়ে আছে।
আকাশে উজ্জ্বল সূর্য, সব পুড়িয়ে দিচ্ছে।
লতিফ চেঁচিয়ে বলল "উসমান তোমার শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা নিচ্ছেন। সহ্যশক্তির। তোমাকে পাশ করতেই হবে আতিক"।
শুভ্রর মাথা ঝিম ঝিম করছিল। সে কিছু বলতে যাচ্ছিল এমন সময় মাথায় ঝিঁঝিঁ ডেকে উঠল "যা বলছে করে যা বাবান"।
শুভ্র রাগতে পারল না, কারণ তার সে ক্ষমতাটুকুও ছিল না। উসমান এসে তার পিঠে প্রবল জোরে লাথি কষাল। সে আবার মুখ থুবড়ে পড়ল।
এর পরের দশ মিনিট তার ওপর যেন ঝড় চলল। উসমান তাকে আধমরা করে দিল।
লতিফ চুপচাপ দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল।

শুভ্রকে ছেড়ে দিয়ে যখন অন্য ছেলেকে ধরল উসমান, তখন তার মুখ দিয়ে রক্ত পড়ছিল। মুখে নোনতা স্বাদ।
লতিফ তার কাছে এসে মাঠের মধ্যে হাঁটু গেড়ে বসে বলল "কো অপারেট উইথ হিম। হি ইজ দ্য বেস্ট"।
শুভ্র মাথা নেড়ে সম্মতি দেওয়ার চেষ্টা করল।
লতিফ তার কাঁধে হাত রেখে উঠে চলে গেল।
ঘন্টা খানেক পরে তাদের দশজনকে একটা ঘরে ঢুকিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হল।
দশজনই মৃতপ্রায়।
দরজা বন্ধ করে ঘরের মধ্যে টিয়ার গ্যাস চালিয়ে দেওয়া হল।
সবার দু চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগল।
একটা ছেলে আর্তনাদ করে উঠল। কেউ শুনল না।
বেশ কিছুক্ষণ এরকম চলার পর ঘরের দরজা খুলে তাদের বের করে নিয়ে গিয়ে রোদের মধ্যে ফেলে রাখা হল।
শুভ্রর রক্তবমি শুরু হল।
(ক্রমশ)

ঝিঁঝিঁ
১৬
যে ছেলেগুলো রোবটের মত ট্রেনিং করে যাচ্ছিল, উসমানের মার খেয়ে তারাও এক প্রকার শয্যাই নিয়েছে। শুভ্রর বমি দেখে উসমানের নির্দেশমত তার মাথায় জল ঢালা হয়েছে। হাসপাতালের মত একটা জায়গায় তাদের সবাইকে বেড়ে দেওয়া হল।
সবাই যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিল। একটা ছেলের কানের পাশ দিয়ে রক্ত বেরিয়েছে। তাকে নিয়ে যাওয়া হল। কোথায় নিয়ে গেল বোঝা গেল না।
শুভ্র চোখ বন্ধ করে বসেছিল, তার পাশের বেডের ছেলেটা বলল "সালাম ওয়ালাইকুম। আমার নাম সোহেল। তোমার কী নাম?"
শুভ্র নিজের আসল নাম বলতে গিয়ে মনে পড়ায় থমকে গিয়ে বলল "আতিক। তুমি বাঙালি?"
সোহেল জোরে জোরে মাথা নেড়ে বলল "হ্যাঁ। রাজশাহী বাড়ি আমার"।
(সোহেল রাজশাহীর বাঙাল অ্যাক্সেন্টেই কথা বলেছিল, আমরা সবার সুবিধার্থে স্বাভাবিক বাংলাই রাখলাম)
শুভ্র বলল "ও"।
সোহেল বলল "আজ খুব কড়া হয়ে গেল দোস্ত। এতটা হবে বুঝি নি। কিন্তু উসমান শেখ কামেল আদমি আছে। হুজুরের কাছে শুনেছি ইউকেতে একটা বড় অপারেশন করে এসেছিল। কেউ ধরতেও পারে নি"।
শুভ্র বুঝল না "অপারেশন মানে?"
সোহেল তার দিকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল "বোঝ না? অপারেশন মানে? টিউব ট্রেনে গুলি মেরেছিল তো। তাও লন্ডনের মত জায়গায়। তারপর পুরো ছদ্মবেশ ধরে পালিয়ে এসেছিল। সবাই খুঁজে বেড়াচ্ছে ওকে"।
শুভ্র ভেতরে ভেতরে শিউরে উঠলেও বাইরে স্বাভাবিক থেকে বলল "আচ্ছা"।
সোহেল বলল "তুমি কোথা থেকে এসেছ?"
শুভ্র বলল "কলকাতা"।
সোহেলের চোখ উজ্জ্বল হল "খুব ভাল। কলকাতায় চিনি পাওয়া যায়?"
শুভ্র অবাক হয়ে বলল "চিনি কেন পাওয়া যাবে না?"

সোহেল খুক খুক করে হেসে বলল "ধুস, তুমি দেখি বাচ্চা ছেলে। কিছুই বোঝ না। চিনি মানে ব্রাউন সুগার"।

শুভ্র বলল "ও হ্যাঁ, পাওয়া যাবে না কেন?"

সোহেল বলল "তুমি নাওনি না কোন দিন?"

শুভ্র বলল "না না। নিই নি"।

সোহেল বলল "আমার মনে হয়েছে। তোমাকে দেখলেই বোঝা যায় তুমি এসব কোন দিন নাও নি। আমি নিই"।

শুভ্র বলল "এখানে পাও?"

সোহেল বলল "কেন পাব না? আমি কি এখানে এমনি এমনি এসেছি নাকি? হুজুর আমাকে চিনি না দিলে আমি আসতামই না কোন দিন। এসে অবশ্য ভাল হয়েছে। বুঝতে পারছি, আমাদের জন্য কত ভাল কিছু হচ্ছে এখানে"।

শুভ্রর গা হাত পা ব্যথার সঙ্গে মাথাও ধরছিল। ছেলেটা ভীষণ বক বক করে। তবু সে আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করল "কী হচ্ছে?"

সোহেল চারদিকে তাকিয়ে বলল "তুমি কলকাতার ছেলে, তুমি বোঝ না? কীভাবে তোমাদের ওপর অত্যাচার করা হয়। তোমাকেও কি সব খুলে বলতে হবে"?

শুভ্র না বুঝে মাথা নাড়ল "হ্যাঁ হ্যাঁ তা ঠিক"।

সোহেলের মুখের অভিব্যক্তি পরিবর্তন হয়ে গেল, যেন অন্য কোন মানুষ তার মধ্যে ঢুকে পড়েছে, সোহেল উঠে বসে পড়ে বলল "সব শেষ করে দেব আমরা। সব। আমাদের উপর হওয়া প্রতিটা অন্যায়ের প্রতিশোধ নেব"।

সোহেলের কথাটা পাশের বেডের ছেলেগুলোও শুনল। তারা সবাই মিলে একটা অদ্ভুত স্লোগান দিতে শুরু করল।

শুভ্র ভাষাটা বুঝল না। কিন্তু অবাক হয়ে দেখল স্লোগানটা এত বড় হলঘরের প্রত্যেক কোণায় ছড়িয়ে পড়ছে। সবাই হই হই করে উঠছে। সোহেল বলল "কী হল? তুমি চুপ কেন? তুমি জানো না?"

শুভ্র বলল "না। আমি তো সবে এলাম"।

সোহেল বলল "ওহ, তোমাকেও শিখিয়ে দেবে। দেখবে যত কষ্টই হোক, এটা বললে শরীরে শক্তি পাবে। আলাদা শক্তি আছে এই কথাগুলোতে। এর মানে হল হে আল্লা, আমরা তোমার খাস বান্দা। আমাদের জন্য তুমি যে পথ বেছে দিয়েছো, আমরা সে পথে গিয়ে তোমাকে পাব। বুঝলে? তুমি আরবী জানো না?"

শুভ্র মাথা নাড়ল।

সোহেল তার দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে বলল "তুমি এখানে এলে কী করে?"

শুভ্রর মাথার ভেতর ঝিঁঝিঁটা ডেকে উঠল "বল লতিফ এনেছে"।

শুভ্র সেটাই বলল।

সোহেল বলল "ওহ, তার মানে তুমিই সেই। যার জন্য সবাই বসে ছিল"।

শুভ্র অবাক হয়ে বলল "কী আমি?"

সোহেল উত্তর দিল না। রহস্যময়ভাবে হাসল।

(ক্রমশ)

শুভ্র অচৈতন্যের মত শুয়ে ছিল, ছেলেগুলো কেউ স্লোগান দিচ্ছিল, কেউ বা যন্ত্রণায় গোঙাচ্ছিল, আবার কেউ বা জোরে জোরে প্রার্থনা করছিল।

কিছুক্ষণ পরে একদল লোক এসে তাদের ইঞ্জেকশন দিয়ে গেল। ইঞ্জেকশন দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুভ্র জ্ঞান হারাল।

জ্ঞান ফিরল যখন, তখন দেখল সে একটা ছোট ঘুপচি ঘরে শুয়ে আছে। তার সামনে একটা চেয়ারে লতিফ এবং উসমান বসে আছে। তার জ্ঞান ফিরেছে দেখে লতিফ খুশি হয়ে বলল "শুভানাল্লাহ। আল্লাহর অসীম রহমত। তোমার শরীর কেমন লাগছে?"

শুভ্রর মাথা ঝিম ঝিম করছিল। সে উঠতে চেষ্টা করল, পারল না। লতিফ হাঁ হাঁ করে উঠল "শুয়ে থাকো উঠতে হবে না। আজ তোমাদের স্ট্রেস টেস্ট ছিল। কে কতটা কষ্ট সহ্য করতে পারে। তুমি সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছ"।

শুভ্র মাথা নেড়ে ধন্যবাদ জানাল কোন রকমে। লতিফ বলল "নিউ ইয়র্কে আমাদের এক ভাইকে দিনের পর দিন ওরা অকথ্য অত্যাচার করে মেরে ফেলেছে। তোমরা যদি এই অত্যাচার সহ্য করতে না পারো তাহলে কী করে হবে?"

উসমান তার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে লতিফকে কিছু একটা বলল যে ভাষা শুভ্র জানে না।

লতিফ শুভ্রকে বলল "আমারই বুঝতে ভুল হয়েছিল। তোমার আরেকটা স্ট্রেস টেস্ট বাকি। উসমান এখন সেটা নিতে চান। তুমি প্রস্তুত?"

শুভ্র একবার ভাবল বলে সে প্রস্তুত না, কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে হল সেটা বললে মাথায় আবার ঝিঁঝির উপদ্রব বাড়তে পারে। সে বলল "হ্যাঁ আমি প্রস্তুত"।

লতিফ উসমানকে শুভ্রর উত্তর শোনাল। উসমান প্রায় তার সঙ্গে সঙ্গেই এগিয়ে এসে শুয়ে থাকা শুভ্রকে জোরে করে তুলে খাটের ওপর বসাল। শুভ্র ককিয়ে উঠল যন্ত্রণায় কিন্তু তাতে উসমানের মুখের কোন রকম পরিবর্তন দেখা গেল না।

লতিফ বলল "টি শার্ট খোল"।

শুভ্র টি শার্ট খুলে ফেলল। কষ্ট হচ্ছিল তবু খুলল।

উসমান শুভ্রকে চমকে দিয়ে ঘরের কোণ থেকে একটা কঞ্চি নিয়ে শুভ্রর পিঠে জোরে মারল। শুভ্র যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠল। লতিফ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

বেশ কয়েকবার পিঠে মারার পর উসমান দাঁড়িয়ে পড়ল। পিঠটা প্রায় অবশ হয়ে এসেছিল শুভ্রর। চোখে জল। ওঠার পর্যন্ত শক্তি রইল না শুভ্রর। সে খাটেই শুয়ে পড়ল।

উসমান শুভ্রর যন্ত্রণার জায়গাতেই একগাদা নুন ছুঁড়ে মারল। শুভ্র এবার জোরে আর্তনাদ করল।

উসমান হো হো করে হাসতে শুরু করল।

লতিফ হেসে বলল "এই টেস্টটাই আমার ফেবারিট বুঝলে আতিক। কেমন লাগছে তোমার?"

শুভ্র চিৎকার করে কাঁদতে থাকল। উসমান তার খাটের সামনে চেয়ার নিয়ে এসে বসে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

শুভ্র লতিফকে বলল "ওনাকে প্লিজ ছেড়ে দিতে বলুন। আমি আর পারছি না"।

লতিফ তার দিকে হাসি হাসি মুখে তাকিয়ে বলল "আমাদের পথ কি এতই সোজা ভেবেছিলে তুমি আতিক? ধরা পড়লে এর থেকে অনেক বেশি কষ্ট সহ্য করতে হবে তোমাকে।"

শুভ্র বলল "ধরা পড়ব না। সেরকম পরিস্থিতি হলে নিজেকেই মেরে ফেলব"।

লতিফ হো হো করে হেসে তার কথাটা উসমানকে শোনাল। উসমানও জোরে জোরে হাসল তার কথা শুনে। লতিফ বলল "তোমার বেঁচে যাওয়ার চান্স এক শতাংশেরও কম আতিক। তোমাদের অনেক আগেই জন্নত

নসীব হবে। এগুলো করা হচ্ছে সেই এক শতাংশ প্রোবাবিলিটির জন্য। উসমান ট্রেনিঙে কোন রকম ফাঁক রাখতে চান না"।

শুভ্রর পিঠ যন্ত্রণায় জ্বলে যাচ্ছিল। সে কোন উত্তর দিতে পারল না।

উসমান ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

লতিফ শুভ্রর দিকে তাকিয়ে বলল "বল তো টেন প্লাস থ্রি অ্যাডিশন করলে কত হয়?"

শুভ্র কাতরাতে কাতরাতে বলল "থারটিন"।

লতিফ খুশি হল "গুড। আমাদের তোমার মত শিক্ষিত ছেলেদের দরকার আতিক। বাকিগুলো বেশিরভাগই নিরক্ষর। তাই ওদের টিম লিডার নেই। আজ থেকে তুমি ওদের টিম লিডার"।

কথাগুলো বলে লতিফ তার কাঁধে হাত দিল।

শুভ্র কথা বলতে পারছিল না।

লতিফ চলে গেলে তার মাথার ঝিঁঝিঁটা ডেকে উঠল, "এই শুভ্র, এই"।

শুভ্র উত্তর দিল না। তার একই সঙ্গে রাগ, দুঃখ, ভয় সব হচ্ছিল।

(ক্রমশ)

ঝিঁঝিঁ

১৮

শুভ্র শুনতে পারছিল তাকে ডাকা হচ্ছে, কিন্তু সে সাড়া দিল না। দূর থেকে আজানের শব্দ ভেসে আসছিল। কিছুক্ষণ পরে দুজন এসে তাকে তুলে একটা হুইল চেয়ারে বসিয়ে বড় একটা ঘরে নিয়ে এল। বাকি ছেলেদের সেখানে মেঝেতে বসিয়ে রাখা হয়েছে। লতিফ, উসমান সবাই আছে।

উসমান বাকিদের উদ্দেশ্যে কিছু একটা বলল। লতিফ শুভ্রর কাছে এসে তার কাঁধ চাপড়ে বলল "উসমান তোমাকে এই গোটা মিশনের টিম লিডার ঘোষণা করলেন। শুভানাল্লাহ। ওকে শুক্রিয়া বল"।

শুভ্র কথা বলতে পারছিল না। কোনভাবে মাথা নাড়ল। বাকি ছেলেদের দিকে তাকিয়ে উসমান কিছু বলল। তারা সবাই হাঁটু গেড়ে বসল।

লতিফ প্রসন্ন গলায় বলল "এই নিরানব্বই জন ছেলের দায়িত্ব আজ থেকে তোমার। ইন্ডিয়ার কোথায় কোথায় আমরা টার্গেট করব, তার ব্লু প্রিন্ট কালকে আমরা তোমায় দেব। কিন্তু এদের লিড করবে তুমিই"।

শুভ্রর মাথা ধরে গেছিল। সে মাথা নাড়ল। উসমান জোরে কিছু একটা বলে উঠল। বাকি সবাই সেটা সজোরে সমর্থন করল।

লতিফ একজন ছেলেকে ইশারা করল। সে শুভ্রকে নিয়ে ঘর থেকে বেরোল। শুভ্র আচ্ছন্নের মত বসেছিল। তাকে ঘিরে কী হচ্ছিল তা বোঝার ক্ষমতা পর্যন্ত তার ছিল না।

শুভ্রর আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। ছেলেটা তাকে আফরোজার ঘরে রেখে চলে গেল।

আফরোজা শুভ্রকে হুইল চেয়ার থেকে নিয়ে খাটে শোয়াল। মুখে জলের ছিটে দিল।

শুভ্র ব্যথায় ককিয়ে উঠল।

আফরোজা বলল "তুমি পরীক্ষায় সফল হলে তাহলে?"

শুভ্র কথা বলতে পারল না।

আফরোজা শুভ্রর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল "কাউকে এমনি এমনি এত বড় ক্ষমতা দেওয়া হয় না। তোমার মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু আছে, যার জন্য উসমান তোমাকে নির্বাচিত করল। এত কষ্ট দিল, এত মারল, কিন্তু এত কিছুর পরে তুমি কি বুঝতে পারছ কেন ওরা তোমাকেই লিডার বানাল?"

শুভ্র কোন মতে মাথা দুদিকে নাড়িয়ে না বোঝাল।

আফরোজা বলল “ওরা এমন কাউকে খোঁজে যে ওদের কথায় হাসতে হাসতে নিজেকে বলি দিতে পারবে। কয়েক মাস আগে লিয়াকৎ বলে একটা ছেলে এসেছিল। তোমারই বয়সী। ট্রেনিং এর শুরু থেকেই ওকেও তোমার মতই আমার কাছে পাঠাত। প্যারিসে নিজেকে সুদ্ধ একটা গোটা বাস উড়িয়ে দিয়েছিল লিয়াকৎ। লিয়াকতের চোখের মধ্যে কিছু একটা ছিল, যেটা দেখলে আমিও ভয় পেতাম। আশ্চর্যের ব্যাপার হল, তোমার মধ্যে সেরকম কিছু আমি দেখতে পাই না। তোমাকে দেখে বার বার মনে হয় কেউ তোমাকে এখানে জোর করে নিয়ে এসেছে”।

মাথায় ঝিঁঝিঁটা বলে উঠল “শুভ্র ওঠো, জায়গাটার ম্যাপ জোগাড় করতে হবে। শুয়ে থেকো না”।

শুভ্র অবাক হল। এতদিন পরে একটা নির্দেশ এল। সে উঠে বসতে চেষ্টা করল।

পারল না।

আফরোজা করুণ মুখে বলল “আহারে, খুব কষ্ট হচ্ছে না, দাঁড়াও, তোমায় আমি একটু আরাম দেওয়ার চেষ্টা করি”।

আফরোজা তাকে জড়িয়ে ধরল। শুভ্র বাধা দিতে গিয়েও পারল না।

আফরোজা তার কানে ফিসফিস করে বলল “প্রেমিকা রাগ করবে তোমার? ভুলে যাও তোমার আর কেউ আছে। মনে কর আমি আর তুমি ছাড়া পৃথিবীতে কেউ নেই”।

শুভ্রর মাথা এবং শরীর, কোনটাই কাজ করছিল না। তবু সে প্রাণপণ শক্তি দিয়ে নিজেকে সরিয়ে নিল।

আফরোজা কয়েক সেকেন্ড তার দিকে তাকিয়ে বলল “আমারই ভুল হয়েছিল। তোমার মধ্যে জিনিস আছে। সবাই এই জায়গা থেকে এভাবে নিজেকে সরিয়ে নিতে পারে না। ওরা ভুল করে নি কিছু। এত ভালোবাসো তুমি নিজের প্রেমিকাকে?”

শুভ্র চোখ বুজে শুয়ে থাকল। চোখ খুলে রাখতে পারল না সে আর।

#

প্রবল হুটারের শব্দে ঘুম ভাঙল তার। কোনমতে উঠে বসল সে।

আফরোজা বলল “তুমি যেতে পারবে না কাউকে ডাকব? তোমার ডাক পড়েছে”।

শুভ্র মুখ কুঁচকে বলল “গায়ে খুব ব্যথা করছে। আমি কী করে যাব?”

আফরোজা বলল “আচ্ছা। একটু অপেক্ষা কর”।

আফরোজা দরজা খুলে ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরে গেল। কয়েক মিনিট পরে একজন ছেলে এসে তাকে হুইল চেয়ারে বসিয়ে একটা ছোট ঘরে নিয়ে গেল। লতিফ, উসমান আর মৌলবী বসে আছে। লতিফ তার দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বলল “আজ তোমাকে উসমান শেখাবেন, কীভাবে নিজের শরীরে থাকা বোমকে একটা সুইচ টিপে অ্যাক্টিভেট করে সবাইকে উড়িয়ে দেওয়া যায়। তুমি বাকিদের শেখাবে। ঠিক আছে?”

শুভ্র কোন মতে মাথা নাড়ল।

লতিফ শুভ্রর হাত ধরে বলল “তুমি পারবে আতিক। আমি জানি তুমি পারবে”।

(ক্রমশ)

ঝিঁঝিঁ

19

“যদি সাম্প্রতিক অতীতে দেখা যায়, দেখা যাবে, পৃথিবীর সমস্ত কিছুতেই আমাদের ধর্মের লোকেদের টানা হয়েছে। যেন আমরা মানুষ নই, আমাদের ইচ্ছা করলেই দাগিয়ে দেওয়া যায়, আমরা টেরোরিস্ট। আমরা কি সত্যিই টেরোরিস্ট? নিজেদের হকের জিনিস নিজেরা কেড়ে নিলে তাদের কি টেরোরিস্ট বলা হয়? আমেরিকা এক সময় রাশিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য আমাদের টেরোরিস্ট বানিয়েছে। পরে আমাদেরই দূরে ঠেলে দিয়েছে। পৃথিবীর সব থেকে বড় টেরোরিস্ট যদি কেউ থাকে তবে আমেরিকা। আর এই আমেরিকার মত

আমাদের শত্রু ইন্ডিয়াও। এই দেশটা আমাদের সঙ্গে যে ব্যবহার করে চলেছে, তার উপযুক্ত মূল্য তাদের চোকাতে হবে। দিন আসছে, তোমাদের সবাই তাদের উচিত শিক্ষা দেবে"।

একটানা কথাগুলো বলে থামল লতিফ। তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সজোরে স্লোগান দিতে শুরু করল ছেলেগুলো। শুভ্র খানিকটা সিটিয়ে গেল।

লতিফ শুভ্রর দিকে হাত দিয়ে দেখিয়ে বলল "আমার বলতে খুব ভাল লাগছে, পরম করুণাময় উপরওয়ালার নির্দেশে এই কাজে তোমাদের যে নেতৃত্ব দেবে, সে পূর্বে একজন হিন্দু ছিল। কিন্তু আতিক দিনের পর দিন আমাদের কাজকে সমর্থন যুগিয়ে গেছে। যোগাযোগ করে গেছে আমার সঙ্গে, ও আকুতি দেখিয়েছে আমাদের জন্য কাজ করবে বলে। নিজেকে ও আমাদের একজনই মনে করে। এরকম একজন মানুষ আমাদের সঙ্গে এসেছে, এ তো তাঁর পরম নির্দেশ ছাড়া হতে পারে না। এসো আতিক, তুমি সামনে এসো"।

শুভ্র বসে ছিল। উঠে লতিফের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। ছেলেরা সবাই হই হই করে উঠল। তীব্র উল্লাসে তারা শুভ্রকে বরণ করে নিল। লতিফ সবাইকে থামিয়ে শুভ্রর কাঁধে হাত রেখে বলল "একই দিন, একই সময়, ইন্ডিয়ার দশটা শহরে একই সঙ্গে বিস্ফোরণ হবে। গোটা দুনিয়াকে দেখিয়ে দেব, আমাদের সঙ্গে শত্রুতা থাকলে কী হতে পারে"।

আবার সবাই হই হই করে উঠল।

লতিফ উসমানের দিকে তাকিয়ে উসমানের ভাষায় কিছু বলল। উসমান শুভ্রকে বলল তাকে ফলো করতে। উসমানের পিছন পিছন শুভ্র হাঁটতে শুরু করল। লতিফ ছাড়া তাদের সঙ্গে আর কেউ এল না।

ছোট ঘর। ঘরের মধ্যে বেশ কয়েকটা জ্যাকেট মাটিতে পড়ে আছে।

উসমান তার মধ্যে থেকে একটা জ্যাকেট নিজে নিয়ে পরল। শুভ্রকেও ইশারা করল একটা জ্যাকেট পরতে। শুভ্র মেঝে থেকে একটা জ্যাকেট নিয়ে গায়ে দিল।

লতিফ হাসিমুখে শুভ্রর দিকে তাকিয়ে বলল "শুকুর আলহামদুলিল্লাহ। তুমি ঠিক পারবে"।

উসমান বেশ কিছুক্ষণ শুভ্রকে অনেকগুলো নির্দেশ দিল। শুভ্র সেগুলো অক্ষরে অক্ষরে পালন করল। প্রায় আধঘন্টা পরে ছাড়া পেল শুভ্র। লতিফ খুশি মনে বলল "বাকিদের তুমি কাল সকালে পুরো ব্যাপারটা ডেমোনস্ট্রেট করে দেবে। এখন আমার সঙ্গে এসো"।

শুভ্রর ক্লান্ত লাগছিল। উসমানের দেওয়া নির্দেশগুলো মনে পড়ে যাচ্ছিল। এত সোজা? একটা সুইচ টিপলেই একটা মানুষ সরাসরি উপরওয়ালার কাছে চলে যাবে? এ কেমন নৃশংসতা?

সে লতিফের সঙ্গে আরেকটা ঘরে গেল। লতিফ কম্পিউটার অন করে তার দিকে তাকিয়ে বলল "আমার যা ব্যবসা আছে,আমার যা ধন সম্পত্তি আছে, ইচ্ছা করলে আমি পৃথিবীর সর্বত্র আরাম আয়েশ করে কাটাতে পারতাম। কিন্তু কেন আমি এখানে এত ঝামেলা করে পড়ে আছি তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ। ইন্ডিয়ান থেকে আমেরিকান ইন্টেলিজেন্স, আমাদের একেকটা ক্যাম্পকে পাগল কুকুরের মত খুঁজে বেড়ায়। পায় না। অতি কষ্টে বাকি পৃথিবীর সঙ্গে আমরা আমাদের সংযোগ ছিন্ন করে রেখে দি। আমার প্রায় সর্বস্ব এই কর্মকান্ডে ব্যয় হচ্ছে আতিক। কেন হচ্ছে? বিকজ আই কেয়ার ফর মাই পিপল। তুমি যখন আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছ, তখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো, এত বড় জায়গা একদিনে গড়ে ওঠে নি। প্রচুর পরিশ্রমের ফসল এ জায়গা। এখান থেকে লিয়াকৎ বেরিয়েছে যেমন, তেমনি এখান থেকে আতিক বেরোবে। গোটা পৃথিবীতে আমাদের সমমনোভাবাপন্ন ভাই বোন যারা আছে, তারা প্রত্যেকে আমাদের সঙ্গে আছে আতিক"।

শুভ্র বুঝতে পারছিল না, লতিফ তাকে কেন এত কথা বলছে। সে আলতো করে মাথা নাড়ল।

লতিফ একটু সময় চুপ করে থেকে বলল "আমাদের হাতে বেশি সময় নেই আতিক। আর সাতদিন। আমি কলকাতার ধ্বংস দেখে চাই। তুমি আমাদের সব আশা। বলতে পারো শেষ আশা"।

শুভ্র চমকে উঠল। আর মাত্র সাতদিন?

(ক্রমশ)

ঝিঁঝিঁ

২০

"এই জায়গাটা কলকাতায়। একটা হাউজিং কমপ্লেক্স। কমপ্লেক্সের নাম এলিট সিটি এনক্লেভ"।

কম্পিউটার মণিটরে এলিট সিটি এনক্লেভের ছবিটা দেখিয়ে বলল লতিফ।

শুভ্র চমকে উঠল। ঝিঁঝিঁর নির্দেশে এখানেই তো সে সুলেখাকে ফলো করতে গিয়ে গেছিল!

কিছু বলল না সে। মনোযোগ দেওয়ার ভান করল।

লতিফ বলল "আজ থেকে ঠিক তিন দিন বাদে, তোমায় কলকাতায় এন্ট্রি দেওয়া হবে এলিট সিটি এনক্লেভে আমাদের আস্তানায়। তোমার সঙ্গে থাকবে রণি, জুবের আর মোশারফ। এই তিনজনই বাঙলা খুব ভাল বলতে পারে। বাঙ্গাল অ্যাক্সেন্টে না। কলকাতা অ্যাক্সেন্টে। তোমার অ্যাক্সেন্টের সঙ্গে এদের কোন পার্থক্য নেই। এরা ওয়েল ট্রেইনড। রণি এবং জুবের নর্থ কলকাতায় সার্ভে করবে সেদিন বিকেল থেকে। তুমি আর মোশারফ যাবে সাউথে। ঠিক কী সার্ভে করলে, আমাদের রিপোর্ট করবে। বাকি ছ জন যাবে তার পরের দিন। দশজনের টিম। একটা শহরকে নাড়িয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট"।

শেষের দিকে লতিফের গলাটা ঠান্ডা শোনাল।

শুভ্র বলল "সার্ভে মানে বুঝলাম না ঠিক"।

লতিফ শুভ্রর দিকে তাকিয়ে হাসল "তেমন কিছু না। তুমি আর মোশারফ কাজি নজরুল মেট্রো স্টেশন থেকে মেট্রোয় উঠবে। রণি, জুবের দমদম থেকে। ওরা নর্থের দিক থেকে প্রতিটা স্টেশনে নামবে। বেরোবে। তোমরা সাউথের দিক থেকে। কোথায় পুলিশ সিকিউরিটি সব থেকে কম থাকে, কোন স্টেশনে পুলিশ ব্যাক আপ সব থেকে দেরীতে আসে, কোথায় অ্যাটাক করলে সব থেকে বেশি মানুষ মারা যাবে, আমাদের সে রিপোর্ট চাই। তোমরা চারজন নেতাজী ভবন স্টেশনে মিট করবে সব স্টেশন দেখা হয়ে যাবার পরে। সেখান থেকে ট্যাক্সি নিয়ে এলিট সিটি এনক্লেভে যাবে। এই সার্ভের রেজাল্টটা আমরা জানি, কিন্তু আমি চাই প্রতিটা স্টেশন ঘুরে তোমাদের আত্মবিশ্বাস বাড়ুক"।

শুভ্র বোঝার চেষ্টা করছিল এই প্ল্যানের ভয়াবহতাটা। তার হাত পা ঠান্ডা হয়ে আসছিল।

লতিফ বলল "আমরা জানি তোমাদের আর্মস ট্রেনিঙটা কমপ্লিট হয় নি। প্ল্যানটা একমাস পরে ছিল। কিন্তু আমাদের কাছে নির্দেশ এসেছে আর দেরী করা যাবে না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মিশন কমপ্লিট করতে হবে। কাল থেকে সারাদিন তোমাদের আপৎকালীন ভিত্তিতে আর্মস ট্রেনিং দেওয়া হবে। দশটা ছেলে, প্রত্যেকের টার্গেট থাকবে দশজন করে মানুষ। প্রতিটা শহরে একশো জন মানুষ করে মোট এক হাজার মানুষ। এর বেশি হলে ক্ষতি নেই। কম যেন না হয়। তুমি প্রস্তুত তো আতিক? শেষ মুহূর্তে ভয় পেয়ে পিছিয়ে যাবে না তো?"

শুভ্র কোন মতে বলল "না, পিছিয়ে যাব না"।

লতিফের দু চোখ জ্বলে উঠল "মনে রাখবে, শুধু একটা দিন আমাদের বার্তা ইন্ডিয়া থেকে শুরু করে পৃথিবীর সর্বত্র পৌঁছে দেবে। এই একটা দিনে তুমিই তোমার প্রভু। তোমার প্রতিটা বুলেট জবাব দেবে সেই লোকগুলোকে যারা আমাদের প্রতিমুহূর্তে হেয় করে এসেছে। ছোট দেখিয়ে এসেছে। আমাদের কষ্ট দিয়েছে। আমাদের ঘর ছাড়া করেছে। দুশমনের গুলিতে জন্নত নসীব হবার আগে প্রতিটা দুশমনকে জবাব দিয়ে যেতে হবে আতিক"।

লতিফ মাউস নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে একটা ভিডিও চালাল। আফগানিস্তানে আমেরিকান বোম্বিং এর ভিডিও। লতিফ বলল "তুমি আমাকে যে মেইলটা করেছিলে তাতে এই ঘটনাটার কথা বলেছিলে মনে আছে? আফগানিস্তানে থাকা আমাদের নিরীহ ভাইবোনেদের এরা অবলীলায় খুন করেছে। এই ইন্ডিয়া এদের সাপোর্ট করেছিল। গুজরাট ভুলে গেলে চলবে? কাশ্মীরে কীভাবে ওরা দিনের পর দিন আমাদের ভাইদের

খুন করছে। মা বোনেদের রেপ করছে। তোমার প্রতিটা বুলেট যেন ওদের সব কিছুর উত্তর হয়ে ওঠে আতিক। এদের কোন ভাবেই কোন রকম দয়া দেখিও না, পারবে না?"
উত্তেজনায় লতিফ শুভ্রর হাত শক্ত করে ধরল।
শুভ্র মাথা নাড়ল "পারব"।
লতিফের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল "আমি জানি তুমি পারবে আতিক। আল্লাহর খাস বান্দা তুমি"।
শুভ্র চুপ করে রইল।
#
দুপুর বেলায় খাবার পরে শুভ্রকে আরেকটা ঘরে নিয়ে যাওয়া হল। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘর। একটা ঝকঝকে পরিষ্কার খাট। শুভ্রর দেখেই ঘুম পেয়ে গেল। শরীর, মন দুটোই ভারাক্রান্ত হয়েছিল, শুভ্র কোন মতে শুয়ে পড়ল।
চোখ দুটো বুজতে যাবে এমন সময় মাথার ঝিঁঝি ডেকে উঠল।
"শুভ্র"।
শুভ্র বলল "বলুন"।
"ওদের প্ল্যান বুঝতে পারছ? ওরা একদিনে গোটা দেশটাকে নাড়িয়ে দিতে চায়"।
শুভ্র বলল "আপনারা কে বা কারা, কিছু না জেনে আমি আর কিছু বলব না। আপনাদের জন্য আমার আজকে এই পরিস্থিতিতে পড়তে হল"।
"আচ্ছা শুভ্র, একটা কথা বল তো, কোনটা হলে তুমি খুশি হতে? মেট্রো থেকে নেমে হঠাৎ কোন অজ্ঞাত আততায়ীর বন্দুকের সামনে পড়তে, না কিছু নিরীহ মানুষকে এদের হাত থেকে বাঁচাতে পারলে?"
শুভ্র বলল "আমি নিজের বাড়িতে, নিজের খাটে শুয়ে থাকতে পারলে সব থেকে বেশি খুশি হতাম"।
"স্বাভাবিক, প্রতিটা মানুষ তাই ভাবে বটে শুভ্র। যতক্ষণ না নিজের ঘাড়ে বিপদটা এসে পড়ছে, মানুষ কিছুতেই ভাবতে পারে না, সেও অন্যকে বাঁচাতে পারে"।
শুভ্র একটু চুপ করে থেকে বলল "আমাকে দিয়ে কী করাতে চান বলুন?"
"তুমি যার কাছে ট্রেনিং করছ সেই উসমানকে এফ বি আই খুঁজছে গত দশ বছর ধরে। জানো?"
শুভ্র বলল "না"।
"লতিফ এখন ইন্ডিয়ার মোস্ট ওয়ান্টেড। পুনে ব্লাস্ট কান্ডে ওর ফুটেজ পেয়েছে পুলিশ"।
শুভ্র বলল "আমি এসব শুনে কী করব?তাছাড়া লতিফ কলকাতা গেছিল তো। ওকে তখন ধরা হল না কেন?"
"এই জন্যই তোমাকে বলছি, কারণ উসমান বা লতিফ এবারে কেউই ইন্ডিয়ায় ঢুকবে না। ওরা আর রিস্ক নেবে না। লতিফকে ধরা হয় নি কারণ ও নাম ভাঁড়িয়ে গেছিল। ভেবেছিল আমরা কিছুই জানতে পারব না। আমরা ওকে সেফ প্যাসেজ দিয়েছিলাম যাতে তুমি ওখানে পৌঁছতে পার। তোমাদের মত ছেলেদের দিয়ে ওরা অপারেশনটা কমপ্লিট করতে চাইছে। তুমি জানো এখন তুমি কাদের ক্যাম্পে আছো?"
শুভ্র বলল "কাদের?"
ওপাশ থেকে ভেসে এল "আই এস আই এস"।
শুভ্রর মাথাটা ঘুরে উঠল।
(ক্রমশ)

ঝিঁঝি
২১
"শুভ্র। শুনতে পাচ্ছ?"

শুভ্রর মাথায় ঝিঁঝিঁটা ডেকে উঠল আবার।
শুভ্রর মাথা কাজ করছিল না আই এস আই এসের নাম শুনে। কোনমতে বলল “হ্যাঁ, বলুন”।
“তুমি বুঝতে পারছ এদের মিশন কতটা ভয়াবহ?”
শুভ্রর রাগ হল এবার। বলল “বুঝতে পারছি, কিন্তু আমাকে এখানে কেন আনা হল, সেটা আমি এখনও বুঝে উঠতে পারি নি”।
“তোমাকে সব বলা হবে। তার আগে ওরা তোমাকে যে যে প্ল্যানগুলো বলবে তার সবগুলো মন দিয়ে শুনবে। আমরা তোমার এরিয়ার ফ্রিকোয়েন্সি এখনও পুরোপুরি কন্ট্রোলে আনতে পারি নি যার ফলে এখনও সব কথা ঠিক ঠাক আমাদের কাছে আসছে না। তুমি আমাদের জানাও ওদের প্ল্যান কী?”
শুভ্র কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, ঘরের দরজা ঠেলে সুলেখা ঢুকল দেখে সে চুপ করে গেল। নার্সের পোশাক পরে এসেছে সুলেখা। হাতে একটা ট্রে। ট্রের মধ্যে একটা প্লেটে ফল আর এক গ্লাস দুধ। তার সামনের টেবিলে রেখে বলল “খেয়ে নাও”।
শুভ্র বলল “আমার খিদে নেই”।
সুলেখা তার দিকে তাকিয়ে যন্ত্রের মত বলল “লতিফ স্যার পাঠিয়েছেন। বলেছেন তোমাকে খেয়ে তৈরী হতে। বেরোবেন”।
আর একটাও কথা না বলে সুলেখা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।
শুভ্রর মাথায় ঝিঁঝিঁটা আবার ডেকে উঠল “তোমাকে কোথাও একটা নিয়ে যাবে লতিফ?”
শুভ্র বলল “হ্যাঁ। তাই বলল। ফল আর দুধ দিয়ে গেছে, খেয়ে নিতে বলল”।
ঝিঁঝিঁ বলল ‘ঠিক আছে, খেয়ে নাও। আমরা শুনছি’।
শুভ্র বলল “আপনারা কারা?”
ঝিঁঝিঁ বলল “একদিন নিশ্চয়ই জানবে। খেয়ে নিয়ে বেরোও তাড়াতাড়ি”।
মাথার ঝিম ভাবটা থেমে গেল।
শুভ্র আর কিছু ভাবল না। তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে দেখল লতিফ তার ঘরের দিকেই আসছিল। তাকে দেখে খুশি হয়ে বলল “তুমি তৈরী?”
শুভ্র বলল “হ্যাঁ”।
লতিফ বলল “এসো”।
লতিফের পেছন পেছন শুভ্র হাঁটতে থাকল। বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে গাড়ি বারান্দায় একটা বড় গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। লতিফ বলল “ওঠো”।
শুভ্র বলল “কোথায় যাব?”
লতিফ বলল “চল। গিয়ে দেখবে”।
শুভ্র গাড়িতে উঠল। আরামদায়ক সিট। বোঝাই যাচ্ছে, গাড়ির দাম অনেক।
লতিফ গাড়িতে ওঠার পর গাড়িটা স্টার্ট দিল।
লতিফ বলল “তোমার বাবা মার জন্য মন খারাপ লাগছে না তো আতিক?”
লতিফের প্রশ্নে একটু চমকেই স্বাভাবিক হল শুভ্র। বলল “না”।
লতিফ বলল “গুড। আমরা তোমার বাড়ির খোঁজ নিয়েছি। তারা ভালই আছেন। আর তোমার কে একজন আছে না, তোমার গার্লফ্রেন্ড না কী, তার খোঁজও নিয়েছি। সেও ভাল আছে”।
গাড়িটা গেটে এসে দাঁড়াতে গেট খুলে গেল। গাড়ি বাইরের রাস্তায় উঠল।
শুভ্র বুঝল লতিফেরাও তার সম্পর্কে সব খবর নিয়েছে। সে খানিকটা ঘাবড়ালেও চুপ করে থাকল।
লতিফ বলল “কয়েক বছর আগে আমি আফগানিস্তানে ছিলাম, জানো আতিক। আমেরিকানরা আমাকে প্রায় ধরে ফেলেছিল। কীভাবে জানো? আমার সঙ্গে যে ছেলেটাকে নিয়ে গেছিলাম, সে বাড়িতে ফোন করে

লোকেশন বলে দিয়েছিল। এফ বি আই ফোন ট্রাপ করত। ধরেই ফেলেছিল প্রায়। কুরবানি দিয়েছিলাম ছেলেটাকে নিজের হাতে"।

লতিফ দীর্ঘশ্বাস ফেলল। শুভ্র বুঝতে পারল না লতিফ তাকে এই কথাগুলো কেন শোনাচ্ছে।

বাকি পথ লতিফ আর কোন কথা বলল না। আধঘন্টা যাওয়ার পরে একটা ছোট বাজার মত জায়গায় তাদের গাড়িটা এসে দাঁড়াল। লতিফ বলল "সামনে একটা আই এস ডি বুথ আছে। সিকিওর লাইন। তুমি চাইলে ওখান থেকে তোমার বাড়ি কিংবা গার্লফ্রেন্ডের সঙ্গে কথা বলে আসতে পারো"।

শুভ্রর মার মুখটা মনে পড়ে গেল হঠাৎ করে। ফোন করতে ইচ্ছা করছিল খুব। অনেক কষ্টে সে ইচ্ছা দমন করে সে বলল "দরকার নেই। আমার কারো সঙ্গে কথা বলার দরকার নেই। পৃথিবীতে আমার কাছের বলে কেউ নেই। এখানে আসার আগে আমি সবাইকে দূরে সরিয়ে রেখে এসেছিলাম'।

লতিফ কয়েক সেকেন্ড তার দিকে তাকিয়ে তার কাঁধে চাপড় মেরে বলল "একজন সত্যিকারের মুজাহিদিনের কাছে আমি এই কথাটাই শুনতে চেয়েছিলাম। আমি জানতাম তুমি ঠিক এই কথাই বলবে। যাও, গাড়ি থেকে নেমে বুথের পাশের দোকানে যাও। ওরা তোমাকে একটা ব্যাগ দেবে। নিয়ে আসো"।

শুভ্র চুপচাপ গাড়ি থেকে নামল। আইএসডি বুথের সামনে সে দাঁড়াতে গিয়েও দাঁড়াল না। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলাল। বুথের পাশে একটা দোকানে সে গিয়ে দাঁড়াল। একটা লোক সন্দিগ্ধ চোখে একবার লতিফের গাড়ি, আরেকবার তার দিকে তাকিয়ে একটা ভারি কিট ব্যাগ তার দিকে এগিয়ে গেল। শুভ্রর বেশ কষ্ট হল ব্যাগটাকে গাড়িতে নিয়ে আসতে।

গাড়িতে শুভ্র উঠতে লতিফ ড্রাইভারকে গাড়ি স্টার্ট দিতে বলল। খানিকটা রাস্তা যাবার পর লতিফ ব্যাগটা খুলে তার থেকে একটা বড় মেশিনগান বের করে হেসে বলল "ইনশা আল্লাহ, তোমাদের খেলনা এসে গেছে"।

(ক্রমশ)

ঝিঁঝিঁ

২২

ব্যাগটার মধ্যে একগাদা লাইট মেশিনগান।

লতিফ পরম স্নেহে সেগুলোয় হাত বুলিয়ে শুভ্রকে বলল "আমাদের প্রিয় ভাই পাঠিয়েছে বেইরুট থেকে পাঠিয়েছে আমাদের মিশনের জন্য। একটু ঘুরপথে আনতে হয় এখানে। মাদ্রাসায় সরাসরি আনলে কী হয় আশা করি বুঝতে পারছ"।

শুভ্র মাথা নাড়ল।

পাহাড়ি অঞ্চল। রাস্তা খুব একটা ভাল না। মাঝে মাঝেই গর্ত পড়ছে। লতিফ বলল "সূরা ইউনুস জানো?"

শুভ্র বলল "জানি না"।

লতিফ বলল 'শিখে নিও। যে কোন বিপদে পড়লে সূরা ইউনুস পড়বে, দেখবে বিপদ থেকে মুক্তি পাবে"।

শুভ্র উত্তর দিল না। তার মনে হল সূরা ইউনুস জানলে ভালই হত। অন্তত এখন যে বিপদে পড়েছে তার থেকে বেরনো যেত।

কিছুক্ষণ পরেই লতিফের গাড়ি তাদের বাউন্ডারিতে চলে এল। গাড়ি দাঁড়াতেই দুজন ছেলে দৌড়ে এসে লতিফের থেকে ব্যাগটা নিল। লতিফ শুভ্রকে বলল "তুমি ঘুরতে চাইলে ঘুরতে পারো। দেখে নাও। এখানে তো আর বেশিদিন থাকতে হবে না"।

লতিফ চলে গেল।

শুভ্র দেখল বিল্ডিং এর সামনের মাঠে চারটে ছেলে রোদের মধ্যেও জোরে দৌড়চ্ছে। তাদের গায়ে সেনার পোশাক। উসমানের মুখে হুইসল। যখন দুবার হুইসল বাজাচ্ছে, ছেলেগুলো সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়ছে।

একবার হুইসল দিলে ছেলেগুলো প্রবল উৎসাহে দৌড়তে শুরু করছে।
শুভ্র মাঠের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল এমন সময় মাথায় ঝিঁঝিঁ ডেকে উঠল "শুভ্র"
শুভ্র ফিসফিস করে বলল "বলুন"।
"কোথায় নিয়ে গেছিল তোমায়?"
"অস্ত্র আনতে। একগাদা বন্দুক এসেছে ব্যাগে করে"।
"ক'টা?"
"জানি না। গুণি নি, কুড়িটা তো কম করে হবেই"।
"মাত্র কুড়িটা? বাকি আশিটা?"
"জানি না"।
"আচ্ছা। তুমি এখন কোথায় আছো? বিল্ডিং এর ভিতরে না বাইরে"?
শুভ্র বলল "বাইরে"।
"গুড। আমাকে বল জায়গাটা কী রকম?"
শুভ্র ভালভাবে চারদিক দেখে বলল 'অনেকটা জায়গা নিয়ে তৈরী বিল্ডিং। একগাদা ছোট ছোট ঘর। বেশ কয়েকটা ঘরে কম্পিউটার সেট আপ আছে। এই বিল্ডিং এর ভেতরে ছোট হাসপাতালও আছে। লাগোয়া মসজিদ"।
"জানি। ওই মসজিদের আড়ালেই এই ধর্মান্ধ মৌলবাদীরা এই কাজগুলো করছে। বাংলাদেশ সরকার কিছুতেই কনভিন্স হচ্ছে না এই জায়গাটা নিয়ে। তাদের ধারণা ভারত নজরদারির নাম করে বাংলাদেশের ওপর অধিকার ফলাবে"।
শুভ্র অবাক হয়ে বলল "আপনি কে প্লিজ বলবেন?"
"সব জেনে যাবে সময় হলে শুধু মনে রেখো, এত বড় একটা বিল্ডিঙে, এত লোকের মাঝে তুমি একমাত্র চেষ্টা করে যাচ্ছ অনেকগুলো মানুষকে বাঁচানোর। সামনের দিন ভাল আসছে না শুভ্র। যদি ওরা সফলভাবে নিজেদের প্ল্যান এক্সিকিউট করতে পারে তাহলে কী হতে পারে বুঝতে পারছ?"
"আমি কিছু জানি না। কিছু বুঝতে পারছি না"।
"তোমাকে কিছু জানতে বুঝতে হবে না। শুধু একটা কোড মনে রাখবে। কোহিনূর"।

শুভ্র কিছু একটা বলতে যাবে, এমন সময় দেখল যে চারটে ছেলে দৌড়চ্ছিল, তার মধ্যে একটা ছেলে তার দিকে দৌড়তে দৌড়তে এসে বলল "তোমাকে উসমান স্যার ডাকছেন"।
মাথার ঝিঁঝিঁটা থেমে গেল। শুভ্র ধীর পায়ে উসমানের দিকে এগোচ্ছিল এমন সময় উসমান জোরে হুইসেল বাজাল। ইঙ্গিতে তাকে বলল দৌড়ে ওর কাছে যেতে।
শুভ্রর কান্তি ছিল শরীরে। তবু সে দৌড়নোর চেষ্টা করল।
মাঠের মধ্যে একটা ইট ছিল সে দেখে নি। তড়িঘড়ি দৌড়তে গিয়ে পড়ে গেল। ছেলেগুলোর মধ্যে একটা ছেলে সশব্দে হেসে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে উসমান এগিয়ে গিয়ে ছেলেটার পেটে জোরে একটা লাথি মারল। ছেলেটা শব্দ করে মাটিতে বসে পড়ল।
উসমান এগিয়ে এসে তাকে হাত ধরে তুলল। ইঙ্গিত করে বলল মাঠের চারপাশে দৌড়তে। শুভ্র দাঁড়াল না। দৌড়তে শুরু করল।
উসমান সশব্দে দুবার হুইসল বাজাল। শুভ্র দাঁড়িয়ে পড়ল। আবার হুইসল বাজাল। শুভ্র মাঠটা পুরো প্রদক্ষিণ করে উসমানের কাছে আসতেই উসমান দুটো হুইসল দিলে শুভ্র দাঁড়িয়ে পড়ল। সে হাঁফাচ্ছিল। কিন্তু দেখল উসমান খুশি হয়েছে। তার পিঠ চাপড়ে দিল। যে ছেলেটা মার খেয়েছে সে তীব্র ঘেন্নার চোখে শুভ্রর দিকে তাকিয়ে রইল।

(ক্রমশ)

ঝিঁঝিঁ

২৩

উসমানের কাছ থেকে ছাড়া পেয়ে শুভ্র সেখানে আর দাঁড়াল না। বিল্ডিংয়ের চারপাশ মাটির রাস্তায় ঘেরা। সে জোর পায়ে হেঁটে উসমানের চোখের আড়াল হল। উসমান সম্পর্কে তার একটা ভয় কাজ করে। লোকটার অত্যাচার করার ক্ষমতা অপরিসীম।

ভেতর থেকে আরবী সঙ্গীত ভেসে আসছে। শুভ্র হাঁটতে হাঁটতে বিল্ডিংয়ের পিছন দিকে গেল। এই প্রথম জায়গাটা দেখার সুযোগ পেল সে ঠিক ভাবে। দেখে বোঝাই যাচ্ছে অনেক টাকা খরচ করে এ জায়গাটা তৈরী। বিল্ডিংয়ের পিছনের বাউন্ডারি পার হলেই ঘন জঙ্গল শুরু। উঁচু উঁচু প্রাচীর। বেশ কয়েকজন লোক আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ঘুরছে।

একটা ছোট বাগান দেখতে পেল। বেশ কয়েকটা ফুল গাছ তাতে। শুভ্রর বাড়ির কথা মনে পড়ল। মা এভাবে বাগান করে। মা কী করছে এখন? তার চিন্তায় নিশ্চয়ই পাগল হয়ে গেছে।

আর বাবা? বাবার মত করে ঝিঁঝিঁ তাকে ডাকছিল কেন?

এ ক'দিন তাকে ঘিরে যা চলছে তার নিজেরই বিশ্বাস হচ্ছে না। মনে হচ্ছে যেন কোন দুঃস্বপ্ন দেখছে সে। টিভিতে বা ইন্টারনেটে জঙ্গি ঘাটি সম্পর্কে আগে শুনেছিল সে, কিন্তু এরকম জায়গায় যে তাকে স্বশরীরে আসতে হবে তা কোনদিন ভাবতেও পারে নি শুভ্র।
পায়ে কিছু একটা বিঁধেছিল। শুভ্র নিচু হয়ে সেটা দেখার জন্য বসল।

প্রায় তখনই পিঠে কেউ সজোরে একটা লাথি মারল। শুভ্র মুখ থুবড়ে পড়ল।

পিছন থেকে হো হো করে হাসির আওয়াজ পাওয়া গেল। শুভ্র ঘুরে দেখল উসমানের ওখানে যে ছেলেগুলো ছিল তাদের দুজন। একজন উর্দুতে তাকে বলল "কী রে চুহা, তুই নাকি টিম লিডার? কোত্থেকে এসেছিস তুই?

ছেলেদুটো শুভ্রর থেকে বড়। চেহারাতেও। শুভ্র ওঠার চেষ্টা করতেই একটা ছেলে তাকে হাতে লাথি কষাল।

শুভ্র ব্যথায় চিৎকার করে উঠল। দূরে যারা বন্দুক হাতে পাহারা দিচ্ছিল, তারাও হেসে উঠেছে। বোঝা যাচ্ছে মজা পেয়েছে।

শুভ্রর হঠাৎ করে ভীষণ রাগ হল। সে ঘাসের মধ্যে গড়িয়ে ওদের থেকে দূরে গিয়ে উঠে দাঁড়াল। ছেলেদুটো প্রথমে বোঝে নি। ব্যাপারটা ওদের বোধগম্য হতেই দুজনেই তাকে ধরার জন্য এগিয়ে এল। শুভ্র কোন

দিকে না তাকিয়ে সপাটে একটা ছেলের পায়ে একটা লাথি কষাল। ছেলেটা জোরে শব্দ করে বসে পড়ল। দ্বিতীয় ছেলেটা কিছু বুঝে উঠবার আগেই শুভ্র ছেলেটার মুখ লক্ষ্য করে পরপর দুটো ঘুষি চালাল।

পাহারাদারেরা মজা পেয়ে গেল। তারা হাততালি দিয়ে তাদের উৎসাহ দিল।

যে ছেলেটাকে শুভ্র লাথি মেরেছে সে উঠতে যেতে শুভ্র ছেলেটার মাথা লক্ষ্য করে লাথি কষাল। ছেলেটা মাটিতে শুয়ে পড়ল। দ্বিতীয় ছেলেটা মাটিতে বসে পড়েছিল। শুভ্র ছাড়ল না। ছেলেটাকে লাথি মারল সজোরে। দুজন ভাবতেও পারে নি শুভ্র তাদের এভাবে আক্রমণ করবে। তারা খানিকটা ভ্যাবাচ্যাকাই খেয়ে গেছিল। এ ক'দিনের ঘটনাবলী শুভ্রকে আর কিছু ভাবতেই দিচ্ছিল না। দুজনকেই সমানে মেরে গেল সে। একজন শুয়ে কোঁকাতে লাগল।

শুভ্র দুজনের দিকে তীব্র ঘৃণার চোখে দেখে সে জায়গা ছেড়ে আবার বিল্ডিঙয়ের সামনের দিকে রওনা দিল।

ছেলেদুটো ওখানেই শুয়ে রইল। পাহারাদারেরা হই হই করে তাকে উৎসাহ দিল।

শুভ্র সে দিকে না তাকিয়ে বিল্ডিং এর সামনের দিকে এসে দেখল লতিফ যেন তার জন্যই দাঁড়িয়ে আছে "সাবাশ আতিক, তোমার ওপর আমার এই আশাই ছিল। সিসিটিভিতে সমস্তটাই দেখেছি। বুঝতে পেরেছি, ঠিক লোককে নির্বাচন করতে আমার এবারেও কোন ভুল হয় নি। ইউ হ্যাভ দ্যাট এক্স ফ্যাক্টর ইউ নো"।

শুভ্র হাসার চেষ্টা করল। লতিফ তার পিঠে চাপড় মেরে চলে গেল।

তারই বয়সী একটা ছেলে দাঁড়িয়ে ছিল একটু দূরে। লতিফ চলে গেলে তার পাশে এসে দাঁড়িয়ে বলল "ওদের নাম ইউসুফ আর হাকিম। পাকিস্তানের বালুচিস্তানের ছেলে ওরা। একটা বড় মিশনের জন্য ওদের তৈরী করা হচ্ছে। ওদের খুব অহংকার। এখানে অনেককেই জ্বালাতন করেছে ওরা। তুমি ওদের মেরেছ, সাবধানে থেকো, ওরা খুব প্রতিহিংসাপরায়ণ"।

ছেলেটা সন্তর্পণে চারদিকে তাকিয়ে চলে গেল।

শুভ্র অবাক হল। ছেলেটাকে সে আগে দেখেও নি। কেন এত সব কথা বলল তাকে?

(ক্রমশ)

ঝিঁঝিঁ

২৪

শুভ্র মূল বিল্ডিংয়ে ঢুকল। এতদিন তার একটা ভয় কাজ করত। এখন সে নিজেই বুঝতে পারছিল, মনের মধ্যে একটু একটু করে সাহস হচ্ছে।

উসমান লতিফের সঙ্গে কথা বলছিল। তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকল। পিঠ চাপড়ে দিল। লতিফ বলল "উসমান দেখেছেন তুমি কীভাবে ওদের মারলে। তোমার রিফ্লেক্স অ্যাকশন প্রমাণ করেছে আমরা লিডার নির্বাচন করতে কোন ভুল করি নি"।

শুভ্র হাসার চেষ্টা করল। লতিফ বলল "এসো আমাদের সঙ্গে"।

লতিফ আর উসমান এগোল। শুভ্র তাদের পেছন পেছন গেল।

দুজনে কম্পিউটার কক্ষে ঢুকল।

লতিফ শুভ্রর দিকে তাকিয়ে হাসল "একটা সুখবর দিই তোমাকে। কলকাতা মেট্রোর সিসিটিভি অ্যাক্সেস আমরা পেয়ে গেছি। এসো বসো এখানে"।

শুভ্র বসল। লতিফ কম্পিউটারে কয়েক সেকেন্ড খুটখুট করে সিসিটিভি কন্ট্রোল অন করল। একগাদা উইন্ডো ওপেন হল।

লতিফ তার মধ্যে থেকে একটা উইন্ডোতে ক্লিক করলে স্ক্রিণ জুড়ে শুধু সেটার ফুটেজ ভেসে উঠল।

উসমান লতিফকে কিছু একটা বলল। লতিফ তার জবাবে উসমানকেও কিছু বলল। তারপর লতিফ শুভ্রর দিকে তাকিয়ে বলল "কবি নজরুল মেট্রো স্টেশন। লাইভ দেখছ আতিক। এই স্টেশনটা আন্ডারগ্রাউন্ড না। জানো আশা করি। দেখো আপাতত স্টেশন ফাঁকা। খুব বেশি হলে এই দিকের প্ল্যাটফর্মে কুড়িজন আছে। এবার দেখো, ঠিক দু মিনিট পর"।

লতিফ ঘড়ির দিকে তাকাল। একটা অদ্ভুত অস্বস্তিকর নীরবতা। ঠিক একশো কুড়ি সেকেন্ড পর দেখা গেল প্ল্যাটফর্মে একটা মেট্রো এসে দাঁড়াল। একগাদা লোক নামল স্টেশনে। লোকজন হুড়মুড় করে চলমান সিঁড়ির দিকে দৌড়ল।

প্ল্যাটফর্মে যারা ছিল তারা ট্রেনে উঠল। মিনিট তিনেকের মধ্যে প্ল্যাটফর্ম আবার ফাঁকা হয়ে গেল।

লতিফ বলল "এবার নিচের ক্যামেরা দেখো"।

লতিফ মেট্রো স্টেশনের নিচের ক্যামেরা দেখাল। দুজন পুলিশ নিজেদের মধ্যে গল্প করছে। আর কাউকে দেখা যাচ্ছে না। লতিফ আবার উসমানকে কিছু বলল।

পরপর সব স্টেশনের সিসিটিভি কন্ট্রোল নিজেরা তীক্ষ্ণ চোখে লক্ষ্য করল।

লতিফ হাসিমুখে শুভ্রর কাঁধে হাত দিয়ে বলল "বুঝতে পারছ ঠিক কোন জায়গাটা থেকে তোমাদের অপারেশন শুরু হবে। এই দুজন, কিংবা কোন স্টেশনে তিনজন। পুলিশ, আর পি এফের সংখ্যা এই সময়ে সবচেয়ে কম থাকে। এরা কোন দিন স্বপ্নেও ভাবতে পারে না কত কিছু হয়ে যেতে পারে"।

শুভ্র বলল “বুঝেছি”।

উসমান স্ক্রিনে হাত দিয়ে কিছু একটা বলল লতিফকে।

লতিফ বলল “এক মিনিটের উইন্ডোতে তোমরা প্রতি স্টেশনে অন্তত পাঁচশো নিরস্ত্র লোক পাচ্ছ। কনভারশন রেট নিজেরাই ঠিক কর যখন অটোমেটিক মেশিনগান ইউজ করবে। এবং...”

লতিফ কথা থামিয়ে চেয়ার ঘুরিয়ে শুভ্রর দিকে তাকিয়ে বলল “সুইসাইড মিশনে যখন যাবে, তখন কনভারশান রেট ম্যাক্সিমাম হবে সেটাই স্বাভাবিক। জাস্ট থিংক অ্যাবাউট অফিস টাইম আতিক...”

লতিফ শিস দিয়ে উঠল।

শুভ্র শিউরে উঠল। এই সময়ে প্রায়ই সৌমিতা মেট্রোতে করে বাড়ি ফেরে। তাদের ক্লাসের অপরাজিতা, হিন্দোল, অনির্বাণরা ঠিক এই মেট্রোতেই নামে। এদের মারতে হবে তাকে? ওরা যদি তাকে চিনতে পেরে যায়? অবাক চোখে নিজেদের আততায়ীকে চিনতে পেরে যায়?

শুভ্র আর ভাবতে পারছিল না।

লতিফ মাউস দিয়ে সিসিটিভি স্ক্রিন অফ করে বাংলাদেশ আর পূর্ব ভারতের ম্যাপ খুলল কম্পিউটারে। শুভ্রকে বলল “তোমরা মেঘালয় সীমান্ত দিয়ে ভারতে ঢুকবে। মেঘালয় থেকে গুয়াহাটি যাবে। সেখান থেকে ফ্লাইটে কলকাতা। সময় খুব কম থাকবে তোমাদের কাছে”।

শুভ্র বলল “আর বাকিরা?”

লতিফ বলল “একইভাবে। টিম লিডার হিসেবে তোমার কর্তব্য হবে সবাই চলে গেলে তারপর কলকাতার ফ্লাইট ধরা। অ্যাম আই ক্লিয়ার?”

শুভ্র মাথা নাড়ল।

লতিফ বলল “দিল্লি, মুম্বই, চন্ডীগড়, কানপুর, ত্রিবান্দ্রম, পানাজি, হায়দ্রাবাদ, চেন্নাই, ব্যাঙ্গালোর আর কলকাতা। দশটা শহরে, একই সঙ্গে, একই সময়ে, বুম”।

লতিফ চোখ বড় বড় করল।

লতিফ বলল “আওয়ার ফার্স্ট অপারেশন। সব থেকে বড় সাক্সেস স্টোরি চাই আমার। পারবে না?”

লতিফের চোখ জ্বলে উঠল।

শুভ্র বলল “পারব”।

লতিফ গর্জে উঠল, “এত আস্তে বললে কী করে হবে? লাউড এন্ড ক্লিয়ার। পারবে?”

শুভ্র চেঁচিয়ে উঠল “পারব”।

লতিফ উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল “ইনশাল্লাহ”।

(ক্রমশ)
ঝিঁঝিঁ

২৫

রাত হয়েছে।

খাওয়ার পরে শুভ্রকে আফরোজার ঘরে পাঠানো হয়েছে। আফরোজা একটা ফিনফিনে পোশাক পরে খাটে বসে ছিল। ঘরে ঢোকামাত্র দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ করে দেওয়া হল।

শুভ্রর হাঁফ ধরে গেছিল। মাথা কাজ করছিল না লতিফের থেকে সব প্ল্যান শোনার পরে। সে একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ল।

আফরোজা তাকে দেখে বলল “হুজুরেরা আবার তোমাকে জন্নতের সফর করতে পাঠিয়েছেন বুঝি?”

শুভ্র জল খেল অনেকটা। খেয়ে বলল “জানি না, শেষ পর্যন্ত ওরা কী চান”।

আফরোজা বলল “পাকিস্তান থেকে বেশ কয়েকজন এসেছে। কোন মিশন বোঝা যাচ্ছে না। তাদের মধ্যে একজনকে কাল আমার কাছে পাঠিয়েছিল। তোমার মত না। ছিঁড়ে খেল আমাকে। তুমি বাকিদের মত নও। আমি এখনও ভাবি তুমি এখানে কী করে এলে?”

শুভ্র আফরোজার দিকে তাকিয়ে বলল “পাকিস্তান থেকে কতজন এসেছে?”

আফরোজা বলল “জনা পঁচিশ তো বটেই। উসমানই ওদের ট্রেনিং দেবে”।

শুভ্র বলল “তোমাকে ওই ছেলেটা বলল?”

আফরোজা মাথা উপর নিচ করল।

শুভ্র মাথা নিচু করে বসে রইল। মাথায় ঝিঁঝিঁ ডাকছে বটে কিন্তু ভীষণ ক্ষীণ ভাবে। শুভ্র কিছুই শুনতে পাচ্ছিল না।

আফরোজা বলল “এদের পর পর একগাদা প্ল্যান আছে। সব ছারখার করে দেবে এরা”।

শুভ্র বলল “তুমি এসব নিয়ে ভাবো?”

আফরোজা ম্লান হাসল “কেন ভাবব না? মানুষ ভাবো না আমাকে তোমাদের মত, তাই না? ঘরেই আটকে থাকব সারাজীবন, যখন তখন যে কেউ এসে আমার সঙ্গে শুয়ে যাবে, এভাবেই কেটে যাবে জীবন? কত সহজ না?”

শুভ্র লজ্জিত হয়ে বলল “না না, আমি সেটা বলি নি। তুমি এত খবর পাচ্ছ কীভাবে, আমি সেটাই জানতে চাইছি”।

আফরোজা বলল “পেয়ে যাই। এই যেমন খবর পেলাম তোমাকে ওরা খুব পছন্দ করছে। ওদের মিশন তুমি সফল করবেই ভেবে ওরা খুব আনন্দিত”।

শুভ্র আফরোজার দিকে তাকাল। শান্তভাবে কথা বলে যাচ্ছে মেয়েটা। এখানে কি হাওয়ায় কথা ভাসে? চার দেওয়ালের ভেতরে থাকার পরেও এরা সব জানতে পারছে।

আফরোজা বলল “দূরে বসে থাকবে? এসো, এখানে এসে বস”।

শুভ্র মাথা নাড়ল “না, না। ঠিক আছে”।

আফরোজা হাসল “রাতটাও চেয়ারে বসেই কাটাবে বুঝি? এসো। মাঝে একটা পাশবালিশ দিয়ে দিচ্ছি”।

শুভ্র উঠে দাঁড়াল। আফরোজা বলল “এই ঘরের মধ্যে ক্যামেরা থাকতে পারে। হুজুরেরা যদি দেখেন তাদের পেয়ারের টিম লিডার এ ঘরে এসে কিছুই করে না, ঘুমিয়ে পড়ে, তবে তোমার কপালে দুঃখ আছে”।

শুভ্র চমকাল।

আফরোজা বলল “এরা সব পারে। আবার নাও থাকতে পারে। কে জানে!”

শুভ্র আফরোজার পাশে গিয়ে বসল।

আফরোজা তার চুলে হাত বুলিয়ে বলল “তোমার মধ্যে অনেক পরিবর্তন এসেছে জানো। প্রথম প্রথম তোমার চোখে যে দিশেহারা ভাবটা ছিল, সেটা কমেছে। তবে তোমাকে সব সময় দেখলে মনে হয়, তুমি কিছু না কিছু ভেবে যাচ্ছো। কী ভাবো তুমি? এখান থেকে পালাবে কী করে?”

শুভ্র মাথা নাড়ল, “আমি দেখে নিয়েছি। এখান থেকে পালানো সম্ভব না। তাছাড়া এই জায়গাটা বাংলাদেশে। আমি কিছুই চিনি না এখানকার। ফিরবই বা কীভাবে?”

আফরোজা বলল "ভুলেও সে কথা ভেবো না। মেরে ফেললে এক কথা ছিল, তার পরিবর্তে ওরা তোমার ওপর যে অত্যাচার করবে, তখন তোমার মনে হবে এর থেকে মরে গেলেই হয়ত ভাল হত। আমি চেষ্টা করেছিলাম একবার। পাঁচজন হুজুর একসঙ্গে আমার ওপর হামলে পড়েছিল তাবুর মধ্যে। ওরা বুঝিয়ে দিয়েছিল আমায়, ওসব মাথায় আনাও যাবে না। এর থেকে একটা গুলিতে মেরে দিলে ভাল জানো তো"!

শুভ্র চুপ করে বসে রইল। আফরোজা বলল "তুমি ঘুমিয়ে পড়। আমার তো অভ্যাস নেই ঘুমানোর"।

শুভ্র শুল। আফরোজা তাদের দুজনের মাঝখানে একটা পাশবালিশ রাখল।

কতগুলো বাচ্চা ছেলেকে হাতে অত্যাধুনিক কতগুলো অস্ত্র দিয়ে এরা শহরে ছেড়ে দেবে? কী ভয়ংকর!

শুভ্র শিউরে উঠল।

ঝিঁঝিঁর ডাক এবার স্পষ্ট শুনতে পেল শুভ্র "ওদের প্ল্যান কিছু জানতে পারলে?"

শুভ্র ফিসফিস করে বলল "এখন কিছু বলা সম্ভব না"।

আফরোজা বলল "আমায় কিছু বললে?"

শুভ্র বলল "না"।

ঝিঁঝিঁ বলল "ওরা যা বলে করে যাও শুভ্র। অন্যথা কোর না"।

শুভ্র দীর্ঘশ্বাস ফেলল। একই কথা শুনে শুনে বিরক্ত হয়ে গেছে সে।

আফরোজা ঘরের মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে বলল "কতদিন বাইরে যাই না। আমার মনে হয় বাকি জীবনটা এভাবেই কেটে যাবে। কিংবা যৌবন ফুরিয়ে গেলে ওরা আমাকে গুলি করে মেরে দেবে। ভেতরের সব কথা জানি। আমাকে কি আর ওরা বাঁচিয়ে রাখবে?"

দরজায় টোকা পড়ল। আফরোজা দরজা খুলল। একজন কিশোর দাঁড়িয়ে আছে।

আফরোজা বলল "কী হল?"

ছেলেটা বলল "ওনাকে আমার সঙ্গে যেতে বললেন। শেখ এসেছেন। দেখা করতে হবে ওঁর সঙ্গে এখনই"।

শুভ্র উঠল।

আফরোজা বলল "যাও। আসল লোকেরা এসে গেছে তার মানে"।

শুভ্র অবাক হয়ে আফরোজার দিকে তাকাল।

আসল লোক! মানে?

(ক্রমশ)

ঝিঁঝিঁ

২৬

এ ঘরটায় শুভ্র আগে আসে নি। তাদের কলেজের কনফারেন্স রুমের মত ঘর।

একগাদা বিদেশী লোক বসে আছে। তাদের মধ্যে উসমান এবং লতিফও আছে। লতিফ তাকে ইঙ্গিতে বসতে বলল।

একজন অত্যন্ত স্মার্ট এবং সুন্দর দেখতে যুবক উঠে দাঁড়িয়ে ঝরঝরে ইংরাজিতে বলল "আমরা এখানে অত্যন্ত পবিত্র একটা কারণে সবাই মিলে একত্রিত হয়েছি। পৃথিবীতে পাপীর সংখ্যা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। এর সব থেকে বেশি প্রভাব পড়েছে আমাদের ধর্মে। আমরা ধর্মপালন করতে গিয়ে বাধা পেয়েছি আমেরিকানদের থেকে। আমরা মনে করি আমাদের নারীদের পর্দানশীন করে রাখলে পরপুরুষের কু নজরের হাত থেকে তাদের বাঁচানো সম্ভব হবে। কিন্তু বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ষড়যন্ত্র করে হিজাবকে ব্যান করে দেওয়া হচ্ছে। আপনারা সকলেই জানেন আমাদের এখন কীভাবে বিভিন্ন জায়গায় কোণঠাসা করে রাখা হয়েছে। ইন্ডিয়ায় গুজরাট, কাশ্মীরে আমরা যেভাবে প্রতিদিন নিষ্পেষিত হচ্ছি তা সকলেই অবগত আছেন। এখন সময় এসেছে প্রত্যুত্তর দেওয়ার। চুপ করে বসে থাকলে হবে না। আমরা যেভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আমাদের সংগঠনের কাজ এগিয়ে দেওয়ার জন্য পরিশ্রম করে চলেছি, আশা রাখছি, অদূর ভবিষ্যতে গোটা পৃথিবীর মানুষ আমাদের মানুষদের ক্ষতি করার আগে দুবার ভাববে। মনে রাখবেন, আমেরিকা ইরাকে কী করেছে, আফগানিস্তানে কী করেছে, কীভাবে মিডল ইস্টে দিনের পর দিন নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য এক শ্রেণীর মানুষের জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছে। প্যালেস্তাইনে কী হচ্ছে ভুলে যাবেন না। এদের মিত্রশক্তি ইন্ডিয়াকে ছেড়ে রাখা হবে না। এবার সময় এসেছে, গোটা পৃথিবীকে বুঝিয়ে দিতে হবে আমরা কারা"।

শেষের দিকে যুবকটির গলা উত্তেজনায় কেঁপে উঠল। সবাই জোরে মাশাল্লাহ বলে উঠল।

যুবকটি বলল "ইকরিত থেকে এতটা পথ এসেও আমরা বিন্দুমাত্র ক্লান্ত নই। নিজেদের মানুষদের বাঁচানোর স্বার্থে যত দূর যেতে হয়, আমরা ততদূর যেতে প্রস্তুত। এই মিশনের জন্য আমাদের কাছে পৃথিবীর সমস্ত ভাইরা যে ডলার পাঠিয়েছেন, তা আপনাদের তহবিলে আমরা তুলে দিয়েছি। আমরা এবার আপনাদের থেকে শুনতে চাই। ঠিক কোন প্ল্যানে ইন্ডিয়াকে আপনারা লাল করে তুলবেন"।

লতিফ উঠে দাঁড়াল। প্রয়োজনীয় সম্ভাষণ করে ঘর অন্ধকার করে ল্যাপটপ খুলল। প্রজেক্টর স্ক্রিণে ভারতবর্ষের মানচিত্র ভেসে উঠল। লতিফ বলল "জনাব, আমরা আপনাদের কাছে আমাদের প্ল্যান জমা

দিয়েছি। দিল্লি, মুম্বই, চন্ডীগড়, কানপুর, ত্রিবান্দ্রম, পানাজি, হায়দ্রাবাদ, চেন্নাই, ব্যাঙ্গালোর আর কলকাতায় একই সঙ্গে আমাদের ছেলেরা মিশন কমপ্লিট করে জন্নতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করবে। প্রতিটা শহরের সব থেকে জনবহুল এলাকায় অতর্কিতে হানা এবং সুইসাইড বোম্বিং হবে"।

লতিফের কথা শুনে সবাই সাবাশ বলে উঠল।

যুবকটি গম্ভীর গলায় বলল "কথাগুলো শুনতে যতটা সোজা লাগছে, একজিকিউশন করা ততটাই কঠিন। আপনার প্রত্যেক সৈনিক সেই ট্রেনিং কি পেয়েছে? ধরা পড়ে যদি?"

লতিফ হেসে বলল "জি জনাব, উসমান তাদের সেই ট্রেনিং যথাযথভাবেই দিয়েছে। তাছাড়া ধরা পড়ার প্রশ্নই আসবে না। মিশনে যাওয়া প্রতিটি মিলিট্যান্টের শরীরেই আমরা..."

লতিফ চুপ করে গেল।

যুবকটি বলল "ইন্ডিয়াতে কোন রুট ধরে ঢুকতে চাইছেন?"

লতিফ বলল "সিলেট সীমান্ত দিয়ে। গুয়াহাটি এয়ারপোর্ট থেকে ওরা বিভিন্ন শহরে রওনা দেবে। আমাদের মিশন লিডার আতিক খান নিজে গুয়াহাটি এয়ারপোর্টে তদারকিতে থাকবে। শহরগুলোতে পৌঁছে আমাদের ডেরা থেকে ছেলেদের হাতে প্রয়োজনীয় অস্ত্র সরবরাহ করা হবে"।

যুবকটি বলল "আতিক খান এখানে আছে? কোথায়?"

শুভ্র উঠে দাঁড়াল।

যুবকটি নিজের সিট ছেড়ে শুভর সামনে এসে দাঁড়াল। কয়েক সেকেন্ড শুভ্রর চোখের দিকে তাকিয়ে বলল "কাফেরদের আমি বিশ্বাস করি না। কিন্তু যারা নিজেদের ধর্ম ত্যাগ করে নিজের জীবন আমাদের ধর্মে উৎসর্গ করতে চায়, তাদের আমি সব থেকে বেশি পছন্দ করি"।

শুভ্র চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

যুবকটি বলল "আমার মাথার দাম একশো মিলিয়ন ডলার। তুমি যদি মিশন সারভাইভ করে ফিরে আসতে পারো, তোমার দামও কিছু কম হবে না। ট্রাই নেবে নাকি?"

যুবক শুভ্রর চোখে চোখ রাখল।

শুভ্র বলল "যা প্ল্যান হবে, সেটাই আমি মেনে চলব'।

যুবকটি শুভ্রর কপালে চুমু খেয়ে বললে "আমরাই জিতব।আমি জানি আমরাই জিতব"।

শুভ্রর গা গোলাচ্ছিল। তবু চুপ করে থাকল।

(ক্রমশ)

ঝিঁঝিঁ

২৭

ক্যাম্পে উৎসবের পরিবেশ। সবার মধ্যে খুশি খুশি ভাব। বাইরের লোকেদের সামনে ছেলেরা নিজেদের উৎসাহ দেখাতে ব্যস্ত। পাকিস্তানের ছেলেগুলোর সঙ্গে শুভ্রর একবার চোখাচুখি হয়েছে। তাকে দেখে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে ছিল। শুভ্র বুঝতে পারছিল এরা কোন প্ল্যান করছে, কিন্তু কী চাইছে বুঝতে পারছিল না। দম বন্ধ হয়ে আসছিল তার।

লতিফ শুভ্রকে আলাদা করে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলল "এরা কারা জানো?"

শুভ্র বলল "আন্দাজ করতে পারছি। এরাই সমস্ত প্ল্যান করে দেন"।

লতিফ খুশি হয়ে শুভ্রর কাঁধ চাপড়ে দিয়ে বললেন "তুমি বুদ্ধিমান। আমাদের নিউক্লিয়াস এরাই। এরাই বলে দেন আমাদের কীভাবে সাম্রাজ্য বিস্তার করতে হবে। ধীরে ধীরে আমরা ছড়িয়ে পড়ছি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে। যে আমেরিকা ইরাকে ক্ষমতা দখল করতে আমাদের ব্যবহার করল, তারাই ক্ষমতা পেয়ে যাবার পর আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করল। অবশ্য, এর দরকার ছিল। প্রতিটা ভুল থেকে আমাদের শিক্ষা নেওয়ার প্রয়োজন আছে। আমাদেরই ভুল হয়েছিল কাফেরদের বিশ্বাস করা। ওসামা বিন লাদেনের পরিণতি আমরা যেন কোন দিন না ভুলি"।

শুভ্র দেখল বাইরে গাড়িবারান্দায় একটা বড় ট্রাক এসে দাঁড়াল। বেশ কয়েকজন ছেলে গিয়ে ট্রাক থেকে বস্তা নামাতে শুরু করল। সে লতিফকে বলল "আমি যাব ওদের সঙ্গে?"

লতিফ বলল "না দরকার নেই। আনাজ এসেছে। ওরা নামিয়ে নেবে ঠিক। তুমি মনঃসংযোগ কর। তোমার খবরটা বিভিন্ন নিউজপেপারে বেরনো মাত্রই পৃথিবী চমকে উঠবে আতিক। তুমিই প্রথম কনভার্টেড মুসলিম হবে যে স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করে নেবে। আমি নিশ্চিত তোমার দেখাদেখি তোমাদের বয়সী অনেকেই আমাদের সঙ্গে আসতে চাইবে। আচ্ছা, তোমাকে একটা কাজ দেব আতিক, তুমি ভেবে আমায় বোল"।

শুভ্র জিজ্ঞাসু চোখে লতিফের দিকে তাকাল।

লতিফ বলল "তোমাকে আমি স্টেশনগুলোর ম্যাপ দেব। তুমি আমাকে একটা এসকেপ রুট দিতে পারবে? অপারেশনের পরে ভিড়ে মিশে তোমাকে আমাদের বেস ক্যাম্পে চলে আসতে হবে পিছনে কোন রকম টিকটিকি না নিয়ে। যদি তুমি বেঁচে ফিরতে পারো, সেটার থেকে বড় অ্যাচিভমেন্ট আর কিছু হতে পারে না"।

শুভ্র বলল “আসলে কলকাতা শহরটা আমি অতটা ভাল চিনি না”।

লতিফ মাথা নাড়ল “আমি জানি তো, কিন্তু ব্যাপারটা খুব একটা কঠিনও কিন্তু না। তোমাদের অতর্কিতে হানার পরে ওরা যেভাবে থতমত খেয়ে যাবে, সে জায়গাটা থেকেই তোমাকে পালিয়ে যেতে হবে। আমরা চাইলে কাশ্মীর বা পাকিস্তানের মুজাহিদিনদের কলকাতার মিশনে পাঠাতে পারতাম, তোমাকে কেন বেছেছি? যাতে অনায়াসে কলকাতার মানুষের ভিড়ে তুমি মিশে যেতে পারো। ওরাও চাইছেন তুমি বেঁচে ফেরো। তার জন্য প্রয়োজনীয় গাড়ির ব্যবস্থা আমরাই করব। অবশ্য তোমার মেইলগুলো থেকে আমি বার বার আঁচ পেয়েছি, তুমি আমাদের স্বার্থে আত্মবলিদান দিতে চাও, কিন্তু এই মুহূর্তে আমরা মনে করছি তোমার ফিরে আসাটা আমাদের আরও বেশি সাহায্য করবে”।

শুভ্র বলল “তাহলে কি আমাকে এই মিশন থেকেই বাদ দিয়ে দেওয়া হবে?”

লতিফ হাসল “কখনই না। আমি জানি,তোমার স্বপ্নের প্রোজেক্ট এটা। কলকাতাকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হতে দেখতে চাও তুমি। কী কারণ আতিক? কোন মেয়েঘটিত কেস?”

শুভ্র ভ্যাবাচ্যাকা খেল প্রথমে, মেইলে তার নামে আর কী কী লেখা হয়েছে কে জানে! অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল “আমি না বলতে পারলেই খুশি হব”।

লতিফ বলল “নিশ্চয়ই। তবে তোমার মত ডেডিকেশন আমাদের দেশের ছেলেদের থাকলে আমার আর কোন চিন্তা থাকত না। এরা আধুনিক হবার নেশায় সব আমেরিকার পা চাটা কুকুরে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশের যুব সমাজ ধর্ম শিক্ষা থেকে এত দূরে চলে গেছে দেখলে আমি মাঝে মাঝে হতাশ হয়ে পড়ি। কিন্তু এও জানি, যে মুহূর্তে আমরা আমাদের উপস্থিতি সঠিকভাবে দেখাতে সক্ষম হব, সেই মুহূর্তে বাংলাদেশে আমাদের সংগঠন আরও শক্তিশালী হবে। শেষের সেদিনটাতে সবাইকে তাঁর মুখোমুখি হতেই হবে, কী বল আতিক?”

লতিফ শুভ্রর দিকে তাকাল। শুভ্র বলল “হ্যাঁ। নিশ্চয়ই”।

ট্রাকে রাখা বস্তার একাংশ নিচে নামিয়ে রাখার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আকারে বেশ বড় কয়েকটা বন্দুক চোখে পড়ল শুভ্রর।

লতিফ হেসে বলল “বলিউড হলিউডে দেখেছ এদের, রকেট লঞ্চার বলে এদের। তোমাদের বর্ডার পার করানোর দিন কাজে লাগবে”।

শুভ্র মৃত চোখে ট্রাকের দিকে তাকাল।

কোন কিছুই আর তার অবিশ্বাস্য লাগছিল না।

(ক্রমশ)
ঝিঁঝিঁ

রজতবাবু ছোট্ট বিল্ডিংটায় যখন ঢুকলেন তখন সন্ধ্যা সাতটা। বিল্ডিংটার তালা বন্ধ ছিল।

রজতবাবু চাবি বের করে দরজার তালা খুলে ঘরের ভিতরে ঢুকে সন্তর্পণে দরজাটা বন্ধ করলেন। একটা সুইচ অন করলে জিরো পাওয়ারের বাল্ব জ্বলে উঠল। মেঝেতে রাখা একটা পাটাতনের সামনে দাঁড়ালেন। বাল্ব জ্বলার ঠিক দশ সেকেন্ডের মধ্যে পাটাতনটা সরে গেল।

পাটাতনের নিচ থেকে একটা প্ল্যাটফর্ম বেরিয়ে এল।

রজতবাবু সেটার ওপর দাঁড়াতে প্ল্যাটফর্মটা নিচে নামতে শুরু করল। উপরের পাটাতন নিজে থেকেই বন্ধ হয়ে গেল।

প্ল্যাটফর্মটা প্রায় একতলা সমান নেমে দাঁড়িয়ে গেল।

রজতবাবুর সামনে একটা দরজা এল। পাশে বায়োমেট্রিক মেশিন। রজতবাবু নিজের বুড়ো আঙুল মেশিনে দিতেই দরজাটা খুলে গেল।

দরজা খুলতে দেখা গেল একটা কর্মব্যস্ত অফিস। তবে বেশি লোক নেই। চারজন লোক মনোযোগ সহকারে কম্পিউটারের সামনে বসে কাজ করছেন। রজতবাবুকে দেখে চারজনই হাসলেন।

রজতবাবু ঘরের ভেতর ঢুকে বললেন "আমার স্ত্রী বেশ সমস্যা তৈরী করছেন। সন্তান জ্বালা বড় জ্বালা বুঝলে পট্টনায়েক?"

পট্টনায়েক বয়স্ক লোক। রজতবাবুরই বয়সী। তার দিকে তাকিয়ে বললেন "নিজের ছেলেকে পাঠাতে কে বলেছিল তোমাকে রজত?"

রজতবাবু চেয়ারে বসে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন "চ্যারিটি বিগিনস অ্যাট হোম। নিজের ছেলে করবে না তো অন্যের ছেলেকে দিয়ে করাব? কী আপডেট আছে?"

পট্টনায়েক বললেন "মাথারা এসে গেছে। ওরা যে কোন মুহূর্তে ইন্ডিয়া ঢুকবে। সমস্যা হল শুভ্রর মাথায় যে চিপ ইনসার্ট করা হয়েছে, তা কখন কাজ করা বন্ধ করে দেবে বুঝতে পারছি না"।

রজত চিন্তিত গলায় বললেন "সে রিস্কটা আমাদের নিতেই হবে। গোটা গ্যাংটাকে ধরার এর থেকে ভাল সুযোগ আর কিছু হতে পারে না। বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট কি কোন ভাবেই হেল্প করতে পারছে না?"

পট্টনায়েক বললেন "সমস্যা হল সব খানে তো আর ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট নেই। বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের আইনের হাতও তত লম্বা নয়। আমাদের কম্যান্ডোদের ওখানে পাঠানোটা বিরাট ঝুঁকি হয়ে যাবে। ওরা কখন

ইন্ডিয়ায় ঢুকবে তার অপেক্ষা করা ছাড়া গতি নেই"।

সত্যজিত বর্মণ কম্পিউটার অ্যানালিস্ট। শুভ্রর থেকে আসা প্রতিটা শব্দ রেকর্ড করে চলেছেন নিরলস ভাবে। রজত বললেন "সত্যজিত, ওদের ক্যাম্পে ঠিক কতজন লেডিজ আছে?"

সত্যজিত বললেন "শুভ্রর সঙ্গে কনট্যাক্ট হয়েছে সুলেখা এবং আরেকটি মেয়ের। এছাড়া শুভ্রর সঙ্গে আর কারো যোগাযোগ হয় নি। তবে মেয়েটির কথা শুনে যা বোঝা গেছে, ক্যাম্পে আরও মেয়ে আছে"।

পট্টনায়েক বললেন "অ্যাকরডিং টু স্যাটেলাইট ইমেজেস, মায়ানমার থেকে আর্মস ট্রাক ঢুকছে এদের ক্যাম্পে। প্রচুর গোলা বারুদ মজুদ হচ্ছে"।

সত্যজিত বললেন "এদিকে মায়ানমার বৌদ্ধ কান্ট্রি। ওদের বাংলাদেশের সঙ্গে চাপান উতোর লেগেই থাকে"।

পট্টনায়েক বললেন "তাতে কী হয়? টাকা কথা বলে। রিলিজিয়ন তো ছুঁতো। আচ্ছা রজত, তোমার ছেলেকে ওরা আর্মস ট্রেনিং দিয়ে দিচ্ছে। একদিকে ভালই হচ্ছে, কী বল?"

রজত হেসে ফেললেন "হ্যাঁ, ছেলে তো জানে বাবা ক্লারিকাল জব করে। সবই ভাল হচ্ছে। তবে ওর মায়ের হাব ভাব আমার সুবিধের লাগছে না। শয্যা নিয়েছে একপ্রকার"।

পট্টনায়েক বললেন "আর তোমার ছেলের গার্লফ্রেন্ড সৌমিতা? ওকে আকারে ইঙ্গিতে কোন বার্তা পাঠাব কি না জানিও। মেয়েটা যথেষ্ট ওয়ারিড"।

রজত বললেন "স্বাভাবিক। ও কী করে জানবে ইন্ডিয়ান ইন্টেলিজেন্সে আমরা শুভ্রকে ইনভলভ করে নেব? যাই হোক, আমি এখনই কাউকে কিছু বলার পক্ষপাতী নই। শুভ্রর থেকে যতটা পারা যায় ইনপুটস নিয়ে যেতে হবে"।

সত্যজিত বললেন "ওরা ফোরটিন্থ আগস্ট গুয়াহাটি পৌছচ্ছে। ফিফটিন্থে দেশ জুড়ে ব্লাস্টের প্ল্যান আছে। আমরা গুয়াহাটি যাচ্ছি তো?"

পট্টনায়েক রজতের দিকে তাকালেন। রজত ঘরে এতক্ষণ নীরব বসে থাকা প্রৌঢ় মানুষটির দিকে তাকালেন।

পট্টনায়েক বললেন "প্রফেসর শর্মা, আপনিই এই প্রোজেক্টের সব কিছু। আপনিই বলুন আমরা গুয়াহাটি যাচ্ছি তো? নাকি সব দায়িত্ব অ্যাকশান ফোরসের হাতে ছেড়ে দিয়ে এখানেই বসে থাকব?"

গাল ভর্তি সাদা দাড়ি প্রফেসর শর্মার। ডি আর ডি ও চিফ হিসেবে রিটায়ার করেছেন কয়েক বছর হল। শুভ্রর মাথায় বসানো চিপটার আবিস্কারক তিনিই।

এই আবিস্কারের খবর এই গোপন ঘরে বসে থাকা চারজনের বাইরে আর কেউ জানে না।

পট্টনায়েকের প্রশ্নের উত্তরে শর্মা বললেন “গুয়াহাটির তাম্বুল বিখ্যাত। খেতে খারাপ লাগবে না। চল, ঘুরেই আসি। আর রজত, ভয় পাবে না, তোমার ছেলের কিচ্ছু হবে না। এই বুড়ো তোমাকে কথা দিচ্ছে, আগেও দিয়েছে, তোমার ছেলের কিচ্ছু হবে না। তবে তাম্বুল ভাল জিনিস। চল গুয়াহাটি ঘুরেই আসা যাক”।

(ক্রমশ)

ঝিঁঝিঁ

২৯

শুভ্রকে আফরোজার ঘরে পাঠানো হয়েছে।

আফরোজা তাকে দেখে বলল “তোমার দিন এগিয়ে আসছে”।

শুভ্র ম্লান হাসল।

আফরোজা বলল “আমি শুনেছি, যাদের ফাঁসি হয়, যত দিন এগিয়ে আসে, তাদের মধ্যে বিভিন্ন রকম পরিবর্তন হয়। অথচ যারা এরকম কোন মিশনে যায়, তাদের মধ্যে ঠিক উল্টোটা হয়। তারা উত্তেজিত হয়ে পড়ে, সারাক্ষণ আল্লাহর নাম নেয়, ধর্মের কথা বলতে থাকে। তোমার মধ্যে ফাঁসির আসামীর ভাবটা প্রকট হচ্ছে। তুমি কি নিজের ইচ্ছায় কিছু করছ না?”

শুভ্র কোন উত্তর না দিয়ে খাটের এক কোণে শুয়ে পড়ল। তার প্রবল ঘুম পাচ্ছিল। চোখ মুখ অন্ধকার করে দেওয়া ঘুম। আফরোজা তার চুলে বিলি কেটে দিতে দিতে স্থানীয় বাঙাল ভাষায় মিষ্টি একটা গান গাইতে থাকল।

শুভ্রর ঘুম চলে আসছিল।

আফরোজা বলল “আচ্ছা, আজকে এত হুজুর এল, তাদের কাউকে এ ঘরে না পাঠিয়ে তোমাকে পাঠাল কেন?”

শুভ্র ঘোর লাগা গলায় বলল “জানি না। আমি কিছুই জানি না”।

আফরোজা বলল “হতে পারে মিশনের দিন এগিয়ে আসছে বলে তোমাকে এখানে পাঠানো হয়েছে। আচ্ছা তুমি গান জানো? হিন্দি গান?”

আফরোজার গলায় আগ্রহ দেখা দিল।

শুভ্র বলল “জানি”।

আফরোজা বলল “কর না”।

শুভ্র বলল “ইচ্ছা করছে না। আমাকে একটু ঘুমাতে দেবে? আমি আর পারছি না। আমার সব কিছু অসহ্য মনে হচ্ছে”।

আফরোজা হাসল “আচ্ছা। ঘুমাও। আমি ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছি তোমায়”।

শুভ্র চোখ বুজল।

আর তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দরজায় জোরে জোরে কেউ ধাক্কা মারল।

শুভ্র ধড়মড় করে উঠে বসল।

আফরোজা বলল “তুমি বস। আমি দেখছি”।

আফরোজা উঠে দরজা খুলল।

একজন লম্বা, ফর্সা, কালো আলখাল্লা পরা লোক দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। আফরোজা তাকে দেখে সিটিয়ে গেল।

শুভ্র এই লোককে আগে দেখে নি কোথাও। সে অবাক চোখে তাকাল।

লোকটা আফরোজার দিকে তাকিয়ে স্পষ্ট বাংলাভাষায় বলল “এই সেই ছেলে?”

আফরোজা মাথা উপর নীচ করল।

লোকটা আফরোজাকে বলল “কতবার করেছে?”

আফরোজা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

লোকটা ঘরের ভেতর প্রবেশ করে শুভ্রর সামনে এসে শুভ্রর গালে সপাটে এক চড় মারল।

শুভ্রর মাথা ঝিন ঝিন করে উঠল। সে ছিটকে পড়ল। লোকটা শুভ্রর চুলের মুঠি ধরে উঠে বসিয়ে বলল “তুই কে? সত্যি করে বল এখানে তুই কী করতে এসেছিস?”

আফরোজা ছুটে শুভ্রকে বাঁচাতে এল। লোকটা আফরোজা জোরে এক চড় মারল। আফরোজা ছিটকে পড়ল।

শুভ্রর চড় খেয়ে মাথা কাজ করছিল না। সে কোন মতে বলল "আমি আতিক। আমি কলকাতা থেকে এসেছি। আমাকে লতিফ রহমান নিয়ে এসেছেন"।

লোকটা শুভ্রর চোখ নাক মুখ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করে শুভ্রর চুলের মুঠি ছেড়ে দিয়ে বলল "যে মানুষ তার লিঙ্গ দিয়ে না ভেবে তার মাথা দিয়ে ভাবে, সে মানুষের মাথায় অন্য কিছু আছে। কী আছে তোর মাথায়? সত্যি করে বল"।

শুভ্রর বমি পাচ্ছিল। কোনমতে বলল "আমি ওনাকে ভয় পাই। তাই কিছু করি নি। এছাড়া কিছু না। বিশ্বাস করেন"।

লোকটা জোরে হেসে উঠল। বলল "একে ভয়? এই মাগীকে? এই তুই এদিকে আয়"।

আফরোজা মেঝেতে পড়ে গেছিল। কোনমতে উঠে লোকটার সামনে এল। লোকটা আফরোজাকে জড়িয়ে ধরে ঠোঁটে দাঁত বসিয়ে দিল প্রায়। আফরোজা টুঁ শব্দটি করল না। মিনিট খানেক পরে আফরোজাকে ছেড়ে দিয়ে বলল "কীসের ভয়? এ মাগী কি বাঘ? তোদের জন্য এখানে জন্নতের ব্যবস্থা করে দিয়েছি, তোরা গোটা শহর উড়িয়ে দিবি আর ভয় পাস এই বেশ্যাগুলোকে?"

শুভ্র কিছু বলল না।

লোকটা উঠে দাঁড়িয়ে কয়েক সেকেন্ড বিষ চোখে শুভ্রর দিকে তাকিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আফরোজা তাড়াতাড়ি গিয়ে দরজা বন্ধ করল।

শুভ্রর মাথায় ব্যথা করছিল। কোন মতে বলল "কে ইনি? আগে তো দেখি নি?"

আফরোজা খাটে বসে মাথা নীচু করে বলল "ইনিই বড় হুজুর। আসাদ শেখ। কোন দিন বেরোন না, যেদিন বেরোন, এভাবেই বেরোন। দেখতে এসেছিলেন তুমি সত্যিই কী কর এ ঘরে এসে"।

শুভ্র কথা বলতে পারল না। এবার তার ভয় হচ্ছিল। তীব্র ভয়।

(ক্রমশ)

ঝিঁঝিঁ

৩০

নতুন দিল্লি।

প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের বাইরে চারজন চুপ করে বসে আছেন।

যে কোন সময় তাদের ডাক পড়তে পারে।

ঘরটির নিস্তব্ধতা অতুলনীয়। পিন পড়লেও শব্দ পাওয়া যাবে।

সত্যজিত বর্মণের কানের ব্লু টুথ হেডফোন নিরাপত্তাজনিত কারণে জমা রেখে আসতে হয়েছে। সত্যজিত উশখুশ করছিলেন।

প্রফেসর শর্মা সেটা বুঝতে পেরে বললেন "মাথা ঠান্ডা কর সত্যজিত। এটুকু সময়ে বিরাট কিছু হবার সম্ভাবনা নেই"।

রজত হেসে বললেন "সত্যজিত কোন আপডেটই মিস করতে চায় না প্রফেসর"।

সত্যজিত বললেন "কাল রাতের পর থেকে আমার একটু অস্বস্তি হচ্ছে স্যার। ওরা শুভ্রকে সন্দেহ করছে নাকি বুঝতে পারছি না"।

রজত বললেন "ছেলেটাও তেমন হয়েছে। আফরোজার রুমে গিয়ে অভিনয়টাও ঠিক করতে করতে পারছে না"।

পট্টনায়েক বললেন "তুমি ভুলে যাচ্ছ রজত, শুভ্রকে উইদাউট এনি ট্রেনিং পাঠানো হয়েছে। ও কী করে জানবে কোথায় অভিনয় করতে হবে, কোথায় না? আমি এক্ষেত্রে ওর কোন দোষ দেখতে পারছি না"।

প্রফেসর শর্মা বললেন "দেখার প্রশ্নই আসে না। একটা সাধারন মানুষকে আই এস আই এসের ডেনে পাঠালে আর মাথায় এরকম সিগনাল পাঠালে সে পাগল হয়ে যেত। ইওর সান ইজ আবাভ এভারেজ রজত। ওকে নিয়ে কোন রকম সমালোচনা আমি মানতে পারব না। বাই দ্য ওয়ে, সত্যজিত"... প্রফেসর শর্মা সত্যজিত বর্মণের দিকে তাকিয়ে বললেন "তুমি ভেবো না। ওরা এখন প্রিপারেশন মোডে আছে। শুভ্রর সঙ্গে কনট্যাক্ট করতে হবে আজকে। মাথায় ঢুকিয়ে দিতে হবে আমাদের কী কী প্ল্যান আছে"।

সত্যজিত কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে ডাক এল। চারজনে উঠে দাঁড়ালেন।

প্রধানমন্ত্রী একা ছিলেন না তার ঘরে। চারজন ঢুকে দেখলেন দুজন বসে আছেন।

প্রধানমন্ত্রী প্রফেসর প্রফেশর শর্মাকে দেখে সহাস্যে বললেন "গুড মর্নিং প্রফেসর। বলুন কী বলবেন"।

প্রফেসর বললেন "স্যার, যদি একটু প্রাইভেসী পাওয়া যেত তবে কৃতজ্ঞ থাকতাম"।

প্রধানমন্ত্রী মাথা নাড়লেন "সারটেনলি"। কয়েক মিনিটের মধ্যে বাকি দুজন ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে প্রধানমন্ত্রী বললেন "বলুন প্রফেসর"।

শর্মা বাকিদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর পরিচয় করিয়ে দিলেন। পরিচয়পর্ব মিটলে বললেন "স্যার, রিটায়ারমেন্টের পর ভেবেছিলাম গ্রামের বাড়িতে যাব, বাগান করব, নিশ্চিন্ত জীবনযাপন করব। এবং অবশ্যই, আর অন্য কোন কিছু নিয়ে ভাবব না"।

প্রধানমন্ত্রী হেসে বললেন "প্রত্যেক কর্মঠ মানুষ সেই স্বপ্নই দেখে প্রফেসর এবং তারপরে আবার তাকে সেই ব্যাক টু ওয়ার্কই করতে হয়। আপনি কি এরকমই কিছু..."

প্রধানমন্ত্রী কথা শেষ করলেন না। অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন।

প্রফেসরের ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটে উঠল। তিনি বললেন "আপনি ঠিক ধরেছেন স্যার। আমার সঙ্গেও ঠিক তেমনই হয়েছে। ডি আর ডি ও তে থাকাকালীন আমি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করেছি। কোন কোন সাবজেক্টে খুব ভাল রেজাল্ট পেয়েছিলাম, আবার কোন কোন সাবজেক্টে একেবারেই অকৃতকার্য হয়েছিলাম। আমি দেশের বাড়ি গেছিলাম জাস্ট আফটার মাই রিটায়ারমেন্ট। গ্রাম হলেও ইন্টারনেট আছে। শহুরে ব্যস্ততায় মানুষ বলেই হয়ত গ্রামের জীবনে অভ্যস্ত হতে পারছিলাম না। ঠিক করেছিলাম ল্যাপটপ নিয়ে গেলেও সেটা আর খুলব না। কিন্তু দেখা গেল কিছুক্ষণ পর থেকেই আমি বোর হতে শুরু করলাম। অগত্যা সেই ল্যাপটপের শরণাপন্ন হতেই হল। ল্যাপটপ অন করে প্রয়োজনীয় ইমেল সহ বিভিন্ন কাজ সারছিলাম, হঠাৎ একটা ইমেলা চোখ পড়ল। ইমেলটা ভুল করে এসেছিল। কোডেড মেইল। আমার যা স্বভাব, ডি কোড না করা অবধি শান্তি পাচ্ছিলাম না। শুরু করলাম ডি কোডিং এর কাজ। টানা ষোল ঘন্টা লেগেছিল আমার মেইলটার পাঠোদ্ধার করতে। আপাতদৃষ্টিতে সামান্য একটা মেইলের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল এক মারাত্মক খবর। আই এস আই এস নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়া আর বাংলাদেশে সক্রিয় হওয়া শুরু করেছে এন্ড দে আর প্ল্যানিং রিয়েলি সামথিং বিগ"।

প্রধানমন্ত্রী অস্ফূটে বললেন "মাই গড"!

(ক্রমশ)

ঝিঁঝিঁ

৩১

আফরোজার ঘরে শেষ রাতে ঘুম এসেছিল শুভ্রর। বেশিক্ষণ ঘুমাতে পারল না। ভোর পাঁচটার সময় দরজা ধাক্কানো শুরু হল। আফরোজা দরজা খুলতে হুকুম এল শুভ্রকে মাঠে যেতে বলেছে। শুভ্র কোন রকমে বাথরুম সেরে মাঠে যেতে দেখল মাঠে পাকিস্তানি ছেলেগুলোর সঙ্গে আসাদ শেখ দাঁড়িয়ে আছে।

রহমান গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে।

শুভ্র তাদের কাছে যেতে আসাদ শেখ রহমানকে বলল "এই ছেলেকে যে নিয়ে এসেছ, এর সম্পর্কে সব জেনে এনেছো?"

রহমান বলল "হ্যাঁ। অবশ্যই। কলকাতায় পড়াশুনা, বাবা ক্ল্যারিকাল পোস্টে আছে এক নগণ্য সরকারি চাকুরে। মা হাউজ ওয়াইফ। ভারতের বিরুদ্ধে এর চরম ক্ষোভ আছে। প্রতিবার ইমেল করে আমার কাছে ওর ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছে। সব কিছু যাচাই করেই ওর মুসলমানি করানো হয়েছে জনাব"।

আসাদ শেখ এই সকালেই চোখে সুরমা দিয়েছে। শুভ্রর দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে বলল "তুই আফরোজার ঘরে গিয়ে কিছু করিস না কেন? এই বয়সে তো অনেক কিছু করতে ইচ্ছা যায়? তুই কেন কিছু করিস না?"

শুভ্র মাটির দিকে তাকিয়ে ছিল। তার পা কাঁপছিল। অনেক কষ্ট করেও সে নিজের পা কাঁপানো থামাতে পারছে না।

আসাদ শেখ চেঁচিয়ে বলল "উত্তর দে"।

শুভ্র কেঁপে উঠে বলল "আমার একজন ভালোবাসার মানুষ আছে"। বলেই বুঝল ভুল হয়ে গেছে। কিন্তু কথা বেরিয়ে গেছিল মুখ থেকে, সেটা আর ফেরত নেওয়া সম্ভব না।

আসাদ শেখ রহমানের দিকে তাকিয়ে বলল "কী ব্যাপার? ভালবাসার মানুষ মানে? তুমি জানো?"

রহমানের মুখে অস্বস্তি এল। সে বলল "সেসব ছিল। এখন আর নেই। কী বল আতিক?"

শুভ্র এবার খানিকটা জোর দিয়ে বলল "হ্যাঁ। ছিল। ওকে আমি ভুলতে পারি নি"।

রহমানের মুখে স্বস্তি ফিরে এল, "আমি ঠিক জানতাম। নির্ঘাত সে মেয়ের বিয়ে কোন ইন্ডিয়ান সোলজারের সঙ্গে হয়েছে, সে জন্য আতিকের ইন্ডিয়ার ওপর এত রাগ"।

আসাদ ক্রুর চোখে শুভ্রর দিকে তাকিয়ে বলল "তাই নাকি? তা কী রকম রাগ?"

শুভ্র ঘামছিল। কোন মতে এতদিন শেখানো বুলি জোরে জোরে আউড়ালো "আমি ইন্ডিয়ার বরবাদি চাই। আমি চাই প্রতিটা হিন্দু ইন্ডিয়ানকে কুরবানি দিতে। শেষ করে দিতে, জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিতে। দেশটা যেন ছাই হয়ে যায়"।

আসাদ শেখ শুভ্রর সামনে এসে দাঁড়াল। শুভ্রর মাথার চুলে হাত বুলিয়ে জোরে চুল টেনে ধরল। শুভ্র যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠল।

পাকিস্তানি তিনটে ছেলে শুভ্রর দুর্দশা দেখে হাসছিল মুখ টিপে, কিন্তু যেহেতু আসাদ শেখ বাংলায় কথা বলছিল, তাই কী হচ্ছিল বুঝে উঠতে পারছিল না।

আসাদ শেখ শুভ্রর চুলের মুঠি শক্ত করে ধরে বলল "আমার সামনে নাটকবাজি করে লাভ নেই। ইন্ডিয়াকে তুই কতটা ঘেন্না করিস তার প্রমাণ এখনই দিতে হবে। ইন্ডিয়ান ফ্ল্যাগ পুড়িয়ে তার উপর দাঁড়িয়ে লাথি মারতে হবে। কীরে? পারবি তো?"

শুভ্রর মাথা ব্যথা করছিল। আসাদ শেখের কথা শুনে মাথা ঘুরিয়ে উঠল। কিন্তু বুঝল এই কথা না শুনলে তার আজকে আর বেঁচে থাকা সম্ভব না। সে কোন মতে বলল "পারব"।

আসাদ শেখ শুভ্রর মাথার চুল ছেড়ে রহমানের দিকে তাকিয়ে বলল "দাও"।

রহমান হাতের প্লাস্টিক থেকে ভারতের জাতীয় পতাকা বের করে শুভ্রর হাতে দিয়ে বলল "পোড়াও তো আতিক। বড় হুজুরের বিশ্বাস হোক। আসলে উনি কিছুতেই মালাউনদের বিশ্বাস করেন না। ওকে কে বোঝাবে তুমি এখন মালাউন নও। পোড়াও। এ নাও লাইটার নাও"।

শুভ্র জাতীয় পতাকা হাতে নিল। তার চোখ ফেটে জল এল। বহু কষ্টে চোখের জল আটকালো সে। রহমান হাতের দেশলাই এগিয়ে দিল তার দিকে। আসাদ শেখ শুভ্রর দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে আছে। শুভ্র বুঝতে পারছিল আসাদ তার প্রতিটা মুখভঙ্গি দেখতে চাইছিল।

পাকিস্তানি ছেলেগুলোর চোখে মুখে উল্লাসের ছবি। ভারতের পতাকা পোড়ানো হচ্ছে এর থেকে খুশির দৃশ্য আর কী হতে পারে?"

শুভ্র মাটিতে পাতল জাতীয় পতাকা।

কঠিন মুখে দেশলাই কাঠি থেকে কাঠি বের করে আগুন জ্বালিয়ে পতাকার কাছে নিতে যাবে, ঠিক এমন সময় তুমুল বৃষ্টি শুরু হল। আকাশ ভাঙা বৃষ্টি। শুভ্রর হাতের দেশলাই নিভে গেল। রহমান বলল "আসাদ মিয়াঁ কাজটা কালকে করে দেবে আতিক। তুমি চিন্তা কোর না, ও একদম আমাদের নিজের লোক। আমি ওকে নিজের হাতে বাছাই করেছি"।

পাকিস্তানি ছেলেগুলো বৃষ্টি দেখে ছাউনির জন্য দৌড়েছে। আসাদ বৃষ্টি সত্ত্বেও কোথাও গেল না। দাঁড়িয়ে ভিজতে ভিজতে শুভ্রর দিকে তাকিয়ে থাকল ঠান্ডা চোখে।

শুভ্রর ভিতরটা কেঁপে উঠল।

মাথা নিচু করল সে। তিরঙ্গার দিকে চোখ পড়ল।

হঠাৎ মনে হল জাতীয় পতাকা যেন তাকে বরাভয় দিচ্ছে। একটা জড় পদার্থেরও যে এত শক্তি থাকে শুভ্র আগে বোঝে নি।

নিমেষের মধ্যে মনে এক প্রবল শক্তি এল তার।

সব ভয় চলে গেল।

আসাদ শেখের চোখের দিকে তাকাল সে।

কোথাও গেল না।

দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ভিজতে লাগল।

(ক্রমশ)

ঝিঁঝিঁ

৩২

প্রধানমন্ত্রী অবাক চোখে রজতের দিকে তাকিয়ে বললেন "আপনি যে কাজটা করেছেন সেটা কত ভয়ংকর বুঝতে পারছেন? নিজের ছেলেকে আই এস আই এস শিবিরে পাঠিয়ে দিলেন?"

রজত হেসে বললেন "চ্যারিটি বিগিনস অ্যাট হোম স্যার। আমি না পাঠালে কারো না কারো ছেলেকে তো পাঠাতেই হত"!

প্রধানমন্ত্রী বললেন "কোন ট্রেইনড কম্যান্ডোকে পাঠানো যেত! এত বড় রিস্ক নিয়ে নিলেন?"

রজত বললেন "ওদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ হলে তাকে বাঁচিয়ে রাখত না"।

প্রধানমন্ত্রী বললেন "সেটা আপনার ছেলের ক্ষেত্রেও অ্যাপ্লিকেবল, তাই না?"

রজত শ্বাস ছেড়ে বললেন "কিছু করার ছিল না স্যার। গোটা প্রজেক্টটা এই ঘরে চারজন ছাড়া আর কারো সঙ্গে ডিসকাস করে কিছু করা হয় নি"।

প্রধানমন্ত্রী গম্ভীর হয়ে বললেন "কিন্তু এখন আপনাদের র আর ইন্ডিয়ান আর্মির হেল্প লাগবে, তাই তো?"

প্রফেসর শর্মা বললেন "ওদের যে প্ল্যান আছে, সেটা আটকাতে হলে তো লাগবেই স্যার"।

প্রধানমন্ত্রী বললেন "আপনাদের অনেক আগে আমাকে ইনফর্ম করা উচিত ছিল। এত বড় একটা প্ল্যান করছে ওরা, আমরা আগে জানলে আরও ভাল করে প্রিপারেশন নেওয়া যেত"।

প্রফেসর শর্মা বললেন "বেশ কয়েকটা সমস্যা ছিল স্যার। র আমাদের কাছ থেকে জানলে ব্যাপারটা আমাদের অপারেট করতেই দিত না। আই এস আই এস ক্যাম্পে এভাবে কাউকে মাথায় চিপ সেট করে পাঠাতেও দিত না। আমি যেভাবে ভেবেছি, তাতে এদের গোটা ইউনিটটাকেই ধ্বংস করে দেওয়া সম্ভব। একই সঙ্গে ভবিষ্যতে যাতে বাংলাদেশকে ইউজ করে নর্থ ইস্ট দিয়ে ইন্ডিয়ায় ঢোকার কথা ওরা ভাবতেও না পারে, তার ব্যবস্থাও করতে চেয়েছি"।

প্রধানমন্ত্রী রজতের দিকে তাকিয়ে বললেন "ক্যাম্প ধ্বংস করবেন বলছেন। সে ক্ষেত্রে আপনার ছেলের কী হবে?"

রজত বললেন "ওকে জীবিত অবস্থায় যাতে ফিরিয়ে আনা যায়, আমরা তার চেষ্টা করব"।

প্রধানমন্ত্রী অবাক গলায় বললেন "আপনারই ছেলে তো? নাকি অ্যাডপ্টেড?"

রজত হেসে ফেললেন "এরকম কেন বলছেন স্যার?"

প্রধানমন্ত্রী বললেন "এত নির্লিপ্ত গলায় একজন বাবা কী করে কথা বলতে পারে আমি সেটা ভেবেই অবাক হচ্ছি। আপনি ভাবেন নি কত কিছু হতে পারে?"

রজত বললেন "হয়েছে স্যার। আমার ছেলেকে কনভার্ট করা হয়েছে, ওকে আর্মস ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে যাতে ও একজন পারফেক্ট মিলিট্যান্ট হতে পারে। ওকে প্রায় রাতেই একজন মেয়ের কাছে শুতে পাঠাতে হচ্ছে যাতে ও ঠিক ঠাক জিহাদ করার ইন্সপিরেশন পায়"।

প্রধানমন্ত্রী চোখ বড় বড় করে বললেন "মাই গড! আপনি কেমন বাবা?"

রজত বললেন "দেশের জন্য কাজ করছে তো। আমি একজন গর্বিত বাবা স্যার"।

প্রধানমন্ত্রী মাথা নেড়ে বললেন "না না না। আমি এটা এভাবে মেনে নিতে পারি না। আপনারা খুব বড় রিস্ক নিয়ে ফেলেছেন। প্রফেসর, আপনার অ্যাটলিস্ট রজতবাবুকে বোঝানো উচিত ছিল এর ভয়াবহতা সম্পর্কে। এরা তো মানুষ নয়! মানুষের চেহারায় পশুরও অধম কোন প্রাণী, যাদের একটাই ধর্ম, ঘৃণা। এরকম একটা জায়গায় একটা ছোট ছেলেকে..."

প্রফেসর বললেন "আমরা ওকে বুঝিয়েছিলাম স্যার। ও বোঝে নি। মানতেও চায় নি। শুরু থেকেই বলেছিল, ওর ছেলেই এ কাজের জন্য প্রথম প্রেফারেন্স। আমরা ভেবে দেখলাম আর কারো কাছে অ্যাপ্রোচ করার চেয়ে ওর ছেলেকেই নেওয়া আমাদের ক্ষেত্রে সুবিধাজনক হবে। তাই আর বেশি জোর করলাম না"।

প্রধানমন্ত্রী চিন্তিত গলায় বললেন "ডিজাস্টার করে ফেলেছেন আপনারা। আমি শুভ্রকে নিয়ে ভীষণ ওয়ারিড হয়ে গেলাম। যাই হোক। এখন কী চাইছেন? কোন প্ল্যান?"

প্রফেসর বললেন "আমাদের বাংলাদেশে ওদের ক্যাম্পেই ডিরেক্ট অ্যাটাক করতে হবে। নইলে ওদের ইন্ডিয়াতে ঢোকার অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু এখন অবধি যা বুঝতে পারছি, ওদের মাথাগুলো বাংলাদেশের ক্যাম্পেই থাকবে। এখানে যারা আসবে, তারা তো ব্রেইনওয়াশড ছোট ছোট ছেলে। কেউ শুভ্রর বয়সী, কেউ ওর থেকে একটু বড়, কেউ বা ছোট। কিন্তু এই মুহূর্তে বাংলাদেশের ক্যাম্পে বেশ কয়েকটা চাই এসে আশ্রয় নিয়েছে। আমরা যদি ঠিক ঠাক প্ল্যান করে ওদের ক্যাম্প অ্যাটাক করতে পারি, বিরাট সাফল্য আসবে"।

প্রধানমন্ত্রী মাথা নেড়ে বললেন “বাংলাদেশে আমরা অ্যাটাক করলে ইন্টারন্যাশনাল ইস্যু হয়ে যাবে। এভাবে সম্ভব না”।

প্রফেসর বললেন “স্যার, চোদ্দই আগস্ট ওরা ইন্ডিয়াতে ঢোকার প্ল্যান করছে। যদি একজনও ওদের প্ল্যানে সফল হয়, আবার কতগুলো নিরীহ মানুষের জীবন যাবে। আপনি বলুন আমরা চুপ করে বসে থাকব?”

প্রধানমন্ত্রী উত্তর দিলেন না। গম্ভীর হয়ে বসে রইলেন।

(ক্রমশ)

ঝিঁঝিঁ

33

“জিহাদ কী?”

হলভর্তি ছেলেদের সামনে উর্দুতে প্রশ্ন করল আসাদ শেখ।

প্রায় সবাই হাত তুলল।

আসাদ শুভ্রর দিকে আঙুল তুলে বলল “তুমি বল”।

শুভ্র বলল “নিজেদের রক্ষা করার জন্য গ্রেটার শত্রুকে মুছে ফেলার নাম”।

আসাদ চোখ ছোট ছোট করে শুভ্রর দিকে তাকিয়ে বলল “তুমি নিজেদের বলতে কাকে বোঝাচ্ছ? হিন্দু, খ্রীষ্টান না আমাদের?”

শুভ্র বলল “আমাদের”।

আসাদ বলল “তুমি কী? হিন্দু না মুসলমান?”

শুভ্রর অস্বস্তিটা আবার শুরু হল। কানে ঝিঁঝিঁটা ডেকে উঠল “বল আমি একজন গর্বিত মুসলমান”।

শুভ্র সেটাই বলল।

আসাদ শুভ্রর দিক থেকে এবার বাকিদের দিকে চোখ দিয়ে বলল “আমরা কি গর্বিত মুসলমান?”

ভিড় থেকে আওয়াজ উঠল “হ্যাঁ”।

আসাদ কানে হাত দিয়ে বলল "আমি শুনতে পাচ্ছি না। জোরে বল। আমরা কি গর্বিত মুসলমান"।

এবার সবাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে বলল "হ্যাঁ"।

আসাদ বলল "জন্নত মানে জানো? জন্নত সেই জায়গা, যেখানে মানুষের কোন দুঃখ কষ্ট থাকে না। আল্লাহপাক তার সব থেকে প্রিয় জনেদের জন্য জন্নতে জায়গা রেখে দেন। তাকে নিজের কাছে এনে রাখেন। সেখানে কোন রোগ নেই, দুঃখ নেই, কষ্ট নেই, স্বজন হারানোর বেদনা নেই। যেখানে তাকাবে, শুধু সুখই দেখতে পাবে। আমরা, আমাদের মাধ্যমে তোমাদের সেই জন্নতে পাঠানোর মহান ব্রত নিয়েছি। যারা আমাদের ধর্মকে নষ্ট করছে, আমাদের ধর্মের মানুষদের মারছে, আমাদের ধর্মগ্রন্থকে কলুষিত করছে, তাদের আমরা জাহান্নামে পাঠানোর ব্রত নিয়েছি। প্রতিটা মানুষ, প্রতিটা প্রাণী, ভবিষ্যতে যেন শুধু আমাদের ধর্মে দীক্ষিত হয়, আমাদের লক্ষ্য সেটাই। তার জন্য আল্লাহপাক নির্দেশ দিয়েছেন, আমাদের কুরবানী দিতে হবে। কুরবানী দিতে হবে আমাদের সব থেকে প্রিয় মানুষ, আমাদের নিজেদেরকেই। তার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে আমরা যেন গর্ব করে বলতে পারি, হ্যাঁ প্রভু, আমরা আমাদের কাজে সফল হয়েছি। একটা উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য আমরা কাফেরদের মুছে দিতে পেরেছি। এই মুহূর্তে আমাদের সব থেকে বড় শত্রু হতে চলেছে ইন্ডিয়া। সেখানে আমাদের মানুষদের ওপর প্রবল অত্যাচার চলছে। ধর্ষণ হচ্ছে, আমাদের প্রিয় খাবার খেতে গেলে বাড়ি থেকে ট্রেন থেকে বের করে করে তাদের ওপর হত্যালীলা চলছে। আমাদের কাজ হবে তাদের বরবাদ করে দেওয়া। একটা গোটা দেশের ভিত্তিকেই নাড়িয়ে দেওয়া। ক্ষমাহীনভাবে তাদের তছনছ করে বুঝিয়ে দিতে হবে আমাদের গায়ে হাত দেবার পরিণাম কী হতে পারে। বাস স্ট্যান্ড, স্টেশন, মেট্রো স্টেশন, যেখানে পাবে, যাকে পাবে, শেষ করে দেবে। নিজের গায়ে বুলেট এসে লাগলেও থামবে না। শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে লড়াই করে যাবে জিহাদের জন্য। তাহলেই আমরা অভীষ্ঠ লক্ষ্যে পৌঁছতে পারব। জন্নতে যেতে পারব। লতিফ"।

লতিফ পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। বলল "জি হুজুর"।

আসাদ চোখ বন্ধ করে নিজের দাড়িতে কয়েক সেকেন্ড হাত বুলিয়ে বলল "আমি ঠিক করেছি, ১৪ই অগস্ট না, আমাদের অপারেশন তার সাতদিন আগে, মানে আগামীকাল হবে। আল্লাহপাকের এমনই ইচ্ছা। আমি আর কোন রকম ধৈর্য ধরতে পারছি না"।

লতিফ চমকে উঠে বলল "কালকের মধ্যে সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে?"

আসাদ বলল "হ্যাঁ। আমার কাছে বার্তা এসেছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওদের ইন্ডিয়ার মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে হবে। আজ রাতেই ওদের মেঘালয় বর্ডারে নিয়ে চলে যাও। ও পারে আমাদের লোকেরা থাকবে। ওদের নিয়ে গুয়াহাটি এয়ারপোর্টে নিয়ে যাবে। আই কার্ড তৈরী হয়ে গেছে। কোন অসুবিধা হবার কথা না"।

লতিফ মাথা নিচু করে বলল "জি জনাব কিন্তু আমার মনে হয় ওদের আরও ট্রেনিং এর দরকার ছিল"।

আসাদ হল ভর্তি ছেলেদের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে বলল "তোমরা প্রস্তুত নও তার কাছে কুরবানী দিতে?"

ছেলেরা একযোগে চেঁচিয়ে উঠল "জি জনাব"।

আসাদ দাড়িতে হাত বুলিয়ে হাসিমুখে লতিফের দিকে তাকিয়ে বলল “তোমার ক্যাপ্টেন প্রস্তুত? আতিক?”

লতিফ শুভ্রর দিকে তাকাল। ঝিঁঝিঁ ডেকে উঠল “বল জি জনাব”।

শুভ্র কোন দিকে না তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠল “জি জনাব”।

আসাদ সেখের মুখ হাসিতে ভরে উঠল, “নাহ। লতিফ। তুমিই ঠিক ছিলে। ছেলের মধ্যে দম আছে”।

শুভ্রর ঘাম দিচ্ছিল। পা কাঁপছিল। সে বুঝতে পারছিল না কী করবে।

হলের বাকি ছেলেগুলো আনন্দে উল্লাস করা শুরু করল। জোরে জোরে স্লোগান দিতে লাগল।

(ক্রমশ)

ঝিঁঝিঁ

34

দিল্লি। বিকেল পাঁচটা।

দরজা খুলে কন্ট্রোল রুমে দেখতে রজত দেখতে পেলেন পাগলের মত পায়চারি করছেন সত্যজিৎ।

রজত বললেন “কী ব্যাপার সত্যজিৎ? তুমি এত চিন্তিত কেন?”

সত্যজিৎ বললেন “পট্টনায়েক স্যার আর প্রফেসর শর্মা কোথায় স্যার?”

রজত বললেন “আমার সঙ্গেই তো আসছে। টয়লেটে আছে সম্ভবত। কেন বলত? আমাকে একা বলা যাবে না?”

রজতের কথা শেষ হতে না হতেই পট্টনায়েক আর প্রফেসর শর্মা রুমে প্রবেশ করলেন।

রজত সত্যজিৎকে বললেন “এই তো, ওরা এসে গেছেন। এবারে বল, কী হয়েছে”।

সত্যজিৎ সবার দিকে একবার করে তাকিয়ে গভীর শ্বাস নিয়ে বললেন “স্যার, ওরা ঠিক করেছে আজ রাতেই ওরা মুজাহিদিনদের ইন্ডিয়াতে এন্ট্রি করাবে। সাত দিন এগিয়ে নিয়ে এসেছে ওদের প্রোগ্রাম”।

রজত ভ্রু কুঁচকে বললেন “তুমি শিওর?”

সত্যজিৎ বললেন “হ্যাঁ স্যার। শুভ্রর সঙ্গে কমিউনিকেট করতে পারছিলাম সেই সময়টা"।

প্রফেসর শর্মা মাথায় হাত দিয়ে বসলেন “সর্বনাশ। সবে তো পি এম কে বলা হল। র’কে ইনভলভ করতে হবে, আর্মি হেল্প নিতে হবে। আজকে রাতের মধ্যে এটা কী করে হবে?”

পট্টনায়েকের চোয়াল শক্ত হল “আমার মনে হয় যেভাবেই হোক, আজকে আমাদের স্টেপ নিতেই হবে। পি এমের সঙ্গেই না হয় আরেকবার দেখা করি। উনি হেল্প করবেন কথা দিয়েছেন যখন… কিছু তো করার নেই”।

প্রফেসর শর্মা বললেন “দেখো, র চিফের সঙ্গে আমার ঝামেলা আছে বলেই তো আমি ইন্ডিপেন্ডেন্টলি এই প্রোজেক্টটা করার কথা ভেবেছিলাম। এখন, এত তাড়াতাড়ি সব ঠিক হয়ে যাবে, সুশান্ত আমার কথা মেনে নেবে পি এম বললেই, আমার তো সেটা মনে হয় না”।

রজত সত্যজিতের দিকে তাকিয়ে বললেন “এই মুহূর্তে ক্যাম্পে কে কে আছে সত্যজিৎ?”

সত্যজিৎ বললেন “সবাই। আই এস আই এসের তিনটে বড় মাথা, রহমান লতিফ, আসাদ সেখ আর ওদের পুরো ইউনিটের অতগুলো মুজাহিদিন আছে”।

প্রফেসর শর্মা মাথা নেড়ে বললেন “ওরা কালকের মধ্যে কান্ট্রিতে ঢুকে গিয়ে গা ঢাকা দিলে মারাত্মক রিস্ক হয়ে যাবে। দেখো, কোথাও যেতে হবে না, ওরা যদি গুয়াহাটিতেও একটা ছোটখাটো ব্লাস্ট করে, সেক্ষেত্রেও ভয়াবহ ব্যাপার হতে পারে”।

রজত বললেন “আর দেশের সব শহরে ছড়িয়ে পড়লে তো বুঝতেই পারছেন কী হতে পারে”।

পট্টনায়েক বললেন “আমার মনে হয় এই চিন্তাগুলো আমরা খামোখাই করছি। আমরা র’কে জানিয়ে দিয়ে চুপ করেও তো যেতে পারি। প্রয়োজনীয় তথ্যপ্রমাণ তো আমাদের কাছে আছেই। সেগুলিও দিয়ে দিতে পারি। তারপর না হয় চুপ করে দেখি কী হতে পারে”।

প্রফেসর শর্মা ম্লান হেসে বললেন “আর শুভ্র?”

রজত একটা চেয়ারে বসে পড়ে বললেন “ওর চিন্তা করতে হবে না”।

সত্যজিৎ রেগে গিয়ে বললেন “এটা কী কথা বলছেন স্যার? একটা নিরীহ ছেলে, যে কিনা কিছুই জানল না কী হচ্ছে, কেন হচ্ছে, তাকে নিয়ে চিন্তা করতে হবে না?”

রজত প্রফেসর শর্মার দিকে তাকিয়ে বললেন “প্রফেসর ওরা রাতে রওনা দেবে। এই মুহূর্তে ওদের ক্যাম্পে ওদের মাথা সহ সব মুজাহিদিনরা আছে। আমরা যদি চিপের ডেস্ট্রাকশন মোড অন করে দি, সেক্ষেত্রে তো সব ক’টাকে মেরে দেওয়া সম্ভব?”

সত্যজিৎ লাফিয়ে উঠে বললেন "আপনি পাগল হয়ে গেছেন স্যার। এটা কী কথা বলছেন? ডেস্ট্রাকশন মোড?"

প্রফেসর শর্মা রজতের দিকে তাকিয়ে বললেন "চিপের সেলফ ডেস্ট্রাকশন মোড অন করলে তোমার ছেলে একজন অতি শক্তিশালী মানব বোমায় পরিণত হয়ে যাবে রজত। সেক্ষেত্রে যে বিস্ফোরণটা হবে, সেটা অবশ্যই বিরাট কিছুই হবে, কিন্তু তাতে গোটা ক্যাম্প উড়ে যাবার কোন চান্স থাকবে না। হ্যাঁ, ওরা যদি কোন মিটিং বা নামাজ পড়ার সময় একসঙ্গে থাকে, সেক্ষেত্রে ইট উইল ডেফিনিটলি হেল্প আস"।

রজত চুপ করে শুনলেন। সত্যজিৎ পট্টনায়েককে অস্থির হয়ে বললেন "স্যার, আপনি তো কিছু বলুন? এটা হতে দেওয়া যায়? যদি শুভ্রকে বের করে আনতেই না পারি তাহলে আমাদের মিশনটা সাক্সেসফুল হয়েছে কীভাবে বলব? শুনুন না, আমরা র কে ইনভল্ভ করি। ওদের জানাই আমাদের কী করার আছে, ওরা নিশ্চয়ই হেল্প করবে"।

রজত বললেন "মাথাগুলো বাংলাদেশেই থেকে যাবে সত্যজিৎ। তারপর আবার কোথাও কোন ব্লাস্ট করবে"।

পট্টনায়েক রজতকে বললেন "তুমি যে কথাটা ভেবেছ এটাই অনেক রজত। দয়া করে এর বেশি কিছু ভেবো না। আমরা র এর মাধ্যমেই এগোব"।

রজত বললেন "ওরা অতগুলো ছেলে কুরবানী দিতে রাজি হয়ে গেল, শুভ্র কী দোষ করল? যদি দেশের জন্য ওকে বলিদান দিতে হয়, তাহলে দেবে। কী সমস্যা?"

সত্যজিৎ প্রফেসর শর্মার দিকে তাকিয়ে বললেন "আপনি কিছু বলুন স্যার"।

প্রফেসর শর্মা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন "শুভ্রর কো অরডিনেট দাও সত্যজিৎ। কী করা যায় দেখি"।

সত্যজিৎ অবিশ্বাসী চোখে প্রফেসর শর্মার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

(ক্রমশ)

ঝিঁঝিঁ

৩৫

হলঘরে অস্ত্র জমা হয়েছে। একের পর এক লাইট মেশিনগান সহ অসংখ্য অস্ত্র স্তুপ করে রাখা হয়েছে। তার পাশে গুলি।

উসমান, আসাদ শেখ আর লতিফ কথা বলছিল।

শুভ্রদের খেতে দেওয়া হয়েছে হলঘরের অন্যকোণে। বিরাট খাওয়া দাওয়ার আয়োজন হয়েছে। সবাই হামলে পড়ে খাচ্ছে।

শুভ্র খেতে পারছিল না। তার বমি পাচ্ছিল।

মাথায় ঝিঁঝিঁটা ডেকে উঠল, "শুভ্র, এই শুভ্র। শুনতে পাচ্ছিস?"

শুভ্র "হু" বলল। বাকি ছেলেগুলো তার দিকে অবাক হয়ে তাকাল।

শুভ্র হেসে মেক আপ দিল।

বাকিরা আবার খেতে শুরু করল।

ঝিঁঝিঁটা বলল "শুভ্র বলতে পারবি এই মুহূর্তে ওখানে কে কে আছে? আই এস আই এস থেকে কেউ এসছে?"

শুভ্র খাবার জায়গা থেকে উঠে সরে গিয়ে বলল "জানি না। আসাদ শেখ আছে, আর বাইরে থেকে কয়েক জন এসেছে। এরা কে, কেন এসেছে আমি কিছুই জানি না। আজ রাতে গৌহাটি যেতে হবে"।

ওপাশে সামান্য নীরবতার পরে ঝিঁঝিঁটা বলল "তুই ভাল আছিস?"

শুভ্র বলল "কে আপনি?"

"তোর বাবা"।

শুভ্র রেগে গেল। প্রায় চেঁচিয়ে ফেলল "বাবা তুলে কথা বলবেন না। অনেক জ্বালিয়েছেন, আমার বাবাকে আনবেন না এর মধ্যে দয়া করে"।

একজন পাকিস্তানি ছেলে পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। শুভ্রর চেঁচিয়ে ওঠা দেখে দাঁড়িয়ে শুভ্রর দিকে সন্দেহজনক দৃষ্টিতে তাকাল।

শুভ্র ছেলেটার দিকে না তাকিয়ে খেতে বসে পড়ল আবার।

ঝিঁঝিঁটা বলল "আরে আমি তোর বাবা। অন্য কেউ না। যে মিশনে তোকে পাঠানো হয়েছে, সেটা আমিই পাঠিয়েছি"।

শুভ্রর মাথাটা ঘুরে গেল। বাবা! মিশন! মানেটা কী? একগাদা প্রশ্ন মাথার মধ্যে আসতে শুরু করল।

ঝিঁঝিঁটা বলল "শোন শুভ্র, তোকে এখনই এত কথা খুলে বলতে পারব না। শুধু বলি, আমি সারাজীবন যে রাজ্যসরকারের ক্লারিক্যাল পোস্টে কাজ করে গেছি, সেটা নিতান্তই আই ওয়াশ ছিল। আমি ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্টের ডিফেন্স রিসার্চ উইংএর সঙ্গে যুক্ত আছি। তোকে সব বলা যাবেও না, শুধু জেনে রাখ, তোর মাথায় একটা চিপ বসানো হয়েছে যার মাধ্যমে এতদিন তোর সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হয়েছিল। তোর লতিফকে ইমেলগুলো সমস্তটাই তোর অ্যাকাউন্ট থেকে আমি করেছিলাম। আমার প্ল্যান ছিল তোকে লতিফের বিশ্বাসভাজন করে ওদের ক্যাম্পে পাঠানো যে প্ল্যানটা সফল হয়েছিল। হয়ত চোদ্দ তারিখের আগে ক্যাম্পে অ্যাটাক করে তোকে উদ্ধার করাও অসম্ভব ছিল না। কিন্তু ওরা যদি আজকেই তোদের নিয়ে ইন্ডিয়ায় ঢোকার প্ল্যান করে তাহলে আমাকে একটা টাফ ডিসিশন নিতে হবে"।

ঝিঁঝিঁটা থেমে গেল।

বাকিরা হই হই করে খাচ্ছিল। শুভ্রর বাবার কথাগুলো বিশ্বাস হচ্ছিল না। বাবা তাকে এইখানে পাঠিয়েছে?

বাবা? এও কি সম্ভব? আর বাবা যে কথাগুলো বলে গেল তার মানেটা কী? টাফ ডিসিশন? কী টাফ ডিসিশন নিতে হবে?

শুভ্র ফিসফিস করে বলল "কী টাফ ডিসিশন? বলবে?"

ঝিঁঝিঁটা ডেকে উঠল "শুভ্র, আমি প্রফেসর শর্মা বলছি। তোমার বাবার কলিগ। একটা আনফরচুনেট সিচুয়েশনে তোমাকে আমরা ফেলে দিয়েছি সেটা বুঝতে পারছি। শুভ্র, তোমাকে জানাই, তুমি যাদের ক্যাম্পে আছো তারা মানুষের শত্রু, এই পৃথিবীর শত্রু। ধর্মকে আড়াল করে এরা পৃথিবীটাকে নরক বানিয়ে দিচ্ছে প্রতিদিন। কোথাও মেয়েদের ধর্ষণ করছে, কোথাও বা অবলীলায় নিরীহ মানুষদের মেরে ফেলছে নিজেদের স্বার্থ মেটাতে। তুমি নিজেও সেটা বুঝেছো বোধ হয়। এরা আমাদের সভ্যতাকে কয়েক হাজার বছর পিছিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে। এই লোকগুলো আমাদের দেশে যে অ্যাটাকটা করতে চাইছে সেটা হলে তুমি আশা করি বুঝতে পারছো কী হতে পারে! দেশের প্রতিটা শহরে এরা আত্মঘাতী হামলার প্ল্যান করেছে। তোমার মাথায় চিপটা আমিই বসিয়েছিলাম। গোটা পৃথিবীতে কেউ এই জিনিস আবিস্কার করতে পারি নি। আমেরিকা চেষ্টা করছে, কিন্তু সফল হয় নি এখনও। আমি সফল হয়েছি। তোমার বাবা তোমাকে সিলেক্ট করেছিলেন এই মিশনের জন্য। শুভ্র, তুমি নিজেও জানো না তুমি এ দেশের জন্য কী করেছো"।

শুভ্রর অধৈর্য লাগছিল। সে চেঁচিয়ে ফেলল "কী চাইছেন, কী করবেন বলবেন?বাবা কোথায়? আমি বাবার সঙ্গে কথা বলব।"

হলের সবাই তার দিকে তাকাল।

লতিফ তার গলা পেয়েছিল। এগিয়ে এল "কী হল আতিক?"

শুভ্রর মাথা কাজ করছিল না।

হঠাৎ বমি এল। সে হলের মধ্যে বসে বমি করতে শুরু করল।

(ক্রমশ)

ঝিঁঝিঁ

৩৬

“শুভ্র নার্ভাস হয়ে গেছে স্যার”।

সত্যজিত কপালের ঘাম মুছে কথাগুলো বললেন।

রজত প্রফেসর শর্মার দিকে তাকালেন “এমেচার হবার লক্ষণ প্রফেসর। আপনি বলুন কী করা যায়”?

প্রফেসর শর্মা কিছু বলার আগে সত্যজিত বললেন “আমি আবারও বলছি স্যার। ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্টকে স্টেপ নিতে দিন। আপনি যদি নিজের ছেলেকেই…”

রজত বললেন “এই মিশনে শুভ্রকে পাঠানোর সময় থেকেই আমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলাম সত্যজিত। কিছুতেই এই সব র‍্যাডিকাল অরগানাইজেশনগুলোকে আমরা বাড়তে দিতে পারি না। জাস্ট ভাবো তুমি, কাল ওরা গুয়াহাটিতে একটা ব্লাস্ট করবে, দেশের নিরীহ কিছু মানুষ মরবে, পরশু দেশের এক শ্রেণীর মানুষ আবার আম মুসলমানদের দিকে আঙুল তুলতে শুরু করবে। গোটা পৃথিবীটা এদের জন্য একটা নোংরা ভূ খণ্ডে পরিণত হয়েছে। আই এস আই এসের মত সংগঠন বাংলাদেশে ঢুকে পড়েছে, এর ভয়াবহতা কত সেটা বুঝতে পারছ?”

সত্যজিত বললেন “দেখুন স্যার, আমি সবটাই বুঝতে পারছি। বিশ্বাস করুন। কিন্তু আমি শুভ্রর এই পরিণতি মানতে পারছি না”।

রজত বললেন “মহাকাশে যখন লাইকাকে পাঠানো হয়েছিল, তখন এটা জেনেই পাঠানো হয়েছিল লাইকা ফিরবে না। আমি এতগুলো ব্রেইনওয়াশড রিলিজিয়াস বাস্টার্ডকে ছেড়ে দেওয়ার লাক্সারি করতে পারব না সত্যজিত। প্রফেসর শর্মা, প্লিজ প্রসিড”।

সত্যজিত মাথায় হাত দিলেন। দৃশ্যতই ভেঙে পড়েছেন।

প্রফেসর শর্মা সত্যজিতকে বললেন “সত্যজিত, আমায় শুভ্রর সঙ্গে কথা বলাও”।

সত্যজিত রিসিভার কানে নিয়ে বললেন “শুভ্র, শুভ্র, শুনতে পাচ্ছ”?

ওপাশ থেকে ভেসে এল “হ্যাঁ”।

প্রফেসর শর্মা কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। রজত প্রফেসর শর্মার আগেই বললেন “শুভ্র আমি বাবা বলছি। তোর বাবা। আমি তোকে খুব ভালবাসি শুভ্র”।

শুভ্রর যন্ত্রণাক্লিষ্ট গলা ভেসে এল “এসব কী হচ্ছে বাবা?”

রজত বললেন “তোকে সমগ্র মানবজাতির হয়ে একটা কাজ করতে হবে শুভ্র। ওদের প্রতিটা মাথা যাতে মরে, তোকে সেই ব্যবস্থা করতে হবে”।

ও প্রান্তে খানিকটা নীরবতা। তারপর শুভ্র বলল “মার সঙ্গে কথা বলতে পারলে ভাল হত”।

রজত বললেন “তোর মা যেদিন জানবে তার ছেলে দেশের জন্য, মানুষের জন্য কত বড় কাজ করে গেছে, গর্বিত হবে নাকি জানি না, তবে কষ্ট পাবে। খুব কষ্ট পাবে শুভ্র। কিন্তু আমি গর্বিত হব। আমার ছেলে তুই, এই সিদ্ধান্ত নিতে সব থেকে বেশি কষ্ট আমার হয়েছে”।

শুভ্র বলল “জানি বাবা। ওরা এখন কাছে নেই। মেডিকাল রুমে নিয়ে এসেছে আমাকে। তোমাকে বলি, ছোটবেলার কথা মনে পড়ছে জানো তো? সেই যে তুমি মেলায় নিয়ে যেতে। আমি কত বায়না করতাম। নাগরদোলা চড়তাম। আজ এত কিছুর মধ্যে শুধু এটাই মনে পড়ছে। তোমার মনে পড়ছে বাবা?”

রজতের দু চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল।

প্রফেসর শর্মা বললেন “শুভ্র, আমি শর্মা বলছি। তোমরা আর কতক্ষণ পর রওনা দেবে আন্দাজ?”

শুভ্র বলল “যা প্রিপারেশন দেখছি আর বেশিক্ষণ লাগবে না”।
প্রফেসর বললেন “ওরা একটা অ্যাসেম্বলী করবে নিশ্চয়ই বেরনোর আগে। সম্মিলিত প্রার্থনা টাইপ। তোমার কাজ হবে সেই সময়টা ওদের কাছে যাওয়া। উসমান, আসাদ শেখ, লতিফ সহ যে ক'টা এসেছে, সবার যত কাছে যেতে পারো যাবে। তারপর শুধু একবার আমাদের চেঁচিয়ে কোন সিগনাল দেবে। কী সিগনাল দেবে?”
শুভ্র বলল “জয় হিন্দ?”
প্রফেসর রজতের হাত শক্ত করে ধরে বললেন “তোমার ছেলে একজন ট্রু প্যাট্রিয়ট রজত”।
রজত বললেন “আই নো। লেট হিম ডু হিজ জব। ওকে বলে দিন, আমি জানি, মাই সান ইজ দ্য বেস্ট”।
প্রফেসর বললেন “শুভ্র, তোমার বাবা শুধু না, আমরা গোটা টিম তোমার ওপর গর্বিত। তোমাকে জানাই, এই তোমার মাথায় যে যন্ত্রটি লাগিয়েছি, এই গোটা প্রজেক্টে আমরা মাত্র চারজন ছিলাম। তোমাকে বাছা হয়েছিল এই জন্যই যে তোমার বা তোমার ফ্যামিলি সম্পর্কে এমন কোন রিপোর্ট ছিল না যাতে ওরা তোমাকে সন্দেহ করতে পারে। ইউ হ্যাভ ডান ইট মাই বয়। উই আর সো প্রাউড অফ ইউ”।
শুভ্র বলল “মাকে বলে দেবেন প্লিজ, আমি মাকে খুব ভালবাসতাম”।
সত্যজিত চেঁচিয়ে উঠলেন “স্যার প্লিজ। ক্যান্সেল দিস প্ল্যান”।
রজত কাঁদতে কাঁদতে বললেন “প্রফেসর, লেটস ডু ইট”।

৩৭

সম্মেলন শুরুর আগে হলঘরে শুভ্র ধুঁকতে ধুঁকতে ঢুকল।
রহমান তার দিকে উদ্বিগ্ন মুখে এগিয়ে এসে বলল “আতিক। আর ইউ ওকে?”
শুভ্র বলল “জি জনাব”।
রহমান বলল “নার্ভাস ব্রেকডাউন হয়েছিল বুঝতে পারছি। আল্লাহকে ডাকো। তুমি পারবে আমি জানি”।
শুভ্র বলল “জি জনাব”। রহমান শুভ্রর কাঁধ চাপড়ে খুশি খুশি গলায় বলল “গোটা জাতি তোমার উপর গর্বিত হল আজ”।
শুভ্র কিছু বলল না।
সম্মেলন শুরু হল। সবাই হাঁটু গেড়ে বসল।
আসাদ দাঁড়িয়ে উঠে বলতে শুরু করল “আল্লাহর রক্ষাকর্তাগণ, তোমাদের অভিনন্দন জানাই। তোমরা আল্লাহর সেই খাস বান্দা যারা আমাদের বিপদে পড়া ধর্মকে রক্ষা করতে এগিয়ে এসেছো। তোমরাই সেই মানুষ, যারা তবাহি করে দিতে যাচ্ছ গোটা হিন্দুস্তানে। সেই দেশ, যারা আমাদের এত কষ্ট দিয়েছে। আমরা তাদের শেষ দেখব তোমাদের মাধ্যমে। আমি তোমাদের জন্য দোয়া করব। ইন্ডিয়ায় প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে যেন তোমাদের চোখে আগুন জ্বলে, প্রতিশোধের আগুন। গুজরাটে আমাদের মেরেছিল কাফের হিন্দুরা যেভাবে, আমরা যেন সেই আগুনে তাদের শেষ করে দিতে পারি। উপরওয়ালার রহমতে তোমরা জন্নতে যাবে। জন্নতে হুর পরীরা তোমাদের জন্য অপেক্ষা করে আছে আমার সন্তানেরা”।
আসাদের গলার স্বরে আবেগ ভর করেছে। আবেগ মথিত হয়ে সে তার গলার স্বর বাড়িয়ে যেতে শুরু করল। মাঝখানে উসমান থেকে শুরু লতিফ সবাই এসে দাঁড়িয়েছে। আসাদ সেখ বক্তৃতা শেষ করা মাত্র সবাই জোরে নারায়ে তাকদির স্লোগান দিয়ে উঠল। শুভ্র ওদের থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিল।
ঝিঁঝিঁটা ডেকে উঠল “শুভ্র? এবার?”
শুভ্র কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, দেখল আফরোজাকে নিয়ে আসা হয়েছে আসাদ সেখের কাছে। আসাদ সেখ তাদের দিকে তাকিয়ে বলল “এই যে মেয়েটাকে দেখছ, সুন্দর লাগছে না? এরকম শয়ে শয়ে সুন্দর মেয়ে জন্নতে তোমাদের জন্য অপেক্ষা করে থাকবে। ভাবো। এই মেয়ে। কাপড় খোল”।
আফরোজা যন্ত্রের মত কাপড় খুলতে শুরু করল। সমাবেশের সবাই হই হই করতে শুরু করল।

আসাদ সেখ তাদের দিকে তাকিয়ে বলল "ওকে ছুঁতে ইচ্ছা করছে, ছিড়ে খেয়ে নিতে ইচ্ছা করছে না? ইচ্ছাটা বুকের মধ্যে জমিয়ে রাখো সবাই। জন্নতে তোমাদের জন্য এরকম মেয়েরাই থাকবে।
আসাদ আফরোজার গায়ে কাপড় তুলে দিয়ে কঠিন গলায় বলল "চল। তুই আমার কাছে চল"।
শুভ্র দেখল আফরোজা অসহায় চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে।
আসাদ সেটা দেখল। আফরোজাকে ধমকাল "ওর দিকে কী দেখছিস? এই ছেমরি? ওর দিকে কী দেখছিস?"
আসাদ আফরোজার হাত ধরে টান মারল।
ঝিঁঝি ডেকে উঠল শুভ্রর মাথায় "এই শুভ্র, এবার?"
শুভ্র উঠে দাঁড়াল। এক দৌড়ে আসাদের কাছে পৌঁছতে গেল। সবাই অবাক হয়ে তার দিকে তাকাচ্ছে। শুভ্র চেঁচিয়ে উঠল "জয় হিন্দ"।
সবাই কিছু বুঝে ওঠার আগে শুভ্র আসাদ সেখকে জড়িয়ে ধরল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরণ ঘটল। মারাত্মক বিস্ফোরণ। অন্তত একশো জন মুজাহিদ আর একজন শুভ্রর শরীর ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল।
৩৮
প্রধানমন্ত্রী তার ঘরে গম্ভীর হয়ে বসেছিলেন।
স্বরাষ্ট্রসচিব এসে দাঁড়ালেন।
প্রধানমন্ত্রী বললেন "এসব কী শুনছি মিস্টার দীক্ষিত?"
দীক্ষিত বললেন "ইয়েস স্যার। দে হ্যাভ পুলড দ্য ট্রিগার। ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট অপারেশন্স উই হ্যাভ এভার ডান। দে আর ডেস্ট্রয়েড লাইক হেল"।
প্রধানমন্ত্রী দীক্ষিতের দিকে তাকিয়ে বললেন "আর ছেলেটি?"
দীক্ষিত মাথা নিচু করলেন।
প্রধানমন্ত্রী বললেন "দিস ইজ ভেরি আনফরচুনেট। ওরা আমায় বলেছিল, ওরা একজন ইনফরমার প্ল্যান্ট করেছে। এই ঘটনা ঘটবে জানলে আমি অনেক আগেই স্টেপ নিতাম"।
দীক্ষিত বললেন "স্যার, এই ঘটনাটা না ঘটলে আমাদের দেশের জন্য অনেক বড় বিপদ অপেক্ষা করছিল"।
প্রধানমন্ত্রী মাথা নিচু করে বললেন "নিজের দেশের সন্তানকে বলি দিয়ে এরকম জয় কোন ভারতবাসী চায় নি। আমরা শুভ্রকে দেশের সর্বোচ্চ মরণোত্তর সম্মানে সম্মানিত করব দীক্ষিত। ইনফর্ম হিজ ড্যাড। ওহ্... হোয়াট আ পিটি ফর হিস ফ্যামিলি"।
দীক্ষিত বললেন "স্যার শুভ্রকে কোন রকম সম্মান দিতে গেলে প্রেস জানবে। আমরা কি প্রেসকে কিছু আদৌ জানাব?"
প্রধানমন্ত্রী চিন্তিত মুখে দীক্ষিতকে বললেন "ওহ্... তবে?"
দীক্ষিত নিরুত্তর হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।
ফোন বাজছিল।
দীক্ষিত বললেন "বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ফোন করছেন স্যার। উই নিড টু প্রেশারাইজ দেম ইন অর্ডার টু টেক ড্রাস্টিক একশনস এগেইন্সট দোজ টেররিস্ট ব্লকস"।
প্রধানমন্ত্রী অন্যমনস্ক মুখে বললেন "হু"।
#
কন্ট্রোল রুমে শর্মা ক্লান্ত গলায় রজতকে বললেন "কনগ্রাচুলেশনস রজত। অপারেশন সাকসেসফুল"।
সত্যজিত রজতের দিকে তাকিয়ে বললেন "খুশি স্যার?"
রজত চেয়ারে বসে সত্যজিতকে বললেন "কনগ্রাচুলেশন্স সত্যজিত। এই অপারেশনটা সি আই আই করতে পারলে গর্বিত হত। ইউ হ্যাভ ডান ইট। উই হ্যাভ ডান ইট"।

সত্যজিত কয়েক সেকেন্ড রজতের দিকে তাকিয়ে বললেন “কীসের বিনিময়ে স্যার? নিজের মানুষের রক্তের বিনিময়ে? একটা ছেলের অমতে তাকে দিয়ে এত বড় একটা কাজ করানোর বিনিময়ে? এ তো প্রায় বিনা অপরাধে ফাঁসীর সাজা হল! আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারব না। নিজেকে একজন খুনী মনে হচ্ছে বিশ্বাস করুন। আই কুইট স্যার। আমি এই কাজ আর কোন দিন করব না। আই অ্যাম সরি স্যার”।
রজত শূন্য চোখে সত্যজিতের দিকে তাকিয়ে থেকে তার কাঁধে হাত দিয়ে বললেন “বেস্ট অফ লাক সত্যজিত। জয় হিন্দ”।
(শেষ)